প্রথম আলো

Prothom Alo North America

12 October 2023, Thursday, 7th Year, Issue 343, 40 Pages

১২ অক্টোবর ২০২৩, ২৭ আশ্বিন ১৪৩০, ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪৩, পৃষ্ঠা: ৪০

ম্যারাথনে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন কেলভিন কিপটম পৃষ্ঠা ১৯

নিউইয়র্কে কনসার্টে দর্শক মাতালেন ন্যান্সি পৃষ্ঠা ২৪

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে রাজপথে আমেরিকার মানুষ

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ

ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করার ইসরাইলি প্রয়াসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে আমেরিকার মানুষ।

বিশেষ প্রতিনিধি

সরকার নয়, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বা জনপ্রতিনিধিরা নয়, মিডিয়া নয় - বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াচ্ছে আমেরিকার সাধারণ মানুষ। নগর মহানগরে মিছিল সমাবেশ হচ্ছে। হামাসের নারকীয় হামলার জের ধরে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য ইসরাইলি প্রয়াসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে আমেরিকার উদারনৈতিক মানুষ।

১৩ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারে বিশাল সমাবেশের আহ্বান করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সহ আশে পাশের রাজ্য থেকে মানবতাবাদী লোকজন ব্যাপকভাবে এ সমাবেশ যোগ দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। বিশেষ করে মসজিদে মসজিদে মুসলিম আমেরিকানরা সমাবেশে ব্যাপকভাবে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। উদারনৈতিক ইহুদি লোকজনও ফিলিস্তিনিদের উপর পাল্টা হামলা ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রয়াসের বিরুদ্ধে এমন সমাবেশের সাথে সংহতি জানিয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে।

শুক্রবার বেলা তিনটায় ম্যানহাটনের টাইম স্কয়ার সংলগ্ন ব্রডওয়ের ৪১ এবং স্ট্রিটে জমায়েত শুরু হবে। সমাবেশে উদারনৈতিক এক্টিভিস্টরা বক্তব্য রাখবেন এবং সমাবেশ থেকে আমেরিকার ইসরাইল প্রীতি এবং ফিলিস্তিনি নিপীড়নে সহযগিতার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী মানুষের জোরালো অবস্থার কথা জানানো হবে।

ইসরাইলের পর সবচেয়ে বেশী ইহুদির বসবাস নিউইয়র্কে। আমেরিকার সরকার ও রাজনীতি ইসরাইলের স্বার্থের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

গাজার অনেক বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

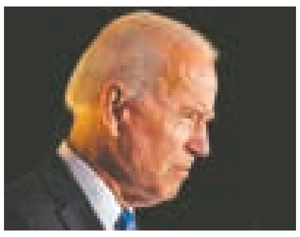

জো বাইডেন

দেয়াল আর অভিবাসী নিয়ে তোপের মুখে প্রেসিডেন্ট বাইডেন

এইচ বি রিতা

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার দক্ষিণে সীমান্ত দেয়াল নির্মান কাজ শুরু করেছিলেন। লক্ষ্য দেয়াল নির্মান করে অভিবাসী ঠেকানো। এ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপক সমালোচনা হয়। ক্ষমতা থেকে ট্রাম্পের সরতে যাওয়ার পর দেয়াল নির্মান থেমেও যায়। এর নির্মান কাজ আবার শুরু করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নথিপত্রহীন অভিবাসীদের প্রবাহ সামাল দিতে ব্যর্থ বাইডেন প্রশাসন এখন ট্রাম্পের নীতি গ্রহণ করায় ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

মেক্সিকোর সাথে দক্ষিণ সীমান্তে নতুন প্রাচীর নির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করার অনুমোদন দিয়েছেন। আলাদাভাবে ভেনিজুয়েলায় বিতাড়ন ফ্লাইট পুনরায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

দেশে-বিদেশে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তবে চিন্তা নেই

টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাকে রক্ষা করতে ওপরে আল্লাহ আছেন আর মাঠে আমার দলের নেতা-কর্মীরা আছেন।

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, 'সামনে আগামী নির্বাচন। আগামী নির্বাচন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তবে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, জনগণ তাদের ম্যান্ডেট নিয়ে সব সময় আমাদের পাশে আছে।'

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে গতকাল বুধবার আওয়ামী লীগের সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

বারবার নিজের প্রাণনাশের চেষ্টা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বুলেট ও বোমার মুখোমুখি হয়ে তাঁরা আজকের অবস্থানে পৌঁছেছেন। আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি কাজ দিয়েছেন এবং কাজটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে রক্ষা করবেন। তিনি আরও বলেন, 'আমাকে রক্ষা করতে ওপরে আল্লাহ আছেন আর মাঠে আমার দলের নেতা-কর্মীরা আছেন। যখনই আমার ওপর কোনো হামলা হয়, আমার দলের লোকেরা সব সময় আমাকে রক্ষা করে।'

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় ২২ জন নেতা-কর্মী নিহত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, দলের

লোকজন তাঁদের জীবনের বিনিময়ে মানব-ঢাল বানিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি জনগণের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি—এটাই বড় কথা।'

শেখ হাসিনা বলেন, দেশবাসীকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডলার সংকট
ধারণার চেয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে!

আলেয়া হাজেরা

আগে চিন্তা করা হত আগামী জাতীয় নির্বাচনের পর হয়ত অর্থনীতির খারাপ অবস্থা প্রকাশ পাবে। ডলার মিলবে ২০২৩ সাল পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ করে পরিস্থিতি দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। এবং এটি ঘটছে দ্রুত। বড় বড় অনেক অর্থনীতিবিদ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দৈনিক পত্রিকা খুলছে অর্থনীতির সব নেতিবাচক খবর আর খবর। কি হবে। অর্থনীতি এ খবরে উত্তপ্ত রাজনীতিকে উসকে দিচ্ছে। সবকিছুকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সবার মনে প্রশ্ন কি হচ্ছে । কি হবে। রিজার্ভ ২৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। যদিও বা বিশ্ব ব্যংকের সাবেক অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেছেন এখন রিজার্ভ আছে ১৮ বিলিয়ন ডলারের মত। আর ৯ অক্টোবর দেশের প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেছেন, দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো না। রির্জাভ ১০ বিলিয়ন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ ও সৌদির ভূমিকা

সংবাদ বিশ্লেষণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইসরায়েল–ফিলিস্তিন নতুন সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে পালটে দিতে পারে। মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ে যেতে পারে ভিন্ন মেরুকরণে। সরকার নিয়ন্ত্রিত সৌদি গণমাধ্যম এবং সরকারি বিবৃতিগুলো এমন পরিবর্তনের কিছুটা হলেও ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই যুদ্ধে সৌদি কর্তৃপক্ষ এবং গণমাধ্যম যেই সুরে কথা বলছে তার সংক্ষিপ্তসার দাঁড়ায়, 'আমরা আগেই সতর্ক করেছিলাম।'

সৌদি আরবের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক স্থাপনের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখা হচ্ছিলো। ইরান এ নিয়ে চরম চাপের মুখে পড়ে। ইসরাইলের সাথে হামাসের বর্তমান সংঘাতের পেছনে ইরানের হাত রয়েছে বলেও মনে করা হচ্ছে।

হামলা করে হামাস তাদের লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছে এবং সৌদি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

- হামলা করে হামাস তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছে।
- সৌদি আরব–ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টাকে লাইনচ্যুত করতে পেরেছে হামাস।

গাজার মানবিক পরিস্থিতি মরিয়া হয়ে উঠছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

টানা ছয় দিন ধরে ইসরায়েলি বিমান হামলা এবং অবরোধের মধ্যে থাকায় গাজার মানবিক পরিস্থিতি ক্রমে মরিয়া হয়ে উঠছে।

উপত্যকার একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জ্বালানির অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে হাজার হাজার আহত রোগীতে পূর্ণ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের ওষুধ শেষ হয়ে আসছে।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার রাতে গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলায় কমপক্ষে ৫১ জন নিহত হয়েছে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর দেশটিতে এখনো পর্যন্ত ১২০০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

সামনে নির্বাচন

শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর চায় মার্কিনরা

প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিনিধিদল

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর চায় মার্কিনরা। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) প্রাক্-নির্বাচন মূল্যায়ন মিশনের (পিইএএম) প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ কথা জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা বাসস জানায়, ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদলটি গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদানকারী ইউএসএআইডির সাবেক ডেপুটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

নির্বাচনকালীন সরকার ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলোচনা নয়

সংবাদ সম্মেলনে ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

সরকার দেশকে সাংঘর্ষিক অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে আলোচনা ছাড়া আর কোনো বিষয় আলোচনা হতে পারে না। বুধবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সংলাপের পথ বিএনপি বন্ধ করেছে—

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

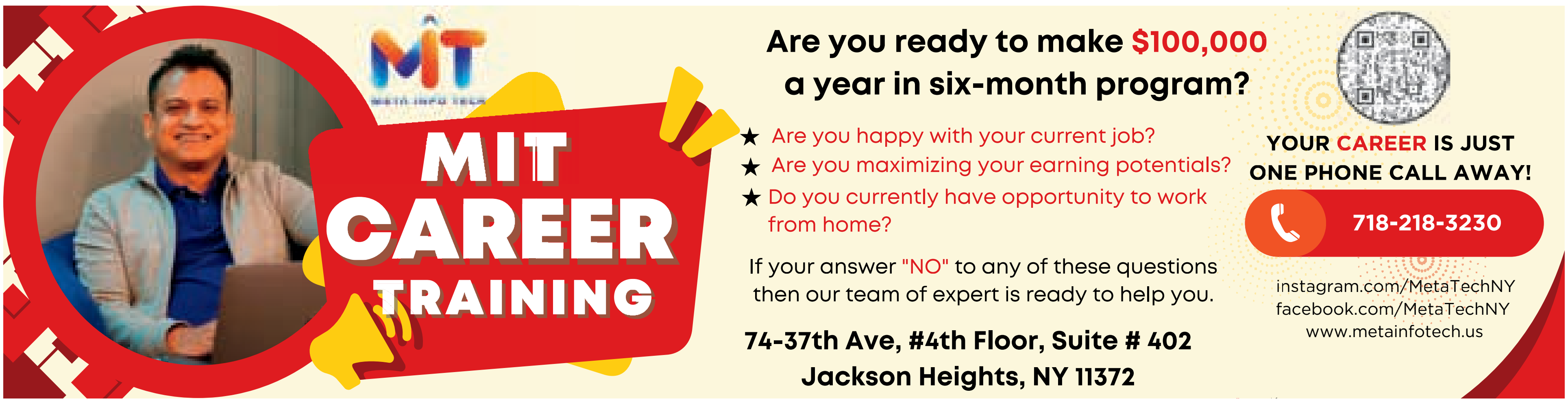

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

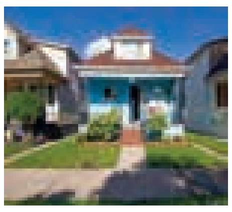

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

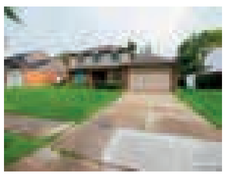

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

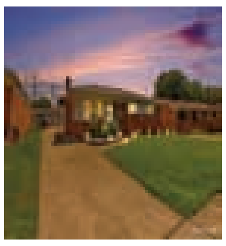

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ট্রাভেল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেডিক রেফুজি /কভার সেন্টার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)---------(শনিবার–বৃহস্পতিবার)-----------(সাঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার -----------(দু ১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ---------------------শনিবার-----------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৫: ট্রাকস এন্ড ট্রাক্টেলস --(আমব্রাকলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড ডেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত

CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS Department of Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন

ঢাকা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ অক্টোবর শনিবার দুপুর ১২টার কিছু পরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী সকাল ১০টার একটু পরেই বিমানবন্দরে উদ্বোধন অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছুলে সেখানে শিশুরা নাচেগানে তাকে স্বাগত জানায়। পরে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় টার্মিনালের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন।

এ সময় টার্মিনালে যাত্রীদের কীভাবে সেবা দেয়া হবে তা প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রতীকী একটি বোর্ডিং পাস দেন বিমানবন্দরের কর্মীরা। এরপর তিনি ইমিগ্রেশনে যান। ইমিগ্রেশন থেকে তিনি নিরাপত্তার ধাপগুলো পার হন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেসামরিক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ অক্টোবর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন করেন।

তৈরী পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন নিষেধাজ্ঞার গুঞ্জনে

ঢাকা ডেস্ক

মার্কিন ভিসা নীতি, নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর থেকেই অস্থিরতা বিরাজ করছে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে। এবার গুঞ্জন নিষেধাজ্ঞা আসছে ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের ওপর। সেই সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) বাংলাদেশকে দেওয়া শুল্ক সুবিধা পুনর্বিবেচনা করতে পারে। এসব গুঞ্জনে বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা বেশ উদ্বিগ্ন।

এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ত যদি হয় তা কোনোভাবেই ব্যবসায়ীদের জন্য সুখকর হবে না বলে অভিমত বিজিএমইএর নেতৃবৃন্দের। বিশেষত ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত হলে তা দেশের পোশাক খাতের ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে বলে জানান বিজিএমইএর সভাপতি।

বিজিএমইএ জানিয়েছে, চলতি বছরের এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানি গত বছরের তুলনায় ২৮ শতাংশ কম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো বড় বাজারে মুদ্রাস্ফীতি বেশি হওয়ায় নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যাংক ঋণের ওপর সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছে দেশগুলো। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি গন্তব্যের দেশগুলো সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়ায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। এর জেরে মানুষ নন ফুড আইটেম, যেমন পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য ক্রয় কমিয়ে দিয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে পোশাক রপ্তানিতে। যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ২০ শতাংশের বেশি। ইউরোপে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ।

ইউরোপের বাজারে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে দেওয়া শুল্কমুক্ত সুবিধা পুনর্মূল্যায়নের যে প্রস্তাব ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে উঠেছে তাতে

পোশাক রপ্তানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান।

সামনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহিংস হয়ে উঠতে পারে—এমন আশঙ্কায় বাংলাদেশে অর্ডার দিতে বায়ারদের মধ্যে দ্বিধা কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ। তাঁরা জানিয়েছেন, ক্রেতাদের শঙ্কা হচ্ছে, পোশাকের ক্রয়াদেশ দিলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা হলে ঠিকমতো জাহাজীকরণ কঠিন হয়ে যাবে। তাছাড়া বায়ারদের মধ্যে আরও একটি ব্যাপার কাজ করছে, তা হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিষেধাজ্ঞায় পড়লে তাঁদের ব্যবসাও ঝুঁকিতে পড়ে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো মুদ্রাস্ফীতি ২ শতাংশে না নামা পর্যন্ত ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমাবে না। ফলে মানুষ শিগগিরই অতিরিক্ত ব্যয়ের দিকে যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সামনের দিনগুলোতে পোশাক রপ্তানি আরও হোঁচট খাবে, এমনটাই ধারণা অর্থনীতিবিদদের।

শ্রম আইন সংশোধন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে দিন দিন চাপ বাড়ছে। একই সঙ্গে ইপিজেড এলাকায় যদি শ্রমিকদের শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার দেওয়া না হয় তাহলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি সমস্যায় পড়বে বলে বিজিএমইএকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন চাইলে অনেক বিষয়কে সামনে এনে আমাদের সমস্যায় ফেলতে পারে। এই জন্য সরকারের উচিত তাদের সঙ্গে আলাপ করে বিষয়গুলো সমাধান করা

ইউরোপে জিএসপি সুবিধা পাওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা। ইউরোপের বাজারে কোনো দেশ তাদের মোট রপ্তানির সাড়ে ৬ শতাংশের বেশি রপ্তানি করলে জিএসপি সুবিধা পায় না। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি ১০ শতাংশ ছাড়ালেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এত দিন জিএসপি সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি করে আসছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন সমস্যার কারণে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা যদি উঠিয়ে দেয় তখন তৈরী পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

নির্বাচন নিয়ে জাপার অবস্থান জানতে চেয়েছে মার্কিন প্রতিনিধিদল

ঢাকা অফিস

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা আছে। সব দলের অংশগ্রহণে এ নির্বাচন না হলে দেশে সহিংসতার আশঙ্কা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের।

সোমবার বেলা ৩টায় রাজধানীর গুলশানে হোটেল ওয়েস্টিনে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ বৈঠক হয়।

নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ভূমিকা কী হবে, সে বিষয়েও জাপা নেতাদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান জি এম কাদের।

সভায় জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন জাপার সংসদ সদস্য ও প্রেসিডিয়াম সদস্য রানা মো. সোহেল, জাপা চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা মাশরুর মাওলা, জাপার সংসদ সদস্য ও ভাইস চেয়ারম্যান আহসান আদেলুর রহমান।

প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক শেষে জি এম কাদের সাংবাদিকদের বলেন, 'ওনারা বলছেন, ইনক্লুসিভ নির্বাচন হলে ভালো হয়। শেষ পর্যন্ত সবার অংশগ্রহণে যেন নির্বাচন সুন্দরভাবে আয়োজন করা যায়, এ বিষয়গুলো নিয়ে তাঁরা আমাদের কাছে মতামত জানতে চেয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো আছে। বাংলাদেশের অন্যতম দল বিএনপি বলছে নির্বাচন করবে না, আন্দোলন করবে। এখানে সহিংসতা হতে পারে, নানা ধরনের অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। এগুলো নিয়ে শঙ্কার বিষয় আছে।'

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, 'তাঁরা নির্বাচনের বিষয়ে খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছেন। আমরাও তাঁদের বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করেছি। এর আগে আমাদের দেশে নির্বাচনে কী ধরনের অসুবিধা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে তাঁরা নানা প্রশ্ন করেছেন, আমরা উত্তর দিয়েছি।'

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স আসা আসা অর্ধেকে নেমেছে

ঢাকা ডেস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসা এমন ১০টি দেশের মধ্যে ৭টি দেশ থেকেই আয় আসা কমেছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সের উৎস বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্র, সেখান থেকে আয় আসা প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। ২০২৩ -২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে আসা রেমিট্যান্স নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে এই পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দেশে দেড় বছর ধরে ডলার-সংকট চলছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ পড়েছে। ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসা কমে যাওয়ায় সেই চাপ আরও বাড়ছে। চলতি অর্থবছরে প্রথম তিন মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৯১ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ কম। এর মধ্যে সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার, যা প্রায় সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে দেশে রেমিট্যান্সের শীর্ষ ১০ উৎস হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, কাতার ও বাহরাইন। এই ১০টি দেশ থেকে ৮৬ শতাংশ প্রবাসী আয় এসেছে। এর মধ্যে ইউএই, যুক্তরাজ্য, ওমান থেকে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে। বাকি সাতটি দেশ থেকে কমেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে রেমিট্যান্স আসছে ঠিকই, তবে তা ব্যাংকিং মাধ্যমে কম আসছে, হুন্ডির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে। সাধারণত অর্থ পাচার বেড়ে গেলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এদিকে ব্যাংকিং মাধ্যমে রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার কারণে রিজার্ভের ওপরও চাপ বেড়েছে। তাই হুন্ডির দুষ্ট চক্র থেকে বের হতে অর্থ পাচার রোধ করতেই হবে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে দেশের মোট জনশক্তি

রপ্তানির প্রায় ৫৪ শতাংশই হয়েছে সৌদি আরবে। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ ওমানে। তৃতীয় স্থানে থাকা ইউএইতে রপ্তানি হয় ৯ শতাংশ জনশক্তি।

মধপ্রাচ্যের মতো যুক্তরাষ্ট্রে জনশক্তি রপ্তানি না হলেও সেখানে স্থায়ীভাবে কয়েক লাখ বাংলাদেশি থাকেন। প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী দেশটিতে যান। মূলত তারাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন।

২০১৯-২০ অর্থবছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৪০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স আসে। পরের বছর সেটি ৩৪৬ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। তখন থেকেই রেমিট্যান্সে দ্বিতীয় শীর্ষ উৎস দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যা গত দুই বছরও বজায় ছিল।

চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫১ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের একই সময়ে দেশটি থেকে এসেছিল ৯৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার। এর মানে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স আসা কমেছে ৪৮ দশমিক ৮১ শতাংশ। এতে রেমিট্যান্স আয়ে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থান থেকে চতুর্থ অবস্থানে নেমে গেছে যুক্তরাষ্ট্র।

বিশেষজ্ঞদের মতে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের বড় অংশই শিক্ষিত। তাদের আয় না কমলেও দেশে আয় পাঠানো কমিয়ে দিয়েছেন। বৈধ পথের চেয়ে হুন্ডিতে দাম অনেক বেশি, এ জন্য এখন অনেকেই সেই পথ বেছে নিচ্ছেন। এ ছাড়া আয় পাঠানোর আগে অনেকেই দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকেও বিবেচনায় নিচ্ছেন।

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গেছেন জামায়াতের নেতারা

ঢাকা অফিস

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে গেছেন জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতারা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার কিছু আগে হাসপাতালে পৌঁছান তাঁরা। বেলা ১টা নাগাদ তাঁরা হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

জামায়াতের মহানগর উত্তরের প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়া জামায়াত নেতারা হলেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, উত্তরের আমির আব্দুর রহমান মুসা, সহকারী সেক্রেটারি ডা. ফখরুদ্দিন মানিক ও প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার।

সুনামগঞ্জে শতবর্ষী পাগলা জামে মসজিদ

রোমেনা রোজী

সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের পার্শ্বে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পাগলা ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামে শত বছরের পুরনো স্থাপত্য নিদর্শন, মোগল প্রাসাদাকৃতির তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি দেখতে পাওয়া যায়। মহাশিং নদীর কুল ঘেঁষে রাজকীয় মহিমায় দাড়িয়ে আছে স্থাপত্যকলার বিস্ময় হয়ে থাকা এই নিদর্শনটি।

মূলত নির্মাণশৈলী ও অপূর্ব কারুকাজের জন্য এই মসজিদটি বিখ্যাত। এলাকায় এই মসজিদ রায়পুর বড় মসজিদ নামেও পরিচিত।

এলাকার ব্যবসায়ী ইয়াসীন মির্জা। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি ভারতের কলকাতাসহ নানা জায়গায় ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণের সুবাদে বিভিন্ন জায়গার স্হাপত্যশৈলী দেখে তিনি এই মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। টানা দশবছর কাজ চলে। ইয়াসিন মির্জা ব্রিটিশ রাজের শহর কলকাতা ও দিল্লির থেকে স্থপতি ও নির্মাতা আনিয়েছিলেন। প্রধান স্থপতি ছিলেন মুমিন আস্তাগার, যিনি তাজমহলের স্থপতিদের একজনের বংশধর ছিলেন। এই সময়কালে মুমিন ঢাকাতে বসবাস করতেন।

দোতলা এই স্থাপনাটি কোনো ধরনের রডের ব্যবহার ছাড়াই সম্পূর্ণ ইটের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। দোতলা এই মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার, প্রস্হ ৫০ মিটার। গম্বুজের উচ্চতা ২৫ ফিট, দেয়ালের পুরুত্ব ১০ ফিট। মসজিদের ৩টি গম্বুজ ও ৬টি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। দোতলা এই ভবনের সামনে একটি বড় ঈদগাহ আছে। উত্তর দিকে একটি ফটক আছে। তৎকালীন সময়ে নির্মাণ ব্যয় হয়েছিল ১০লাখ টাকা।

নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থান দোতলায়। সেখানকার মেঝে ও তার আশপাশে কারুকাজ রয়েছে। মসজিদের দু'তলার মেঝেতে রয়েছে দুর্লভ শ্বেতপাথর, তার চারপাশে ব্লকে দেয়া ব্ল্যাক স্টোন বা কালোপাথর তো আরও বেশি দুর্লভ। এগুলো আনা হয়েছে ভারতের জয়পুর থেকে। তখনকার অবিভক্ত ভারতের সাথে নদীপথের যোগাযোগ বেশ সহজ ছিল।

মসজিদে ব্যবহৃত এই জাতের পাথর একমাত্র তাজমহলে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যায়।

মসজিদের মিহরাব অংশে জমকালো পাথর কেঁটে আকর্ষণীয় নকশা করা হয়েছে। পুরো মসজিদের চারপাশে তিন ফুট উচ্চতা পর্যন্ত যে কারুকার্য খচিত টাইলস লাগানো হয়েছে, সেটি উঁচুমানের স্থাপত্যশৈলীর ইঙ্গিত দেয়। টাইলসগুলো ইতালি, জার্মানি ও ইংল্যান্ড থেকে আনা হয়েছিল। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে পাথরখচিত খিলান মসজিদটিকে বেশ দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। মসজিদের দোতলার ছাদে রেললাইনের স্লিপার ব্যবহার করা হয়েছে। ছাদ ও গম্বুজের চারপাশে পাথর খোদাই করা পাতার ডিজাইন গ্রামীণ ঐতিহ্যের জানান দেয়।

মসজিদের ভূমিকম্প নিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমি খনন করে বেশ মজবুত পাতের উপর স্থাপনাটির ভিত নির্মিত। ফলে অনেকগুলো বড় মাপের ভূমিকম্পও এখন পর্যন্ত মসজিদটিতে ফাটল ধরাতে পারেনি। মসজিদ নির্মাণের পর এখনও বড় ধরনের কোনো সংস্কারের প্রয়োজন পড়েনি। শুধুমাত্র গম্বুজের এক জায়গায় আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে খানিকটা লিকেজ দেখা দিয়েছিল। তখন গম্বুজের উপরের দিকের কিছু পাথর পরিবর্তন করতে হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের তত্বাবধানে বেশ সতর্কতার সাথে সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, যাতে মূল গঠনে কোনোরূপ পরিবর্তন না ঘটে।

ভারী বৃষ্টিতে ফের পানিতে ডুবলো সিলেট

সিলেট অফিস

টানা বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে সিলেট নগরী। তিন ধরে সিলেটে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। ৬ অক্টোবর শুক্রবার থেকে শুরু হয় ভারী বর্ষণ। শুক্রবার রাত থেকেই পানি ঢুকতে শুরু করে নগরের বিভিন্ন এলাকার বাসাবাড়ি ও দোকানপাটে। ৭ অক্টোবর শনিবার সকালের মধ্যে তলিয়ে যায় নগরের বেশিরভাগ এলাকা। নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন ভোগান্তিতে পড়া নগরবাসী।

নগরীর এমএজি ওসমানী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতাল, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কাজলশাহ, শাহজালাল উপশহর, দরগামহল্লা, কালীঘাট, বাগবাড়ি, জালালাবাদ, কানিশাইল, লামাপাড়া, লালা দিঘিরপাড়, মাছুদিঘিরপাড়, তালতলা, বাদামবাগিচা, শাহপরান, কুয়ারপাড়, উপশহর, সোবহানীঘাট, যতরপুর, শিবগঞ্জ, মাছিমপুর, কামালগড় ও দক্ষিণ সুরমার পিরোজপুর, সিলেট রেলওয়ে স্টেশনসহ সিলেট নগরের বেশিরভাগ এলাকার রাস্তাঘাট, বাসাবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পানিতে তলিয়ে গেছে।

নগরীর অন্যতম উঁচু এলাকা শাহী ঈদগাহ। শুক্রবার রাতেই এই এলাকার বেশিরভাগ বাসাবাড়িতে পানি ঢুকে পড়ে। এ নিয়ে চলতি বছরে তিনবার নগরবাসীর ঘরে পানি ঢুকলো।

শাহী ঈদগাহর মতো নগরের উঁচু এলাকা টিলাগড়, মেজরটিলা এলাকারও অনেক বাসায় পানি ঢুকে পড়েছে। আর নিচু এলাকার অনেক রাস্তায় কোমর পানি হয়ে গেছে।

পানিতে নিচতলা তলিয়ে গেছে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের। এতে ব্যাহত হচ্ছে সেবা কার্যক্রম।

এই হাসপাতালের চিকিৎসক অরূপ রাউৎ জানান, ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এবং সকল ছাত্রাবাসের নিচতলা অবধি পানি উঠে গেছে। হাসপাতালের সামনের সড়কও জলের নিচে। হাঁটু পানি ভেঙেই ডাক্তাররা ডিউটিতে এসেছেন। চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে রোগী ও তাদের স্বজনদের। চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। দীর্ঘ সময় বিদুৎ সংযোগ না থাকায় বিদুৎ বিহীন অবস্থাতেই চলে চিকিৎসা সেবা।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি একাডেমিক ভবন, চেতনা একাত্তর, টং দোকান, হ্যান্ডবল গ্রাউন্ড, আবাসিক হল ও ক্যাম্পাসের ইউসি থেকে লাইব্রেরি ভবনের সম্মুখসহ বিভিন্ন স্থান প্লাবিত হয়েছে।

ভোরে নিজ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লাইভ করেছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী শামীম। তার নিজের বাসাও জলমগ্ন। ভিডিওতে দেখা যায়- ফরহাদ চৌধুরীর বাসার নিচ তলায় পানি থৈ থৈ করছে। আসবাবপত্র অর্ধেক ডুবে আছে পানিতে।

কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী শামীম বলেন, সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মহানগরের ছড়া, নালা ও খালগুলো যথাসময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলেও আমাদেরকে ফের জলাবদ্ধতার শিকার হতে হয়েছে। সুরমা নদী খনন না করলে এ ভোগান্তি থেকে আর রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়।

নগরের পাঠানটুলা এলাকায় সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে কোমড় পর্যন্ত পানি জমেছে বলে জানাগেছে। ফলে এই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

শাহজালাল উপশহর এলাকার বাসিন্দা এম জে এইচ জামিল বলেন- আমরা একটি ভবনের ৪ তলায় থাকি। কিন্তু নিচ তলায় রাতে পানি ঢুকে পড়েছে। এর বাসিন্দারা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। আমাদের পাড়ার অধিকাংশ বাসাবাড়িতে পানি ঢুকে পড়েছে।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সিলেট মহানগরের জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসনে সংশ্লিষ্টরা উদ্যোগ নিচ্ছেন না। ফলে বার বার নগরবাসীকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নুর আজিজুর রহমান বলেন, ভারি বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি কমলে পানি নেমে যাবে। তিনি বলেন, ড্রেন নালা পরিষ্কার রাখতে সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নগরবাসীকেও সচেতন হতে হবে। এছাড়া সুরমা নদী খনন করানো জরুরি।

সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ শাহ মো সজিব হোসাইন জানান, শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে শনিবার সকাল ৬ টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় ৩৫৭.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া আজ সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ১০২ মিলিমিটার।

সম্পাদকীয়

নারীশিক্ষাব্রতী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী লীলাবতি নাগ

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন নারী-পুরুষনির্বিশেষে অসংখ্য শিক্ষার্থী। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর এখানে নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ একটু কষ্টকরই ছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাপর্বেই নানা বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে নারী শিক্ষার্থীরা এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে ১৯২১ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জে পি হার্টগ বরাবর ভর্তির জন্য আবেদন করেন লীলাবতী নাগ ও সুষমা সেনগুপ্ত।

লীলাবতী নাগের মা কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী ও বাবা গিরিশচন্দ্র নাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে তিনি সম্মানসহ বিএ পাস করেন (মেয়েদের মধ্যে প্রথম, বৃত্তিসহ পদ্মাবতী স্বর্ণপদক অর্জন)।

পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পড়ার জন্য ভর্তির আবেদন করেন। লীলাবতী নাগ মূল নাম হলেও তিনি খ্যাত হয়েছেন লীলা নাগ নামে। এই মহীয়সী ছিলেন নারীশিক্ষাব্রতী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় লীলা নাগকে পোহাতে হয়েছিল নানা বিড়ম্বনা। তবে শেষ অব্দি তিনি ভর্তি হতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে খুবই কম তথ্য পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডের তথ্য ছাড়া লীলা নাগের কোনো লেখায় বিড়ম্বনা বিষয়ে কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। নেই রতনলাল চক্রবর্তীর বইটিতেও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ লীলা নাগের ৬৯তম জন্মবার্ষিকীতে 'জন্মতিথিতে আশীর্বাচন' শিরোনামের লেখা লেখেন। সেখানে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ সম্পর্কে লিখেছেন, 'শ্রীমতী লীলার আচার–ব্যবহারে এমন একটি শালীনতা ছিল যে, প্রথম হতেই তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।' (আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪)

১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ঢাকা হলের সংযুক্ত ছাত্রী হিসেবে তাঁর নাম আছে 'লীলাবতী নাগ'। পরে ঢাকার বিপ্লবী সংগঠন শ্রী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র অনিল রায়ের সঙ্গে বিয়ের পর তিনি লীলা রায় নামে পরিচিত হন।

লীলা নাগের সমগ্র জীবনের সাধনা ছিল নারীশিক্ষার প্রসার, প্রচার, প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; সাহিত্যচর্চা ও সাধনা এবং সাহিত্য আন্দোলনে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটানো। বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণও করেছেন তিনি।

নারী শিক্ষাব্রতী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে ঢাকার (বর্তমানে পুরান ঢাকা বলে পরিচিত) প্রতিটি এলাকায়, বাড়িতে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ১২টি স্কুলে ভর্তি করার জন্য খুঁজেছেন শিশু-কিশোরী, তরুণী ছাত্রী। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুরসংখ্যক ছাত্রী ভর্তি করেছিলেন।

জয়শ্রী নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন লীলা নাগ। তাঁর অনুরোধে ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে পাঠানো চিঠিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন 'জয়শ্রী'। শুধু তা-ই নয়, সঙ্গে একটি কবিতাও পাঠিয়েছিলেন তিনি:

দুঃখে ও ব্যথায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়।

লীলা নাগের সমগ্র জীবনের সাধনা ছিল নারীশিক্ষার প্রসার, প্রচার, প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; সাহিত্যচর্চা ও সাধনা এবং সাহিত্য আন্দোলনে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটানো। বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণও করেছেন তিনি। নারী শিক্ষাব্রতী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে ঢাকার (বর্তমানে পুরান ঢাকা বলে পরিচিত) প্রতিটি এলাকায়, বাড়িতে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ১২টি স্কুলে ভর্তি করার জন্য খুঁজেছেন শিশু-কিশোরী, তরুণী ছাত্রী। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুরসংখ্যক ছাত্রী ভর্তি করেছিলেন।

১৯৩১ সালের মে মাসে জয়শ্রী নারীদের সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ছিল লীলা নাগের জীবনে। 'আমাদের রবীন্দ্রতর্পণ' (জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৬৮) প্রবন্ধে লিখেছেন, 'মনে পড়ে প্রতি সকালে সন্ধ্যায় পারিবারিক সম্মিলিত প্রার্থনায় অথবা ছাত্রাবস্থায় দৈনন্দিন সম্মিলিত সংগীতে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়েছি। জীবন সম্বন্ধে নিষ্ঠা, গাম্ভীর্য, বিপদে নিঃশঙ্কতা ও আত্মপ্রত্যয় অর্থাৎ অলক্ষ্যে পত্তন হয়েছে জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ—রবীন্দ্র-প্রসাদ সিঞ্চনে। লক্ষ উপদেশাবলী যা করতে পারত কি না সন্দেহ, রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ভাষা ও সুর অতি সহজে স্বাভাবিকভাবে তা করেছে।'

১৯২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার জন্য ঢাকায় এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সময় নীলা নাগের নেতৃত্বে দীপালি সংঘ কবিকে সম্মাননা জানায়। তাঁকে বরণ করে সংঘের ১০-১৫ হাজারের বেশি মেয়ে গাইলেন: 'ওহে সুন্দর মরি মরি'।

কবিও তাঁদের সঙ্গে সুরে সুর মেলালেন। বললেন, 'সমস্ত এশিয়াতে মেয়েদের এত বড় সভা দেখিনি কোথাও।'

বলার অপেক্ষা রাখে না, এটি সম্ভব হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের ছাত্রী লীলা নাগের নেতৃত্বগুণে। সেই সভায় কবির উদ্দেশে অভিনন্দনপত্র পড়েছিলেন লীলা নাগ।

দেশভাগের সময় কবি সুফিয়া কামাল সপরিবার ঢাকায় চলে এলে লীলা নাগ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নারী আন্দোলনের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন এবং তাঁকে হাটখোলায় একটি বাসা ভাড়া করে দেন।

কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিবেশ লীলা নাগের জন্য ছিল বিরুদ্ধ। ঢাকায় তথা পূর্ববঙ্গে লীলা নাগের নারী আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতি ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের সরকার। ফলে একসময় পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে হয় তাঁকে। আদতে লীলা নাগের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সহ্য করতে পারেনি কেউই—না পাকিস্তানি শাসক, না ব্রিটিশ। ব্রিটিশ রাজত্বে বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকার খেসারত হিসেবে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন তিনি। আর পাকিস্তান পর্বে তাঁর জন্য ছিল সীমাহীন নিপীড়ন।

লীলা নাগের পরবর্তী জীবনযাত্রা কলকাতায় কেটেছিল নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, সঙ্গে ছিল শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা। ১৯৫৫ সালে প্রথম হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে কখনো সুস্থ, কখনো অসুস্থ অবস্থায় 'পূর্ববাংলা বাঁচাও কমিটি'র মাধ্যমে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। পরে ১৯৬৩-তে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, ১৯৬৬ সালে হাড় ভেঙে এবং ১৯৬৭-তে সেরিব্রাল আক্রমণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

এরপর সংজ্ঞাহীন ও বাকহীন অবস্থায়ই ছিলেন ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সালের ১১ জুন—মৃত্যু পর্যন্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম ছাত্রী লীলা নাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ফিলিস্তিন: জন্ম থেকে জ্বলছি

ফজলুল বারী

প্যালেস্টাইন টাওয়ারে ৭ অক্টোবর ভয়াবহ হামলা চালায় ইসরায়েলি বিমানবাহিনী। ফিলিস্তিনিদের এ দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া যেন আর কোনো উপায় ছিল না প্যালেস্টাইন টাওয়ারে ৭ অক্টোবর ভয়াবহ হামলা চালায় ইসরায়েলি বিমানবাহিনী। ফিলিস্তিনিদের এ দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া যেন আর কোনো উপায় ছিল না। ছবি: এএফপি

বাংলাদেশের অমর চলচ্চিত্রকার আমজাদ হোসেনের একটি জনপ্রিয় ছবির নাম 'জন্ম থেকে জ্বলছি'। 'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো' শিরোনামের জনপ্রিয় একটি গানও আছে ওই সিনেমায়। সেই থেকে বাংলাদেশের ট্রাকমালিকেরা তাঁদের ট্রাকের তেলের ট্যাংকারে রূপক অর্থে কথাটি ব্যবহার করেন—জন্ম থেকে জ্বলছি। ফিলিস্তিনিদের জীবনের সঙ্গে এর বড় মিল!

সর্বশেষ হামাসের ইসরায়েল আক্রমণ, জিম্মি করার ঘটনায় পশ্চিমা বিশ্বে ছি ছি রব উঠেছে! এই অপরাধটা যে মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিমা বিশ্বের, তা কী আলাপ হয়? হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে ইহুদি গণহত্যার পর পশ্চিমা বিশ্ব ফিলিস্তিন জনপদে ইহুদিদের নিয়ে বসিয়েছে! সৃষ্টি করেছে ইসরায়েল রাষ্ট্রের।

সেই থেকে ফিলিস্তিনিরা নিজভূমে পরবাসী! পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে তাদের নাম সন্ত্রাসী! সেই থেকে ফিলিস্তিনিরা দেশে দেশে শরণার্থী। জর্ডানের জনগোষ্ঠীর বড় অংশ এখন ফিলিস্তিনি। মিসর, লেবানন, সিরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যজুড়েই ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের বাস। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মতো আরব বিশ্বের জনমানসে ফিলিস্তিনিদের নিয়ে এখন আর কোনো সহানুভূতি নেই। উম্মাহর রাজনীতির জন্য এটি একটি ভালো ইস্যু। বাস্তব ভিন্ন।

পশ্চিমা বিশ্ব ফিলিস্তিন টেরিটোরি নামে একটি কথিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। এর নখদন্তহীন একজন প্রেসিডেন্টও আছেন! বাস্তবে ওই টেরিটোরির সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনে কেউ যেতে চাইলে ইসরায়েল থেকে ভিসা নিতে হবে। বাংলাদেশের কোনো সাংবাদিক জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনা ছাড়া ফিলিস্তিনে যেতে পারবেন না। কারণ ইসরায়েলের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে হামাস একটি জঙ্গি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী! কিন্তু হামাস ফিলিস্তিনিদের কাছে জনপ্রিয়। এদের তারা মুক্তিযোদ্ধা মনে করে। গাজায় হামাসের নির্বাচিত মেয়রসহ সিটি কর্তৃপক্ষ আছে। পশ্চিমা বিশ্বের যোগাযোগ চলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে।

ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হামাসের সম্পর্কও ভালো নয়। হামাস তাদের মনে করে পশ্চিমাদের দালাল।লেবাননের হিজবুল্লাহ সংগঠনটির সঙ্গে হামাসের সম্পর্ক ভালো। ইরান প্রভাবিত হিজবুল্লাহ ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। ২০০৬ সালে হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের সর্বশেষ বড় যুদ্ধ হয়। ইসরায়েলি বাহিনী বৈরুতের হিজবুল্লাহ নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাড়িঘর সব ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। প্রতিটি সংঘাতের সঙ্গে জড়িত এমন ধ্বংস। দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত ভূমি দখল। ফিলিস্তিনিদের বসতি এলাকায় নতুন নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন সব সময়েরই দ্বন্দ্বের উপজীব্য।

ফিলিস্তিনি শহরগুলোয় ছেলেমেয়েরা এমন দ্বন্দ্ব দেখে দেখেই বড় হয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এরা পাথর ছুড়তে শেখে, গুলাল মারতে শেখে! একেকটি সংঘাতে যে এমন কত ফিলিস্তিনি ছেলেমেয়ে মারা যায়! পশ্চিমা মিডিয়া দেখে সন্ত্রাসী মরেছে। কত নতুন গৃহহীন সৃষ্টি হয় একেকটি সংঘাতে!

সর্বশেষ শনিবার হামাসের অভিযানে চমকে গেছে পশ্চিমা বিশ্ব। কারণ হামাসের হাতে ট্যাংক বা ইসরায়েলের মতো যুদ্ধাস্ত্র নেই। আছে শুধু রকেট লাঞ্চার! ইরানি ড্রোন ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করছে রাশিয়া। হামাসের তেমন ড্রোন ব্যবহারও শোনা যায়নি।স্বাধীনতাকামী একটি জনগোষ্ঠীর শক্তিই তাদের বড় শক্তি।

ইসরায়েলের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ককে বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক মনে করা হয়। বাংলাদেশের গোয়েন্দারাও ব্যবহার করেন ইসরায়েলি প্রযুক্তি। এসব তাঁরা ইতালির একটি কোম্পানির মাধ্যমে কিনেছেন। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জঙ্গি দল থেকে শুরু করে বিএনপি-জামায়াত সবার সব তৎপরতা গোয়েন্দাদের নখদর্পণে।

গাজার ফিলিস্তিনি এলাকাটি এমন প্রাচীরসহ গোয়েন্দা প্রযুক্তিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে মনুষ্যবিহীন অটোমেটিক মেশিনগানের সীমায় কেউ ঢুকলেই অবিরাম গুলি বেরোয়! সেই সতর্কতা এড়িয়ে হামাস এত বড় অভিযান চালিয়েছে। ইসরায়েলি মিডিয়া শনিবার থেকে এসব নিয়ে স্বদেশের গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে ধুয়ে দিচ্ছে।

হামাস দাবি করেছে, তারা এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ইসরায়েলি সেনাব্যক্তিত্ব, তাদের পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করেছে যে এর বিনিময়ে ইসরায়েলের জেলে আটক তাদের বন্দীদের মুক্ত করতে পারবে। এই একটি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, শনিবারের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্ত করা। অভিযানটি তাদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির ফসল। কিন্তু এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকেই। এ যেন মরার আবার ভয় কী!

ইসরায়েল এর মাঝে প্রতিশোধ নিতে ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে। এতে করে কত হাজার ফিলিস্তিনি হতাহত হবেন, ধ্বংস হবে সব ফিলিস্তিনি বাড়িঘর, এসবের পরিসংখ্যান কেউ জানে না। জো বাইডেন থেকে শুরু করে সব পশ্চিমা নেতা একটাই কথা বলেছেন—ইসরায়েলিদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে।

আত্মরক্ষার অধিকার ফিলিস্তিনিদের থাকতে নেই। কারণ তারা তো সন্ত্রাসী! সৌদি আরবের জন্য ঘটনাটি বিব্রতকর। কারণ তারা যখন ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন শুরু করেছে, তখন ঘটনাটি ঘটল। আরব বিশ্বের বাকি নেতৃত্বও এখন চায় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন। যদিও দেশগুলোর ভেতরের জনগোষ্ঠীর সমর্থন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে। আল আকসা মসজিদের কারণে ইসরায়েল বা পশ্চিমা বিশ্ব ফিলিস্তিনকে মুসলিমশূন্য করতে পারবে না।

স্মৃতিমাখা ডাকবাক্স আজ শুধুই ইতিহাস

রোমেনা রোজী

অক্টোবর মাসের ৯ তারিখ বিশ্ব ডাক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। একটি দিবস দিয়ে সেই দিবসের সবকিছু বোঝানো সম্ভব নয়। তবুও ডাক দিবসের কথা মনে হলেই ওপরের শব্দ কয়টির কথা মনে পরে। চিঠির সাথে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পরে।

মূলত সভ্যতার শুরুতেই মানুষ যোগাযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। সভ্যতার শুরুতে যোগাযোগের জন্য মানুষ নানা উপায় অবলম্বন করতো। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও দূত মারফত রাজস্বের সংবাদ আদান প্রদানের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সময় কবুতরের মাধ্যমে রাজকীয় পত্র পাঠানো হতো। জমিদাররা বাহকের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করত। তবে কাগজ আবিষ্কারের পর চিঠি লেখার শুরু থেকে তা এই আধুনিক যুগেও ছিল জনপ্রিয় মাধ্যম। চিঠির জনপ্রিয়তা কমেছে খুব বেশি বছর হয়নি। সেই সাথে কমেছে ডাকবাক্সেরও গুরুত্ব। ডাকবাক্স, ডাকঘর, ডাকপিয়ন বা ডাক-হরকরা এবং তাদের বিলি করা চিঠি আজকের যুগে খুব প্রয়োজনীয় না হলেও একসময় মানুষের যোগাযাগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। দিনের পর দিন মানুষ অপেক্ষায় থেকেছে ডাকপিয়নের জন্য। তার সাইকেলের শব্দের জন্য। একটি এলাকায় সবচেয়ে পরিচিত ছিল এসব ডাকাপিয়নরা। এ যুগের ছেলেমেয়েরা হয়তো এসব শব্দের সাথে খুব পরিচিত না। কারণ এ যুগটাই আমাদের এসব শব্দ থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে। যুগটা যে বিজ্ঞানের। আধুনিকতার আলোতে পুরাতন সব স্মৃতিতে ঠাঁই নিয়েছে। তাই এসব আমাদের কাছে শুধুই স্মৃতি। কতশত মধুর স্মৃতি কতজনের আছে এই ডাকবাক্সকে কেন্দ্র করে তার হিসেব নেই। প্রেম ভালোবাসা, বিরহ, কষ্ট এসব প্রকাশ পেত একটিমাত্র চিঠিতে। কালের অতল গভীরে হারিয়ে যেতে যেতে চিঠি আজ প্রায় বিলীন হয়েছে। এখন ডাকপিয়নের সাইকেলের বেলের টুংটাং শব্দ হরহামেশাই শোনা যায় না। আগে যেমন পাড়ায় পাড়ায় প্রায় প্রতিদিনই কারও না কারও চিঠি বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ছুটতো সেগুলো বিলি করার জন্য, আজ আর তেমনটা চোখে পড়ে না। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির কাছে হার মেনেছে সব। এটাই নিয়ম। প্রকৃতি কেবল নতুন কিছু গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। অতীত থাকে বইয়ের পাতায়, স্মৃতির মণিকোঠায়। আধুনিক প্রজন্মে বেড়ে ওঠা অনেকের কাছে হয়তো ডাকপিয়ন শব্দটি কেবল বইয়ের পাতায়ই পড়েছে। বাস্তবে দেখেছে কি না সন্দেহ!

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা ' রানার' কবিতার শুরুতে রয়েছে, "রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে/ রানার চলেছে, খবরের বোঝা হাতে/ রানার চলেছে রানার!/ রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার/ দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার/ কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।" রানার কবিতার কেবল এই কয়েক লাইন পড়লেই বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে রানারের কাজ বা কঠোর দায়িত্ববোধ। ডাকব্যবস্থার শুরুর পর বহুদিন রানাররা এভাবেই মানুষের অতি দরকারি, মহামূল্যবান খবরাখবর মানুষের কাছে পৌঁছে দিত। রাত জেগে সারারাত ছুটে সেই খবর সে মানুষের জন্য বহন করে আনত। রানারের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল হাতে লেখা চিঠি। হাতে লেখা চিঠির জায়গায় আজ মোবাইলের ম্যাসেজ, ম্যাসেঞ্জার, ইমেইল বা কুরিয়র স্থান দখল করে নিয়েছে। স্থান পরিবর্তনই প্রকৃতির নিয়ম। তবে এ কথা বলতে পারি চিঠিতে যে আবেগ জড়ানো থাকে আজকের আধুনিক সরঞ্জামে বহন করা ডিজিটাল সেই খবরে এত আবেগ জড়িয়ে থাকে না। থাকা সম্ভব না। একটি চিঠি লিখতে একজন প্রেমিক বা প্রেমিকার বা নববধূর যে সময়, যে শ্রম ব্যয় হতো আজ তার কিছুই হয় না। অনেকেই তার প্রিয়জনের কাছ থেকে প্রথম পাওয়া চিঠির কথা আজও মনে রেখেছে নিশ্চয়ই। এক চিঠির ভাঁজ খুলে বারবার করে পড়েছে অনেকেই। তারপর সযতনে সেই চিঠি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছে। একটি চিঠি কেবল আবেগের বিষয়ই ছিল না। একটি চিঠিতে শেখার মতো অনেক কিছুও ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ব্যক্তির হাতের লেখা এবং শব্দ ও ভাষার প্রয়োগ। ছেলে যদি বাবার কাছে চিঠি লিখতো তাহলেও চিঠির যথাযথ নিয়ম মেনেই লিখতো। এতে তার যোগাযোগের সাথে সাথে লেখাপড়ার কাজটিও অনায়াসেই হতো। আজ যেমন মোবাইলে ফোন করে অনায়াসেই বলে দেয়া যায় তখন তা চিঠির মাধ্যমে জানাতে হতো। যে চিঠি লিখতো সে সবসময় চাইতো তার হাতের লেখা যেন যতটা সম্ভব সুন্দর হয়। কারণ সেটি কেউ পড়বে এই চিন্তা থাকতো তার মাথার ভেতর। আজ ম্যাসেজে দু'চার লাইনে যা জানানো যায় চিঠিতে সেই দু'চার লাইনে কিছুই প্রকাশ করা হতো না। ফলে চিঠি লিখতে গিয়ে অনেকেই অনেক কিছু শিখতে পেরেছে।

একসময় চিঠিপত্র ছিল যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যোগাযোগ মাধ্যমে ডিজিটালের ছোঁয়ায় 'পত্রসাহিত্য' বর্তমান যুগে বিলুপ্তপ্রায়। দূরবর্তী স্বজনের কাছে জরুরি বা আবেগতাড়িত কোনো চিঠি লেখার প্রচলন প্রায় উঠেই গেছে। তার বদলে মানুষের কাছে এখন প্রিয় হয়েছে উঠেছে মুঠোফোন ও কম্পিউটারে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যম। ফলে ডাকবাক্সের জৌলুস আর আগের মতো নেই।

ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে দিয়ে কবে তার প্রিয়জন সেই চিঠি পাবেন সেই অপেক্ষা এখন আর কেউ করেন না। এই বাস্তবতা শুধু বগুড়ার আদমদীঘির সান্তাহার ডাকঘরেই নয় দেশের প্রায় প্রতিটি ডাকঘরের ডাকবাক্সের একই চিত্র। দ্রুততম যোগাযোগমাধ্যম এখন হাতের মুঠোয় থাকায় প্রত্যন্ত গ্রামের বধূও চিঠি লেখাকে সময় নষ্ট করা বলে মনে করেন। এভাবে কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে প্রিয়জনের কাছে হাতে লেখা চিঠি আর জৌলুস ছড়ানো ডাকবাক্সের কদর। এখন ডাকবাক্সে সরকারি চিঠিপত্র ছাড়া আর কোনো চিঠিই পাওয়া যায় না। ফলে ধীরে ধীরে আবেদন হারাচ্ছে চিঠি নিয়ে রচিত আবেগতাড়িত সব গান, সিনেমা, কবিতা।

অক্টোবর মাসের ৯ তারিখ বিশ্ব ডাক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। একটি দিবস দিয়ে সেই দিবসের সবকিছু বোঝানো সম্ভব নয়। তবুও ডাক দিবসের কথা মনে হলেই ওপরের শব্দ কয়টির কথা মনে পরে। চিঠির সাথে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পরে। প্রথমে যত্ন করে চিঠি লেখা, তারপর সেই চিঠি হলুদ রংয়ের খামে ভরে ডাকঘরে যাওয়া এবং তারপর সেই চিঠি ডাকবাক্সে ফেলা। এ কথা স্বীকার করি যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ার ফলে মানুষের বহুবিধ উপকার হয়েছে। তাছাড়া আজকাল মানুষের কর্মব্যস্ততাও বেড়েছে। পেছনে ফেরার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। এত সময় নিয়ে, এত ধৈর্য নিয়ে চিঠি লেখা এবং তা ডাকবাক্সে ফেলার মতো সময়ও হয়তো মানুষের নেই। তাই চট করে অতি সংক্ষেপে ম্যাসেজে জানিয়ে রাখাই উত্তম মনে করে। তা হলেও এত স্মৃতি যার সাথে জড়িয়ে আছে তা টিকে থাক আজন্মকাল। সে লক্ষ্যে ডাক পরিসেবার মান ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি করে ও এটি আধুনিকায়ন করে যুগোপোযোগী করে গড়ে তোলা হোক যাতে তা আধুনিকায়নের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ডাক বিভাগকে টিকিয়ে রাখতে হবে, কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে এবং ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে।

এদেশে শিক্ষকতা পেশার হালচাল ও কিছু প্রস্তাবনা

ইমরান ইমন

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ৫ অক্টোবর। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো ৫ অক্টোবর দিনটিকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পালন করে আসছে। শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৫ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এ দিবসটি শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ দিনে পৃথিবীজুড়ে শিক্ষকদের আলাদাভাবে স্মরণ করা হয়, শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং কর্মক্ষেত্রে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা দেয়া হয়।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস যেভাবে এলো

১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে শিক্ষকদের অবস্থা নিয়ে আন্তঃসরকার সম্মেলন হয়েছিল। সেখানেই শিক্ষকদের কথা চিন্তা করে ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও) কিছু পরামর্শে স্বাক্ষর করে। প্রথমবারের মতো এসব পরামর্শ শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষকতা পেশার বিভিন্ন দিক নিয়ে ছিল। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর তারিখ বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস। দিবসটি পালনে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল (Education International- EI) ও তার সহযোগী ৪০১টি সদস্য সংগঠন মূল ভূমিকা রাখে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ইআই প্রতিবছর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা পেশার অবদানকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেশভেদে বিশ্বের ১০০টি দেশে শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে থাকে। অনেক দেশে দিবসটি ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পালিত হয়। যেমন: ভারতে শিক্ষক দিবস পালিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর। অস্ট্রেলিয়ায় অক্টোবর মাসের শেষ শুক্রবার শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। শেষ শুক্রবার যদি ৩১ অক্টোবর হয়, তা হলে ৭ নভেম্বর শিক্ষক দিবস পালিত হয়। ভুটান শিক্ষক দিবস পালন করে ২ মে, ইন্দোনেশিয়া ২৫ নভেম্বর, মালয়েশিয়া ১৬ মে, ইরান ২ মে, ইরাক ১ মার্চ, আর্জেন্টিনা ১১ সেপ্টেম্বর, ব্রাজিল ১৫ অক্টোবর, চীন ১০ সেপ্টেম্বর, তাইওয়ান ২৮ সেপ্টেম্বর, থাইল্যান্ড ১৬ জানুয়ারি, সিঙ্গাপুর সেপ্টেম্বরের প্রথম শুক্রবার দিবসটি পালন করে।

ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, "The teachers we need for the education we want: The global imperative to reverse the teacher shortage"। অর্থাৎ, "কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার জন্য শিক্ষক: শিক্ষক স্বল্পতা পূরণে বৈশ্বিক অপরিহার্যতা।" এবারের প্রতিপাদ্যটি বেশ চমৎকার ও বর্তমান সময়ের সঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। শিক্ষকরা হলেন জাতি গড়ার কারিগর। আর শিক্ষার যথাযথ বিকাশ ও শিক্ষাকে জাতির মাঝে রুপান্তরের কাজটি কিন্তু শিক্ষকদেরই। জাতির ভবিষ্যত তথা প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব শিক্ষকদের হাতেই। আর এর জন্য শিক্ষকদের হতে হবে দক্ষ ও যোগ্য। পাশাপাশি দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের যে ঘাটতি সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষাকে যদি জাতির মেরুদণ্ড ধরা হয়, তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষকরা হলেন শিক্ষার মেরুদণ্ড। কিন্তু শিক্ষকদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। শিক্ষকরা সমস্যায় থাকলে শিক্ষার গুণগত মান এবং কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠবে না।

এক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাবনা করা যেতে পারে

প্রথমত শিক্ষকতা পেশার সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ পেশায় সামগ্রিক নিরাপত্তা না থাকার ফলে শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের অনেকে আসতে চায় না এবং এভাবে চলতে থাকলে আগামীতেও আসতে চাইবে না। আমাদের এখনই সময় এসেছে, এই পেশার সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিক্ষকরা আগামীতেও যাতে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে, সেই জন্য বিভিন্ন বীমা, বিশেষ ঋণ সহায়তা দিয়ে পেশার সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী শিক্ষকদের বেতন সুনির্দিষ্ট করে কেন্দ্রীয়ভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিক্ষকেরা যেন বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তা ভাবতে হবে। সময়ের সঙ্গে জীবন ও জীবিকার কথা বিবেচনা করে তাদের বেতনের মানদণ্ড মানসম্মত করতে হবে। দেখা যায়, শিক্ষকতা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পেশা হলেও দেশের মেধাবীরা এ পেশায় আসতে চান না অন্য পেশার মতো—এ পেশায় সামগ্রিক নিরাপত্তা নেই বলে। অথচ মেধাবীদেরই এ পেশায় বেশি বেশি আসার কথা ছিল। এতে দেশ ও জাতি উপকৃত হতো। শিক্ষকতাকে মহান পেশা বলা হলেও কার্যত এ পেশা অনেকটা অবহেলিত। অন্য পেশার মতো এ পেশায় সামগ্রিক নিরাপত্তা নেই। এ কারণে মেধাবীরা এ পেশায় আসতে চান না। তাই এ পেশার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এখন সময়ের দাবি।

» শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। শিক্ষকতায় স্বীকৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ মোটিভেশন হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, শিক্ষকদের প্রতিটি কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ইদানিং অনেক প্রতিষ্ঠানই শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে।

শিক্ষাখাত সময়ের সেরা বিনিয়োগের ক্ষেত্র। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। ভারতের নোবেল বিজয়ী শিক্ষাবিদ কৈলাশ সত্যার্থী বলছেন, শিক্ষায় ১ ডলার বিনিয়োগ করলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ১৫ গুন রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। ফলে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী মূল্যায়নের মাধ্যমে এই পেশায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা শিক্ষার উন্নয়নে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে পৃথিবী প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদেরও বদলাতে হবে প্রতিনিয়ত। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষকরা কতটা পিছিয়ে সেটা দেশে মহামারী করোনা আসার পর আমরা লক্ষ্য করেছি। একজন শিক্ষক আজকেই আগামী দশকের সুযোগ ও সমস্যা মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করছেন। ফলে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের আত্মোন্নয়নের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকদের গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক মানের।

শিক্ষক সংকট ও শিক্ষকদের প্রমোশনজট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দেখা যায়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচুর শিক্ষক সংকট। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রমোশন যেন সোনার হরিণ। শত শত প্রধান শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। কিন্তু প্রমোশন নেই। সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রমোশন হলে সিনিয়র শিক্ষকদের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে প্রমোশন পাওয়ার সুযোগ হবে। প্রমোশন হলে কাজে গতি বাড়বে। তাছাড়া সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, যথাসময়ে পদোন্নতি ইত্যাদির জটিলতা নিরসনেও কাজ করতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হলো শিক্ষার্থীদের জীবনের ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি। এ স্তরে শিক্ষকরা যদি যোগ্য ও যথাযথ দক্ষতাসম্পন্ন হন, তাহলে শিক্ষার্থীদের ভিত্তি মজবুত হবে। জ্ঞানে-মানে একটি শক্তিশালী প্রজন্ম গড়ে ওঠবে। এজন্য প্রাথমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। আর শিক্ষার মান উন্নয়নে এখন এটা বড় চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। শিক্ষকতায় স্বীকৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ মোটিভেশন হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, শিক্ষকদের প্রতিটি কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ইদানিং অনেক প্রতিষ্ঠানই শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। যেমন: বছর শেষে 'সেরা শিক্ষক' পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই বছর সরকারের এটুআই ও গ্রামীণফোনের উদ্যোগে 'সংকটে নেতৃত্বে' শিরোনামে শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করেছে। শিক্ষকদের ক্লাসের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের থেকে মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষককে স্বীকৃতি দিতে হবে। এতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠান সবাই সফলকাম হবে।

শিক্ষক দিবসে দাবি ছিল দিবসটিকে সরকারিভাবে পালন করা। শিক্ষক দিবসকে সরকারিভাবে পালনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে লিখে আসছি। অনেক লেখালেখির পর অবশেষে গতবছর প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে দিবসটি 'জাতীয় শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। এর আগে এতো দিন ধরে এ দিবসটি সরকারিভাবে পালিত হতো না। এখন থেকে পালিত হবে। ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবসে আমি জোরালোভাবে আমার প্রবন্ধে বলেছিলাম দিবসটিকে সরকারিভাবে পালনের কথা। সে প্রেক্ষিতে গত বছর সরকার থেকে দিবসটিকে সরকারিভাবে পালনের সিদ্ধান্ত এসেছে। এবছর জাতীয় শিক্ষক দিবসের পরিবর্তে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালনেরও উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই দিবসটি এখন সরকারিভাবে পালিত হলে শিক্ষকেরা অবশ্যই নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করবেন, যা তাদের জন্য বড় ধরনের একটা প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষকতা একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা। জাতি গঠনে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিক্ষকদের ওপর হামলা ও অপমানের ঘটনা আমাদের ব্যথিত করে। পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নৈতিক ও আদর্শিক বিচ্যুতিও আমাদের সমানভাবে ব্যথিত করে। কারণ, শিক্ষকরাই জাতি গড়ার কারিগর। তারা যদি এমন হন তাহলে আমাদের কেমন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে ওঠবে, সে প্রশ্ন না ওঠে পারে না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষকতা পেশার যথাযথ মূল্যায়ন ও শিক্ষকদের মানোন্নয়ন ব্যতীত শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

শিক্ষকের গালে চড়, না আমাদের গালেও?

অর্ণব সান্যাল

অসদুপায় অবলম্বন করায় খাতা নেওয়ায় শিক্ষককে থাপ্পড় দেয় শিক্ষার্থী।

প্রথমে ছেলে দুই হাত তুলে বসেছিল। এর কিছুক্ষণ পর লেখার চেষ্টা করছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে, মাথায় থাকা জিনিসগুলো কলমে ঠিক আসছে না। এর পর ছেলেটির পেছনে বসা আরেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে বাতচিত করার ইচ্ছে হলো। শিক্ষক দাঁড়িয়েই ছিলেন অদূরে। শিক্ষকের দিকে এক নজর তাকিয়ে ছেলেটির হঠাৎ পরীক্ষার হলে বসে আড়মোড়া ভাঙার শখ হলো। দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে ছেলেটি একটু রিল্যাক্স করতেই পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত শিক্ষক যা বোঝার বুঝে ফেলেন, আর নিয়ে নেন পরীক্ষার খাতাটি।

আর এতেই ছেলেটি নিজেকে সামলাতে পারল না। শুরু থেকেই ছেলেটির শরীরি ভাষা ছিল 'মুই কি হনু রে' গোছের। শিক্ষক খাতা নিয়ে নেওয়ার পর পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে যেতে বললে একপর্যায়ে ছাত্রটি চলে যায় মাস্তানের ভূমিকায়। শিক্ষকের গালে সপাটে চড় মেরে বেরিয়ে যায় সে। আর শিক্ষক? উনি চড় খেয়ে তো আগেই পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গার একটি বিদ্যালয়ে গতকাল রোববার প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা চলাকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রধান শিক্ষক বলছেন, ওই শিক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার নিয়মকানুন যথাযথভাবে মানেনি। যে কারণে শিক্ষক তার খাতাটি নিয়ে নেন এবং বসতে বলেন। কিন্তু ওই শিক্ষার্থী শিক্ষকের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ বলছে, এ ঘটনার তদন্ত চলছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটিও নাকি গঠন করা হয়েছে। আর ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে ওই শিক্ষার্থী।

পরীক্ষার হলে খাতা নেওয়ায় শিক্ষককে ছাত্রের চড়-থাপ্পড়পরীক্ষার হলে খাতা নেওয়ায় শিক্ষককে ছাত্রের চড়-থাপ্পড়

ভিডিওটি বেশ স্পষ্ট। তাতে শিক্ষককে মারধরের বিষয়টিও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ভিডিও দেখলে শিক্ষাজীবন শেষ বা এখনো চলছে, এমন যেকোনো প্রাপ্তবয়স্কের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে—দোষী ছেলেটি এর-ওর কাছ থেকে পরীক্ষার খাতায় লেখার উপাদান খুঁজছিল। পরীক্ষার হলে এ ধরনের ঘটনা এ দেশে অতিসাধারণ। চলতি শতকের শুরুর দিকে বা গত শতকের শেষের দিকে আমাদের এ দেশে এসএসসি বা এইচএসসির মতো কোনো পাবলিক পরীক্ষা হলেই আমরা পত্রিকার পাতায় নকল করার কারণে কতজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সেই খবর পেতাম। ধীরে ধীরে এই নকলের মহোৎসব কমে এসেছে। কিন্তু তাই বলে পরীক্ষার হলে দেখে লেখা বা শুনে লেখার প্রবণতা খুব একটা কমেনি। এই ধরনের কাজ প্রত্যেক ব্যাচেই গুটিকয়েক শিক্ষার্থী আগেও করতো এবং এখনো করে থাকে। ফলে আলোচিত ভিডিওতে অভিযুক্ত ছেলেটি যা করেছে, সেটিকে খালি চোখেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীতে তার শরীরি–ভাষা বলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ আস্ফালনের। তাই একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বলে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফলে ভয় হয়, কোথায় যাচ্ছি আমরা!

পরীক্ষার হলে ছাত্রটির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শিক্ষক যা করেছেন, তা এ দেশের বেশির ভাগ শিক্ষকই করে থাকেন—পরীক্ষার খাতাটি নিয়ে নিয়েছেন। তবে এ কারণে কোনো শিক্ষার্থী সপাটে শিক্ষকের গালে চড় মেরেছে—এমন ঘটনা বিরল। শুধু তাই নয়, যে প্রবল কর্তৃত্বে ওই ছেলেটি শিক্ষককে চড় মেরেছে তা শুধু ক্ষোভের বশবর্তী বলে মনে হয় না। একমাত্র পেশী ও অর্থনৈতিক শক্তির ধারক–বাহক হিসেবে পারিবারিক ইতিহাস থাকলেই তেমনটা করা সম্ভব। যখন একজন অপ্রাপ্তবয়স্ককেও আপনি এই অনুভূতি দিতে পারবেন যে, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অর্থ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার জোর তার পেছনে আছে। কেবল তখনই এ ধরনের দুঃসাহস তার পক্ষে দেখানো সম্ভব হবে। দশম শ্রেণির এই ছাত্রকে কিশোর বলাই ভালো। যদিও জাতিসংঘের হিসাব মেনে কেউ তাকে শিশু হিসেবে আখ্যায়িত করলে আপত্তি করা কঠিন। শিশু–কিশোর যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তার সীমা ঔদ্ধত্বের বলদর্পী প্রকাশের পেছনে খুঁটির জোরটাই আসলে কাজ করেছে।

এখন পর্যন্ত যতটুকু খবর জানা গেছে, তাতে এটি স্পষ্ট যে অভিযুক্ত ছেলেটির পরিবার সমাজে প্রতিপত্তি প্রদর্শনে সক্ষম। সেখানে ব্যবসাজনিত অর্থশক্তি আছে, আছে সমাজ ও প্রশাসনে প্রভাব খাটানোর ক্ষমতাও। ছেলেটি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণেই সব তথ্য প্রকাশ করা সমীচীন নয়। প্রকাশিত সংবাদ বলছে, দায়িত্বরত শিক্ষককে চড়-থাপ্পড় মেরে পরীক্ষার হল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায় ওই শিক্ষার্থী। এর পর স্কুলে থাকা তার মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় সে। অর্থাৎ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটিকে চলাচলের জন্য মোটরবাইকও কিনে দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই। অর্থনৈতিকভাবে কতটা শক্তিশালী হলে একটি পরিবার এমনটা করে, তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়।

শিক্ষককে চড়-থাপ্পড়: ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগশিক্ষককে চড়-থাপ্পড়: ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

আমাদের শহর-গ্রামে এই বিত্ত ও প্রতিপত্তিজনিত উদ্ধত আচরণ বর্তমানে সহজলভ্য। আশপাশে ভালোভাবে নজর দিলেই দেখবেন, উঠতি বয়সী কিছু শিক্ষার্থী মোটরসাইকেল বা গাড়ি নিয়ে সশব্দে রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওইসব যানে কখনো কখনো লাল-নীল আলো জ্বলতেও দেখা যায়। কোনো কোনোটিতে আবার দেখা যায় নানা ধরনের সরকারি-বেসরকারি পরিচয়ের স্টিকার। এতেই বোঝা যায় যে, ওই অপ্রাপ্তবয়স্করা হয় ধনীর দুলাল, নয়তো প্রভাব-প্রতিপত্তির। অর্থাৎ, তাদের পেছনে দণ্ডায়মান একটি ক্ষমতাকাঠামোর উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায় বেশ।

এই বিষয়টি স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের সমাজে অনেক কিছুর সর্বনাশ হয়েই গেছে। এর অন্যতম হলো, বিত্ত ও প্রতিপত্তিজনিত ঔদ্ধত্যের চরম উত্থান। যারা শিক্ষকদের দেবতাতূল্য জ্ঞান করেছিলেন একসময়, তাদের সন্তানেরাই এখন শিক্ষকের গালে চড় মারছে! এই পরিবর্তনের পেছনের কারিগর অবশ্যই প্রাচুর্যজনিত (অর্থ ও ক্ষমতা-উভয়েরই) নৈতিক স্খলন। তবে কি এই পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে ধনী-গরিব সৃষ্টি হবে না? অবশ্যই হবে। কিন্তু যে উত্থান আমাদের নত হতে শেখায় না, বিনয়ী হতে শেখায় না, সেই উত্থান আসলে বিধ্বংসী। আর এই সর্বনাশা পরিবর্তনের শিকড়ই এ দেশ ও সমাজের গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত হচ্ছে। এমন পরিবর্তনের খলনায়কেরা তাদের উত্তর প্রজন্মকে দিয়ে দেয় যা ইচ্ছা তাই করার ব্ল্যাঙ্ক চেক। কারণ যে অন্যায়ই হোক না কেন, হয় অর্থ বা ক্ষমতা দিয়ে সেটি মুছে ফেলার ইরেজার যে সবসময় তাদের পকেটেই থাকে।

বর্তমানে এমনই একটি দুর্বৃত্তায়িত সমাজ গঠনের দায় আমাদের সবার কাঁধে এসে পড়েছে। এর কুফল আমার–আপনার সবাইকেই ভোগ করতে হবে। কেউ আজ এর শিকার হবেন, তো কেউ কাল। তবে খারাপ লাগছে শিক্ষককে চড় মারা ওই ছেলেটির পরিবারের একজন প্রধান সদস্যের জন্য। তিনিও শিক্ষক। স্বজনের হাতের ওই চড় তাঁর গালেও পড়ল যে! সেইসঙ্গে আমাদেরও।

বিশ্বকে হতবাক করা হামলা

ডেভিড হার্স্ট

৭০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত একটি রাষ্ট্রের ভূমিকার নাটকীয় বিপর্যয় ঘটেছে। যারা এত দিন ফিলিস্তিনের গ্রামবাসীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছিল, সেই ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের ঘরবাড়ি আজ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনি বন্দুকধারীরা বসতিগুলো দখল করেছে।

ফিলিস্তিনের বন্দুকধারীরা ডজন ডজন ইসরায়েলি সৈন্য এবং বেসামরিক নাগরিককে আটক করেছে, যাদের বসবাস এখন গাজার বেসমেন্টগুলোতে। তবে এসব নিয়ে কারও গর্ব করা উচিত হবে না। কারণ বহু নিরীহ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে; অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা আতঙ্কিত হয়েছেন এবং বহু শিশুর প্রাণ গেছে। ফিলিস্তিনি বন্দুকধারীরা কয়েক ডজন ইসরায়েলি সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিককে ধরে নিয়ে গেছে, যারা এখন গাজাজুড়ে বেসমেন্টে রয়েছে। আমি এমন একজন ইসরায়েলি নারীর কথা জানি, যিনি ডানপন্থী ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধী এবং ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকারের দৃঢ় সমর্থক, তাঁকেও গাজার একটি বেসমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কিন্তু যে দৃশ্য দেখে বিশ্ব বাকরুদ্ধ হয়েছে তা হচ্ছে, ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি সৈন্যদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে আটক রাখতে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, গাজায় এখন প্রায় ১০০ ইসরায়েলি বন্দী রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সুসজ্জিত সেনা ও পুলিশ বাহিনী নজিরবিহীন হতাহতের শিকার হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বেসামরিক নাগরিকসহ নিহতের সংখ্যা ৬০০ এবং আহতের সংখ্যা দেড় হাজার।

চরম গোয়েন্দা ব্যর্থতা

১৯৪৮ সালে যে যুদ্ধে প্রথম নাকবা এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল, এরপর এমন দৃশ্য প্রথমবারের মতো দেখা গেছে। এই দৃশ্যগুলো ইসরায়েলিদের জন্য ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের চেয়ে অনেক খারাপ, যা প্রায় ৫০ বছর আগে শুরু হয়েছিল।

অভিজ্ঞ ইসরায়েলি বিশ্লেষক মেরন র‍্যাপোপোর্ট মিডল ইস্ট আইকে বলেছেন, ‘১৯৭৩ সালে আমরা একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আর এখন আমরা এমন লোকজনের কথা বলছি, যাদের কাছে কেবল একটি কালাশনিকভ ছাড়া আর কিছুই নেই।

এটা অকল্পনীয়। এটি এমন একটি সামরিক ও গোয়েন্দা ব্যর্থতা, যা থেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে ইসরায়েলের অনেক সময় লাগবে।’

ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার গুরুতর ব্যর্থতার ফলে গাজার ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে তাদের নিজেদের মাটিতেই হারিয়ে দিয়েছে। ইসরায়েলের জন্য এই পরাজয় অত্যন্ত গুরুতর। এটা প্রমাণ করে যে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী অপ্রতিরোধ্য নয় এবং ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত।

ইসরায়েলের ইতিহাসে এত বড় ব্যর্থতা আর হয়নি। তাদের সবচেয়ে সুরক্ষিত সীমান্তে হামাসের আক্রমণে তারা হতবাক হয়ে গেছে। ইসরায়েলের বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও এই আক্রমণের কথা আগে থেকে জানতে পারেনি। হামাস পুরোপুরি অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। ইসরায়েলের বিখ্যাত সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট ৮২০০—এমন একটি ইউনিট, যা গাজার প্রতিটি টেলিফোন কথোপকথন শুনতে পায়। তারাও কিচ্ছুটি টের পায়নি।

ইসরায়েলিরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করছে যে তাদের সেনাবাহিনী এত বড় ভুল কীভাবে করল। এই আক্রমণ ইসরায়েলিদের মনে বড় ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। তারা এত দিন ধরে প্রভু হিসেবে থাকায় অভ্যস্ত, কিন্তু এবার তারা তাদের আধিপত্য হারাতে চলেছে, তা বুঝতে পেরেছে।

অথচ মাত্র দুই সপ্তাহ আগে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি মানচিত্র উঁচিয়ে ধরেছিলেন, যেখানে গোটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে মুছে ফেলা হয়েছে। এখন খুব পরিষ্কার একটি বার্তা পাঠানো হয়েছে যে ফিলিস্তিনিরা প্রবলভাবেই রয়েছে এবং তারা জয়ের খুব কাছাকাছি।

আল-আকসার স্ট্যাটাস কো

হামাস তার ইসরায়েলে হামলাকে ‘আল-আকসার বন্যা’ বলে অভিহিত করেছে। তারা বলেছে, এই আক্রমণ আকাশ থেকে নেমে আসেনি।

ঠিক ৩৩ বছর আগে, ১৯৯০ সালের ৮ অক্টোবর ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল এবং টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুল নামে একটি চরম ডানপন্থী দল জেরুজালেম থেকে আল-আকসা মসজিদকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ইহুদিদের জন্য উপাসনালয় তৈরির চেষ্টা করেছিল। তখন ফিলিস্তিনি জনগণ এর প্রতিরোধ করলে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের ওপর গুলি চালায় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ২০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়, শত শত আহত এবং গ্রেপ্তার হয়।

তখন থেকে ইসরায়েলি নেতাদের উভয় ধর্মের দাবি করা এই পবিত্র স্থানের স্ট্যাটাস কো বজায় রাখতে ক্রমাগত সতর্ক করা হয়। কিন্তু প্রতিবছর তারা সেই সব সতর্কতা উপেক্ষা করেছে এবং আরও কঠোর হয়েছে। এই সহিংসতার ঘটনাগুলো একসময় ইহুদি চরমপন্থীদের প্রান্তিক গোষ্ঠীর কাজ ছিল। আর এখন সেগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইতামার বেন গভির, যিনি কিনা ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী। দিনের পর দিন লিকুদ পার্টির এমপিদের সমর্থন নিয়ে আল-আকসা মসজিদকে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে বিভক্ত করার নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে, ঠিক যেমনটি ১৯৯০-এর দশকে হেবরনের ইব্রাহিমি মসজিদকে বিভক্ত করা হয়েছিল।

ইসরায়েলের পুলিশপ্রধানকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা রাখা মন্ত্রী বেন গভির খ্রিষ্টানদের তাঁর ফ্যাসিবাদী নীতি থেকে বাদ দেননি। জেরুজালেমে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর থুতু ছিটানোর অভিযোগে পুলিশ পাঁচজন অর্থোডক্স ইহুদিকে গ্রেপ্তার করলে মন্ত্রী বলেন, ‘আমি এখনো মনে করি, খ্রিষ্টানদের ওপর থুতু ছিটানো কোনো অপরাধমূলক কাজ নয়। আমি মনে করি, আমাদের নির্দেশনা ও শিক্ষার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সবকিছুতেই গ্রেপ্তার করার যৌক্তিকতা নেই।’

ইসরায়েলি মন্ত্রী বেন গভিরের মন্তব্যগুলো অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটি ইসরায়েলি সরকারের খ্রিষ্টানদের প্রতি অসহিষ্ণুতার উদাহরণ। ইসরায়েলি সরকারকে তাদের ফ্যাসিবাদী নীতি থেকে ফিরে আসতে হবে এবং সব ধর্মের মানুষের অধিকারকে সম্মান করতে হবে।

বিশ্বের নীরবতা

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা দুঃখজনক। তারা লোহিত সাগর এবং হাইফার মধ্যে একটি বাণিজ্য পথ নিয়ে এতটাই মগ্ন যে তারা এ ঘটনাগুলো উপেক্ষা করছে।

গাজায় আগামী কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহে যা-ই ঘটুক না কেন হামাস নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করেছে। যদিও ইসরায়েল ইতিমধ্যেই ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্মমভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে। হামাসের এই বিজয় ফিলিস্তিনিদের আশা ও সাহস দেবে। এটি তাদের দেখাবে যে তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারে এবং জয়লাভ করতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিরা সেই জমিতে ফিরে আসছে, যেখান থেকে ২৩ বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইসরায়েল যেহেতু প্রতিশোধ চায়, তাই আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ফিলিস্তিনি বেসামরিক লোকদের এখন বিশাল মূল্য দিতে হবে। ইতিমধ্যে গাজা উপত্যকার ২০ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। ইসরায়েল তাদের বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

তবে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, এ ঘটনার পরে আর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। এত বছর ধরে নাকবার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পরে ইসরায়েলিরা এখন খোলামেলাভাবে আরেকটি নাকবাকে গ্রহণ করছে। যদি ইসরায়েল সত্যিই একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু করতে চায়, তাহলে ১৯৪৮ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তির চেষ্টাই হবে সবচেয়ে দ্রুত উপায়। তবে মিসর বা জর্ডানের কেউই এটি সহ্য করবে না এবং ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের শান্তি চুক্তি অসার হয়ে পড়বে।

একটি আঞ্চলিক যুদ্ধে অঞ্চলটির সবচেয়ে সুসজ্জিত প্রতিরোধ আন্দোলনে হিজবুল্লাহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। হিজবুল্লাহ, যারা রোববার লেবাননের সীমান্তে ইসরায়েলের সঙ্গে গুলিবিনিময় করেছে, জড়িত হতে অনিচ্ছুক হতে পারে। তবে এ বছর হামাসের রাজনৈতিক নেতারা বৈরুত পরিদর্শন করেছেন এবং হিজবুল্লাহর মহাসচিব হাসান নাসরাল্লাহর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিছু সূত্র জানাচ্ছে, সাধারণ মোবাইলেজেশনের বিষয়ে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব থেকে ধরে নেওয়া যায় যে হিজবুল্লাহর আঙুল ট্রিগারে রয়েছে।

এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে আঞ্চলিক যুদ্ধ তীব্র সংকটের দিকে নিয়ে যাবে এবং দুর্ভোগের পরিমাণ বাড়াবে। এটি অঞ্চলটির সব দেশ এবং জনগণের জন্য ক্ষতিকর হবে। ইসরায়েলকে হামাসের হাতে শতাধিক বন্দীর বিষয়টিও মোকাবিলা করতে হবে। গাজার ২৩ লাখ মানুষকে বন্দী করে রাখা এবং কম প্রোটিনযুক্ত খাবার দেওয়ার প্রতিশোধ হামাস কীভাবে নেবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এটি সেই বিস্ফোরণ, যা আমি এবং অন্যরা কিছুদিনের জন্য আসছে বলে সতর্ক করেছি। আমি বলেছি, ইসরায়েল যদি তার গতিপথ না পাল্টায় এবং এই সংকটের একটি ন্যায্য সমাধানের বিষয়ে গুরুতর আলোচনা শুরু না করে, যা ফিলিস্তিনি ও ইহুদিদের সমান অধিকার দেয়, তাহলে একটি প্রতিক্রিয়া হবে। এটা এখন হয়েছে। যখন এটি শেষ হবে, তখন দৃশ্যপট একই থাকবে না।

গাজার তিনটি পরিবারের বাড়িতে ইসরায়েলের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, যাঁরা এই সংঘাতের জন্য অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি দায়ী, তিনি বলেছেন যে যুক্তরাজ্য স্পষ্টভাবে ইসরায়েলের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সুনাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে। যুক্তরাজ্য এই ভয়ংকর সংঘাতের অবসানে ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে না।

চলতি সপ্তাহান্তে যা ঘটেছে এর দায়িত্ব তাঁদের সবারই, যাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছিলেন যে ইসরায়েলের নেতারা যা চান তা-ই হবে। দায়িত্ব তাঁদের সবারই, যাঁরা বেশির ভাগ আরব স্বৈরাচারীদের সমর্থন করেছেন, যাঁরা ফিলিস্তিনিদের মানুষ হিসেবে ভাবা বন্ধ করে দিয়েছেন। আগামী কয়েক সপ্তাহ এবং মাসে প্রত্যেকে একটি বেদনাদায়ক শিক্ষা নেবেন।

(লন্ডনভিত্তিক নিউজ ওয়েবসাইট মিডল ইস্ট আই-তে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

হামাসের হামলা ইসরায়েলের নিষ্ঠুর রূপ এবং ব্যাকস্টেজের খবর

কাকন রেজা

হামাসের ইসরায়েলে হামলার পর, অনেকেই সাবাশ বলেছেন। নিজ দেশ থেকে বিতারিত, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যে কোনউদ্যোগই সাবাশ শব্দটার জন্য যোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ কি কোনো ছেলেখেলা? হামাস জানে, তাদের হামলার পর হানাদার ইসরায়েল হামলে পড়বে গাজা উপত্যকার পর। নেতানিয়াহু ইতোমধ্যে বলে ফেলেছে গাজাকে তারা নির্জন দ্বীপে পরিণত করবে।ইসরায়েলের বিমান হামলার কথা জানাতে গিয়ে ফিলিস্তিনি এক সাংবাদিক তার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে বলেছেন, তারপরিবার কীভাবে ইসরায়েলের বিমান হামলার হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। কী পরিমান শংকার মধ্যে রয়েছেনতারা।

এটাই স্বাভাবিক, রক্তপিপাসু ইসরায়েলকে উস্কে দেয়া হয়েছে। কিন্তু হামাস তার আক্রমন শানানোর আগে ব্যাকআপ হিসেবে কীপরিকল্পনা করেছিলো। প্রতিটা যুদ্ধেরই আক্রমনের পর প্রতিআক্রমন মোকাবেলার জন্য কিছু কৌশল থাকে। আমাদেরমুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন আক্রমন করার পর সেতু ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, যেন হানাদার বাহিনী ফিরে এসে আক্রমন চালাতে নাপারে। কিন্তু হামাসের পরিকল্পনা কী ছিলো? ইসরায়েলের বিমান হামলা ঠেকানোর কী প্রযুক্তি তাদের আছে? এই যে গাজা উপত্যকাকে মৃত্যুপুরী বানাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল, অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে, আহত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে ঘর-বাড়ীসহ বিভিন্নস্থাপনা, এসব ঠেকানোর কী পরিকল্পনা ছিলো হামাসের। অবস্থাদৃষ্টে তো মনে হচ্ছে এই হামলা ঠিক ফিলিস্তিনিদের পক্ষে নয়, গাজাবাসীর পক্ষে নয়, বরং বর্তমান বিশ্বে চলমান অনেক সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর প্রচেষ্টা। এই হামলা 'ডাইভার্শনক্রিয়েটর'।

অনেকে বলছেন, রাশিয়া ও চীনের সহায়তা ছাড়া মোসাদের মতন একটা ধূর্ত, নিষ্ঠুর এবং প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে ফাঁকি দেয়া হামাসের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে কি ইউক্রেন যুদ্ধ, নানা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, মানুষের মানবাধিকারের পক্ষে পশ্চিমাদের অবস্থানকে বিতর্কিত করতেই হামাস দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হলো এই হামলার মাধ্যমে? প্রশ্নটা অমূলক নয়, ভেবে দেখার যথেষ্ট রসদ রয়েছে। আমরা সাদা চোখে যা দেখি তার বাইরেও অনেক কিছু থাকে। স্টেজ নিয়ন্ত্রণ করা হয় ব্যাকস্টেজ থেকে। সেই ব্যাকস্টেজের খবর আমরা রাখতে চাই না। আমরা স্টেজের নাটকটিকেই জীবন ভেবে নেই। সুতরাং স্টেজ দেখার সাথে ব্যাকস্টেজের দিকে নজর রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

লেখাটা এখানেই শেষ হয়ে যাবার কথা ছিলো। কিন্তু শেষ করার মুহূর্তে প্রথম আলো অনলাইনের একটি খবরের শিরোনামে দুঃশ্চিন্তার শীতল স্রোত বয়ে গেলো মেরুদণ্ড দিয়ে। শিরোনামটি ছিলো, 'জ্বলছে গাজা, ইসরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণা'। এমনিতেই নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে চরমপন্থীরা ইসরায়েলের ক্ষমতায়, এরমধ্যে হামাস পাগলাকে নাও ডোবানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।নেতানিয়াহু ঘোষণা দিয়েছে, এ যুদ্ধ চলবে দীর্ঘদিন। অবস্থাটা একটু বর্ণনা করি গাজার চিকিৎসক খামিস এলেসি'র উদ্ধৃতিথেকে- 'গাজায় আপনি যেখানেই যাবেন, মৃত্যু দেখতে পাবেন। দেখবেন শেষকৃত্য চলছে। এটি এমন যেন আপনি একটিচলচ্চিত্র দেখছেন। চলচ্চিত্রটি পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সমাপ্তি নিয়ে।' চিকিৎসক খামিস এলেসি এ কথা বলেছেন বিবিসি'রকাছে। এই মৃত্যুর কি আদৌ দরকার ছিলো, অন্তত এ মুহূর্তে! অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধে জেতা যে কত কঠিন তা আমাদের চেয়ে আরকে বেশি ভালো জানে। লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ আমাদের সে কথাই স্মরন করিয়ে দেয়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে হামাস কিদীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত? কি মনে হয় আপনাদের, যারা ভাবছেন ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে হামাসের এ হামলা? হামাসের বন্ধু কারা, চীন বা রশিয়া। যে দেশগুলিতে খোদ মুসলমানরা অত্যাচারিত। চীনের উইঘুর মুসলিমদের দুর্দশার কথাঅনেকেই বলেন। কম্যুনিস্ট রাশিয়া তো জন্মকাল থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে। ইসলামকে উগ্রবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিনকম্যুনিস্টরা। ভালো কম্যুনিস্টদের কথা আলাদা। রাশিয়ার চরম মিত্র এখন ভারত, তার আবার চরম মিত্র ইসরায়েল। অবস্থাটাএমন, আমি দাঁড়াবো, তুমি বসিয়ে দেবে।

রাশিয়া আর চীন জানে নেতানিয়াহু'র মতন নেতা যে দেশে আছে সেখানে আগুন জ্বালাতে একটা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট, অথচ হামাসসেখানে হাজার হাজার রকেট ছুড়েছে। অতএব তারা আগুন জ্বলুক এটাই চেয়েছে। আর রাশিয়ার মিত্র ভারত তো আছেইইসরায়েলকে উস্কে দিতে। আর যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকালীন মিত্র হিসেবে ইসরায়েলের পক্ষে থাকবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।আমরাও এখন ইসরায়েলের মিত্র না হলেও শত্রু নই এবং তা পাসপোর্টে ইসরায়েলের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা যখন উঠে গেছে সেদিনথেকেই। আর ভারত তো আমাদের চরম মিত্র, দিল্লী আমাদের সাথে আছে এবং সে থাকাটা একেবারে পারিবারিক, স্বামী-স্ত্রীরমতন। এমন কথা অনেকে গর্বের সাথেই বলেন। দিল্লি ইসরায়েলের সাথেও আছে। সুতরাং হিসেবটা মেলান। আপাত অঙ্কটাজটিল মনে হলেও মেলাতে বসলে দেখবেন সব জলবৎ তরলং।

বিশ্বে কর্তৃত্ববাদী রেজিম আর ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যে আওয়াজ উঠেছে, তাতে চীন, রাশিয়া, ভারতসহ ভারতের মিত্র শাসকরা, ইরান, বেলারুশ, কম্বোডিয়ার মতন দেশগুলো শান্তিতে নেই। সারাক্ষণ এসব দেশের শাসকদের মনে ভয়, কী হয়-কী হয়। এইঅবস্থার মধ্যে হামাসের এই আক্রমন আপাত শান্তির বার্তা শোনাবে কর্তৃত্বাবাদী রেজিম ও ফ্যাসিজমের কানে। আর এমন বার্তাশোনানোর জন্যই সম্ভবত এই আয়োজন। যার মাশুল দিতে হবে নিপীড়িত, অত্যাচারিত ফিলিস্তিনিদের। দখলদাররা আরোএকটা সুযোগ পাবে, তাদের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে। অনেকটা আমাদের আন্দোলন অবস্থার মতন গাড়িভাঙলেই, দুশো থেকে দু'হাজার আসামী। আর ওখানে তো গাড়ি নয়, হামাস পুরো ইসরায়েলের পশ্চাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।তবে আগুন জ্বালাতে গেলে, আগুন নেভানোর কৌশলটা আগে শিখতে হয়। কারণ প্রতিটা ক্রিয়ারই পাল্টা প্রতিক্রিয়া আছে।আর এই প্রতিক্রিয়া বড় বিভৎস হয়, প্রতিপক্ষ হয় যখন শক্তিশালী।

যাকগে, জানি এ আলাপ অনেকের খারাপ লাগবে। কেউ বলবেন, ইসরায়েলিদের মেরেছে, ভালো করেছে। কিন্তু সব ভালোই কিভালো? গাজা'র সেই চিকিৎসকের উদ্ধৃতি কি তাই বলে? শুরু না হওয়া জীবনের সমাপ্তিও কি তাই বলে? বলে না।

পুনশ্চ : হামাসের এই কর্মকাণ্ড কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিস্টদের যেমন কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে উল্টো দিকে লাভ হয়েছে ডলারের। এই যুদ্ধেসোনার চাহিদা বাড়বে, সাথে বাড়বে ডলারের দাম, এমনটাই জানিয়েছে গণমাধ্যম। প্রথম আলো'র শিরোনাম দিয়ে শুরুকরেছিলাম, শেষ করি তাই দিয়ে। প্রথম আলো বলছে, 'ইসরায়েলে হামলা সোনার চাহিদা বাড়াতে পারে, লাভ হবে ডলারের'।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন সুজেয় শ্যাম

চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস

ঢাকা ডেস্ক

১৮ অক্টোবর ঢাকার একটি পাঁচ তরকা হোটেলে আয়োজিত হবে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস'–এর ১৮তম আসর। এই অনুষ্ঠানে ২২ বিভাগে পুরস্কৃত হবেন সংগীতের বিভিন্ন শাখার শিল্পী ও কলাকুশলীরা। এবারের আসরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সুরকার ও সংগীত পরিচালক সুজেয় শ্যামকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হবে।

'সুস্থ সংগীতের উৎকর্ষ সাধন' লক্ষ্য সামনে রেখে ২০০৪ সালে শুরু হয়েছিল 'চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস'। এবারের আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে ১০ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে চ্যানেল আই কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সুজেয় শ্যাম শারীরিক অসুস্থতার কারণে খুব একটা বাসার বাইরে যান না, তাই সংবাদ সম্মেলনে থাকতে পারেননি। ক্যানসার ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তিনি।

আজীবন সম্মাননা প্রসঙ্গ সম্পর্কে সুজেয় শ্যাম বললেন, 'এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার। শেষ বয়সে এসে সংগীতের এই অসাধারণ আয়োজনে চ্যানেল আই আমাকে আজীবন সম্মাননা উপহার দিচ্ছে, এটা আমার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার। তারা আমাকে নির্বাচিত করেছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সংগীত নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে সেই অর্থে কোনো পুরস্কার নেই। তা ছাড়া এখন সংগীতের যে অবস্থা, সেই পরিপ্রেক্ষিতেও চ্যানেল আই শুদ্ধ সংগীতের প্রচার, প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে তাদের কাছ থেকে পাওয়া এই সম্মান আমার জন্য আমার জন্য অনেক গৌরবের।'

সুজেয় শ্যাম এ-ও বললেন, 'চ্যানেল আই তাদের যেকোনো আয়োজনে সব সময় আমাদের আন্তরিকভাবে নিমন্ত্রণ করে। কয়েক বছর ধরে তাদের ক্যানটিনে আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের জন্য একটি টেবিল রাখা আছে, যেখানে বিনা পয়সায় খাবার দেয়। এটা শুধু বিনা পয়সার খাবার হিসেবে দেখছি না আমি, এটা শিল্পীদের অন্য রকম একটা সম্মান জানানো। এটা কেন বললাম, সত্যিকার অর্থে, এখন আর আমাদের কেউ ডাকে না। না ডাকতে পারলেই যেন বেঁচে যায় সবাই। সেখানে ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ, পয়লা বৈশাখ, তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীসহ সব ধরনের অনুষ্ঠানে সম্মানের সঙ্গে আমাদের ডাকে।'

চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রকল্প পরিকল্পক শহীদুল আলম সাচ্চু। পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সানসিল্কের সিনিয়র ক্যাটাগরি হেড সাবিত শফিউল্লাহ।

আয়োজন নিয়ে চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর বলেন, 'সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমাদের এই "চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস"-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য। সংগীতকে ভালোবাসে না, এমন বাঙালি পাওয়া খুব কঠিন।' সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ফরিদা পারভীন, সালাউদ্দিন আহমেদ, খুরশীদ আলম, তপন চৌধুরী, মানাম আহমেদ, শুভ্র দেব, মেহরীন, কোনাল প্রমুখ।

পিটার হাসের মুরব্বিদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

বিএনপি দিনে-রাতে পিটার হাসের কাছে দৌড়ে যায় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'আমি জানি না পিটার হাস তাঁদের কী স্বপ্ন দেখিয়েছেন। পিটার হাস কী করবেন? নিষেধাজ্ঞা দেবেন? তাঁদের মুরব্বিদের সঙ্গেও আমাদের কথা হয়ে গেছে। উচ্চ পর্যায়েও কথাবার্তা হয়ে গেছে। তলে তলে সব ঠিক হয়ে গেছে, দৌড়াদৌড়ি করে লাভ হবে না।' বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ তিনি এসব কথা বলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মরা লাশ এখন আজিমপুরের গোরস্থানে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, এই মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করে লাভ হবে না। এ

বর্ষনমুখর দিনে জমজমাট ছড়াড্ডা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

তুখোড় ছড়াকারদের অংশগ্রহণে বৃষ্টিমুখর দিনে ছড়াপাঠের জমজমাট আসর বসেছিলো অনলাইনে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার ছড়াটে-র মাসিক ছড়াড্ডায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং বাংলাদেশ থেকে খ্যাতনামা ছড়াকাররা এই আড্ডায় যুক্ত হন। নিউইয়র্কে লাগাতার বৃষ্টি ও বিরূপ আবহাওয়ার কারণে এবারের ছড়াড্ডা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হওয়া 'বোধন' আবৃত্তি সংগঠনের সদস্য শিশুশিল্পী আনমোল চৌধুরীর আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আড্ডা শুরু হয়। আনমোল প্রখ্যাত তিন ছড়াকার শিশুসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটন, রাশেদ রউফ ও দেবব্রত দত্তের পরপর তিনটি ছড়া আবৃত্তি করে সবার প্রশংসা কুড়ায়। এরপর ছড়াকারগণ একে একে তাদের ছড়া পাঠ করেন। নিউ জার্সি থেকে ছড়াকার আবৃত্তি শিল্পী সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ থেকে ছড়াকার শিশু সাহিত্যিক উৎপল কান্তি বড়ুয়া, নিউইয়র্ক থেকে ছড়াকার কবি শাহীন ইবনে দিলওয়ার, ছড়াকার কথাসাহিত্যিক সজল আশফাক, ছড়াকার মৃদুল আহমেদ, ছড়াকার শাম্ স চৌধুরী রুশো ও ছড়াকার কবি সুমন শামসুদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী সকলে ছড়াটে-র ছড়াড্ডা'র এই উদ্যোগের জন্য প্রশংসা করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ছড়াটে-র প্রতিষ্ঠাতা শাম্ স চৌধুরী রুশো। বিপুল সংখ্যক শ্রোতারা অনলাইনে যুক্ত হয়ে এই আয়োজন উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, শিল্প-সাহিত্য সংগঠন ছড়াটে এবছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নিয়মিত মাসিক ছড়াড্ডা শুরু করে। এটি ছিলো অষ্টম ছড়াড্ডা।

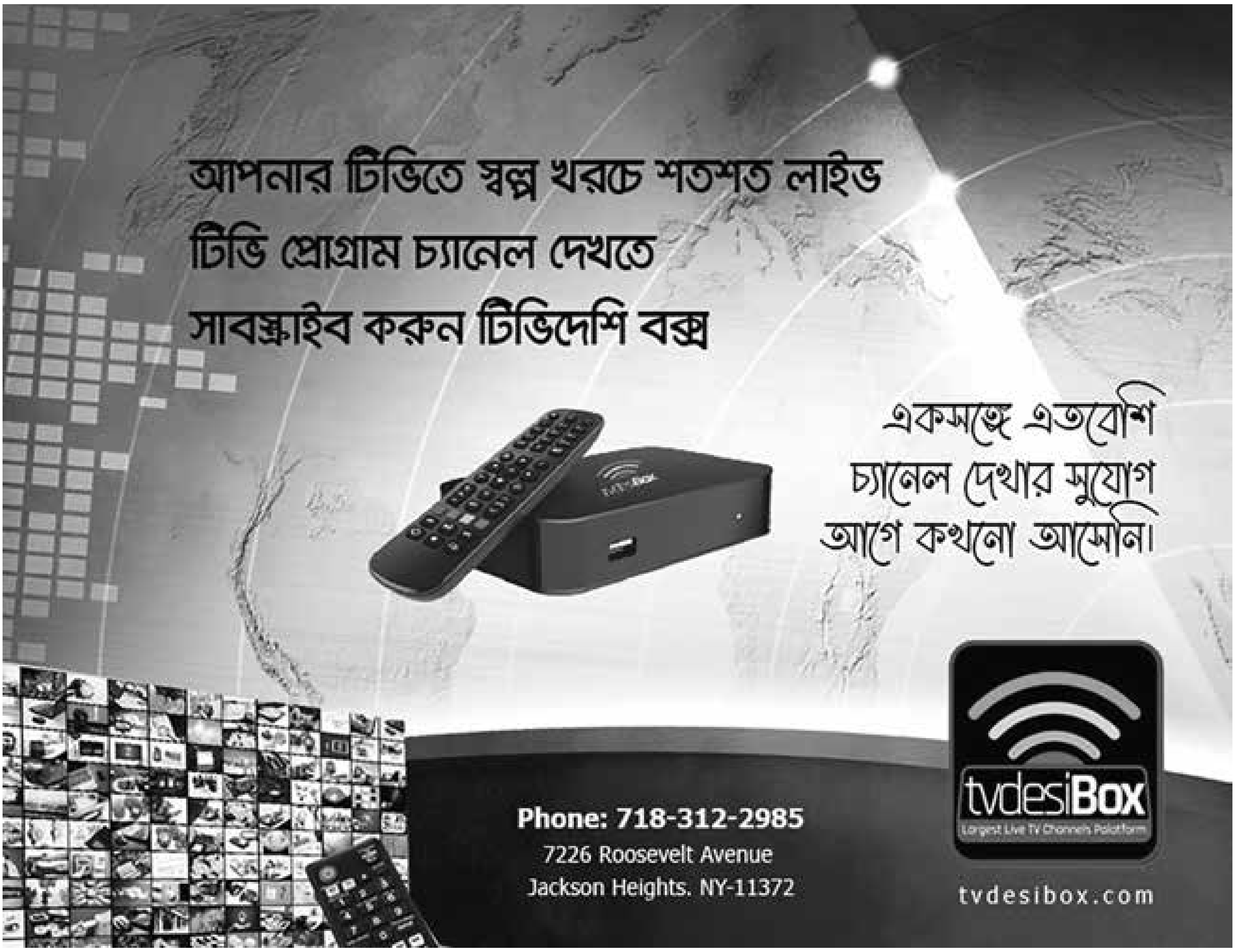

আটলান্টিক সিটিতে কমিউনিটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক সিটিতে "ন্যাশনাল ফেইথ এন্ড ব্লু উইক এন্ড" পালন উপলক্ষে "কমিউনিটি পদযাত্রা" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আটলান্টিক সিটি পুলিশ বিভাগ এর উদ্যোগে ও আটলান্টিক সিটি নগর কর্তৃপক্ষ, স্হানীয় বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসী গ্রুপ ও বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের সহযোগিতায় এই "কমিউনিটি পদযাত্রা"র আয়োজন করা হয়।

৯ অক্টোবর সোমবার দুপুরে বোর্ডওয়াক এর কেনেডি প্লাজার সামনে থেকে "কমিউনিটি পদযাত্রা" শুরু হয়।

কমিউনিটি পদযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিউ জারসি রাজ্যের এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান, আটলান্টিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস, নিউ জার্সি রাজ্যের সিনেটর পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী কারেন ফিৎজপ্যাটরিক, আটলান্টিক কাউন্টির প্রসিকিউটর অফিসের প্রতিনিধি, সিটি কাউন্সিল সহসভাপতি কলিম শাহবাজ, কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, কমিশনার এট লারজ পদে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হাবিব রেহমান, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রহ্মচারী শুভানন্দ দাস, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, আমের কাশ্মীরি, বিনোদ ভেলোর সহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মিশিগানে ১.৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নতুন মন্দিরের কাজ শুরু

পার্থ সারথী দেব

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে ১.৬ (এক দশমিক ছয়) মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে দুর্গা টেম্পলের নতুন মন্দিরের কাজ শুরু হয়েছে। জানা গেছে, কয়েক মাস আগে মন্দিরের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী ১৫ অক্টোবর রোববার মন্দিরের কাজ দৃশ্যমান হবে। আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্দিরের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ। তিনি জানান, বর্তমান মন্দিরটিতে স্থান সংকুলান হয় না, বিশেষ করে বড় বড় ইভেন্টগুলোতে মন্দিরের ভক্তবৃন্দের উপচে পড়া ভিড় থাকে, সামারে মানুষজন মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে থাকায় সমস্যা হয় না কিন্তু শীতে বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। তাই একটি নতুন বিল্ডিং করা জরুরি হয়ে পড়েছে। একটি নতুন মন্দির ভক্তদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন। আমরা সেই স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরো জানান, প্রকল্পের ফেজ ১ (সাইট সার্ভে, আর্কিস্ট্রাকচারাল ডিজাইন) এর কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। গত মাসে ডেট্রয়েট জোনিং বিভাগ থেকে সাইট প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ফেজ ২ (পরিবেশগত সাইট মূল্যায়ন করা, লোড বহন করার ক্ষমতা, মাটি পরিক্ষা) এর কাজ শুরু হয়েছে। দুর্গা মন্দিরে গত ১ অক্টোবর বিকেলে 'ডিএমসি কন্সট্রাকশান ইনক' এর প্রেসিডেন্ট মনিষ (মাইক) চৌধুরী নির্মিতব্য বিল্ডিং সম্পর্কে উপস্থিত সবাইকে বিস্তারিত জানান এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, "এখন কাজ শুরু করে কিছুটা এগিয়ে রাখা যাবে এবং মার্চ এপ্রিল নাগাদ মূল কাজ ধরা যাবে।" মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ মন্দিরের ভক্তদেরে সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। দুর্গা টেম্পল বৃহত্তর ডেট্রয়েট এলাকায় একমাত্র সর্বজনীন মন্দির, মন্দিরটি গত ১৭ বছর যাবত বাংলা, বাঙালি সংস্কৃতি, সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে, দিক নির্দেশনা দিচ্ছে নতুন প্রজন্মকে।

ডিএমসি কন্সট্রাকশান ইনক' এর প্রেসিডেন্ট মনিষ (মাইক) চৌধুরী নির্মিতব্য বিল্ডিং সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ছবি : পার্থ দেব

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার
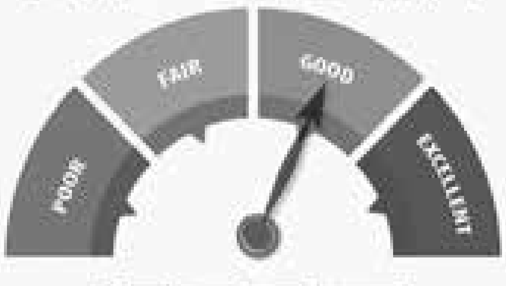

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite#2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite#5/14
Long Island City, NY 11101
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্য স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ এর উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাঃ আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে , জিয়াউল হক মিশন ও মাজহারুল হক মিরনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি বর্তমান কেন্দ্রীয় বিএনপির অন্যতম সদস্য আবদুল লতিব সম্রাট, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু ,কেন্দ্রীয় সদস্য গিয়াস আহাম্মেদ , কেন্দ্রীয় সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক ওয়ালিউল্লা আতিকুর রহমান, নিউ ইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ , দক্ষিন বিএনপির সদস্য সচিব বদিউল আলম,উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরি, স্টেট বিএনপির যুগ্ন সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ন সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহিন, সৈয়দ এম রেজা, আনোয়ার হোসেন, মো: শাহ আলম, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক আব্দুল বাতেন, নিউইয়র্ক দক্ষিন বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক রুহুল আমিন নাসির , রেজবুল কবির, আলমগীর মৃধা , রিপন মিয়া, উত্তর বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক এমরান সাহ রন, শহিদ শিকদার, জাফর তালুকদার , যুবদল নেতা আবুল কাশেম সহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রায় শতাধিক নেত্রীবৃন্দ এবং মিলাদ মাহফিলের দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব মওলানা আবু জাফর বেগ।

জিয়াউদ্দিন বাবলু স্মরণে নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টির সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২ অক্টোবর সোমবার জাতীয় পার্টির প্রয়াত মহাসচিব সাবেক মন্ত্রী ও ডাকসু'র সাবেক জিএস জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু স্মরণে জাতীয় পার্টি নিউইয়র্কে সভা করেছে। মরহুম বাবলু'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যা ৭ টায় জ্যাকসন হাইটসের ঢাকা গার্ডেন রেষ্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করছে।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। সভায় যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র উপদেষ্টা ও সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, ডা. মোহাম্মদ সেলিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুব সম্পাদক শফিউল আলম, যুগ্ম দপ্তর আবদুল মোতালেব, সদস্য হাসান আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে মরহুম জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর প্রতি স্মৃতিচরণ করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল শেষে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এছাড়াও তার পরিবারের প্রতি সমাবেদনা জানানো হয়।

প্যালেস্টাইনে হামলা চালাতে আমেরিকা থেকে ইসরাইলের পথে অনেকেই

সৈয়দ মাসুদুল কবির

নিউইয়র্ক সহ আমেরিকা থেকে ইসরাইল রিজার্ভ ফোর্সের লোকজন ব্যাপকভাবে দেশে ফিরছে। ইসরাইল সরকারের পক্ষ থেকে দেশের জন্য যুদ্ধ করার জন্য রিজার্ভ ফোর্সকে দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে। নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে অজ্ঞাতনামা একজন রিজার্ভ ফোর্সের সহযোগিতায় একাই বিমানের ২৫০টি টিকেট ক্রয়ের কথা জানা গেছে।

নিউইয়র্ক পোস্টের এ সংক্রান্ত সংবাদে বলা হয়েছে, ৯ অক্টোবর সোমবার বিমানবন্দরের ইসরাইল এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে চুপচাপ আসেন একজন ইহুদি ভদ্রলোক। তিনি একাই রিজার্ভ ফোর্সের ইসরাইলে পৌঁছার ২৫০টি টিকেট ক্রয় করেছেন। প্যালেস্টাইনের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকে বিশ্বের প্রায় সব এয়ারলাইন্স তেল আবিবে তাদের বিমান পরিবহন বন্ধ রেখেছে। কেবল ইসরাইল এয়ারলাইন্স এল আল তাদের ফ্লাইট চালু রেখেছে। এসব ফ্লাইট বোঝাই হয়ে ইসরাইলের লোকজন স্বদেশে ফিরছে যুদ্ধ করার জন্য। অর্থ বিত্তে শক্তিশালী আমেরিকান ইহুদিরা সর্বোতভাবে এ কাজে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে।

এল আল এয়ারলাইন্সের মুখপাত্র ওফরি রিমোনি বলেছেন, আমাদের রিজার্ভিস্টদের সহযোগিতা করার একটি

সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধ করার জন্য বেসামরিক সরঞ্জামও কার্গো করে পাঠানো হচ্ছে। এসব কার্গো পাঠানোর জন্য নাম প্রকাশ না করেই বিত্তবান ইহুদিদের এগিয়ে আসতে দেখা গেছে।

আমেরিকার নিউইয়র্কেই সবচেয়ে বেশি ইহুদীদের বসবাস। ইসরাইলের হামলার সমর্থনে তারা ব্যাপক সভা সমাবেশ করছে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে ১০ অক্টোবর মঙ্গলবারও প্যালেস্টাইনের উপর হামলার সমর্থনে তারা সভা করেছে।

মানবাধিকার গ্রুপ সহ উদারনৈতিক আমেরিকানরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদেরও বিক্ষোভ সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। আমেরিকার রাজনীতিতে শক্তিশালী ইহুদিদের সমর্থনেই অধিকাংশ রাজনীতিবদরা। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল, সিনেটর চার্লস শুমার, মেয়র এরিক অ্যাডামস সহ অনেকেই ইসরাইলের উপর হামাসের হামলার নিন্দা জানাচ্ছেন। তাদের পক্ষ থেকে ইসরাইলের আত্মরক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেয়া হলেও প্যালেস্টাইনিদের আত্মরক্ষার বিষয়ে নীরব থাকছেন এসব মার্কিন নেতারা।

নিউইয়র্ক সহ আমেরিকায় অবস্থানরত ইসরাইলের রিজার্ভিস্ট ছাড়াও প্রাক্তন সেনা সদস্যরা যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য স্বদেশে ফিরতে দেখা যাচ্ছে। জে এফকে বিমানবন্দরে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনেকেই তেল আবিব মুখী ফ্লাইটে চাপতে দেখা গেছে। নিউইয়র্ক সহ আমেরিকার ইহুদি বহুল বসত এলাকায় পুলিশের পাহারা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিএনপির কোনো কর্মীকে একটা থাপ্পড়ও দেইনি: শামীম ওসমান

ঢাকা অফিস

নারায়ণগঞ্জ–৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমান বলেছেন, 'বিএনপিকে বলতে চাই, আপনারা কোনো ফ্যাক্টর না। আপনারা ব্যবহৃত হচ্ছেন। নারায়ণগঞ্জকে অস্থিতিশীল করবেন না। আমরা ক্ষমতায় আছি, কাউকে টোকা দেইনি। আপনারা এসেই আমাদের অনেককে মেরেছেন, বাড়িতে হামলা করেছেন। সিদ্ধিরগঞ্জে আমাদের নয়জন লোককে মেরেছেন। আমরা কিন্তু বিএনপির একটা কর্মীকে থাপ্পড়ও দেইনি। নারায়ণগঞ্জে একসময় ভালো লোকেরা অবস্থান রেখেছিল। এখন খুনিরা এসে পড়েছে।'

বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহরের কালিরবাজারে শিল্পকলা একাডেমিতে শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শামীম ওসমান এ কথা বলেন।

বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিনকে উদ্দেশ করে শামীম ওসমান বলেন, 'বয়সে আমার অনেক বড়, আমার শাশুড়ির বন্ধু, ৭৮ নাকি ৭৯ বছর বয়স। এ বুড়া বয়সে ধরা খেয়ে ২৩ বছরের মেয়ে বিয়ে করছেন একটা। খুন করেছেন ১৭ টা। করেন, সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। কোন এলাকাতে থাকেন এখন সেটাও বলতে পারব। ভাববেন না আপনারা কোথায় থাকেন এটা জানি না। পুলিশ আপনাদের ধরে না দেখে ভাববেন, আমরা জানি না। কিন্তু আমরা সব জানি। রাজনীতিটা নষ্ট কইরেন না। একসাথে থাকতে দেন।

অবশেষে নির্মিত হচ্ছে সিলেটের কদমতলীতে 'মুক্তিযোদ্ধা চত্বর'

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটের ৪ জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের স্মারক ' মুক্তিযোদ্ধা চত্বর' সিলেট নগরীর কদতলী এলাকায় অবশেষে নির্মিত হতে যাচ্ছে। এই চত্বরের নকশা করেছেন স্থপতি শাকুর মজিদ। ১কোটি ৪৬ লাখ টাকা বাজেটের এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই বছরেরই জানুয়ারী মাসে মুক্তিযোদ্ধা চত্বরের নির্মান কাজ শুরু হয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগ নকশা পছন্দে ৫ বছর সময় লাগায়। ২০২২ সালের অক্টোবরে স্থপতি শাকুর মজিদের করা নকশাটি চূড়ান্ত করে প্রকৌশল বিভাগ। ২০১৭ সালে রাস্তা প্রশস্তকরনের কাজের জন্য মুক্তিযোদ্ধা চত্বরটি ভেঙে ফেলে। ঐ বছরই নকশা চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় সিটি কর্পোরেশন। কিন্তু নকশা পছন্দ না হওয়ায় কাজ বন্ধ থাকে মুক্তিযোদ্ধা চত্বরের। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে কাজ শুরু হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

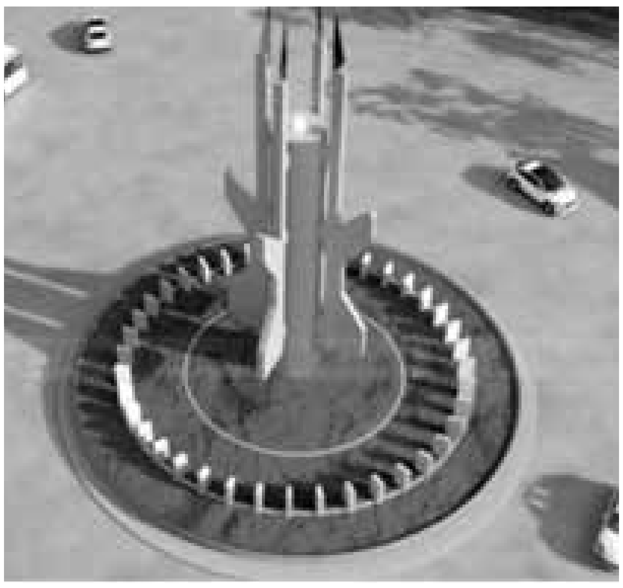

চত্বরের নকশায় ফুটে উঠেছে ১৯৫২ সালে সিলেট অঞ্চলের মানুষের অবদানের কথা। এছাড়া সিলেটের নান্দনিক প্রকৃতি আর আদিভাষা নাগরিলিপিও স্থান পেয়েছে এই নকশায়। ৭১ ফুট ব্যাসের কেন্দ্র বরাবর ৭১ ফুট উঁচু ৪ বাহু স্তম্ভ করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করে। ৪ মহকুমা (বর্তমানে জেলা) স্বাধীনতাকামীদের স্মরণে ৭১ ফুট উঁচু ৪ বেয়োনেট ও ৪ রাইফেল এসেছে ৪ জেলা থেকে। ৫২ টি লাল রঙের রিং ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের প্রতিক। প্রান্ত থেকে কেন্দ্রমিখী ফলক স্থাপন করা হয়েছে ৪০ থানার মানুষের ত্যাগের স্মরণে, ফলকে থাকবে ৪০ থানার নাম। আর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের প্রবেশমুখে তাই প্রত্যেক উপজেলার দূরত্ব খোদাই থাকবে। 'মুক্তিযোদ্ধা চত্বর ' লেখাটি বাংলা ও নাগরিলিপি লেখা থাকবে। এই চত্বরে এলইডি লাইট সহ আট ধরনের বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক বাতি ব্যবহার করা হয়েছে দৃষ্টি নন্দন আলোকসজ্জার জন্য। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পানি নিষ্কাশনের জন্য।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা কাজ শেষে উদ্বোধনের সিলেটের ৪ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের স্মারক ' মুক্তিযোদ্ধা চত্বর কদমতলী, সিলেট। '

নিউইয়র্ক সিটির স্কুলে হালাল খাবার সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির স্কুলগুলোতে হালাল খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসমাজের অনুরোধে বহু ধর্ম ও জাতিগোষ্টির এ নগরে ২০১৮ সালে প্রথম ৬টি স্কুলে হালালা খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছিল। দিনে দিনে কমিউনিটির চাহিদা অনুযায়ী এখন সিটির ৮৮টি স্কুলে হালাল খাবার দেয়া হয়ে থাকে। নিউইয়র্ক সিটির যেকোন স্কুলে অভিবাববকরা হালাল খাবার নিশ্চিত করার আবেদন জানালে, তা দ্রুত বিবেচনা করা হচ্ছে। কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে কে কোন ধরনের খাবার গ্রহণ করবে, তা কখনো বলা হয় না। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স ও ব্রুকলিন এলাকার স্কুলগুলোতে হালাল খাবারের চাহিদা সবচেয়ে বেশী।

১১ অক্টোবর বুধবার নিউইয়র্ক সিটির এথনিক মিডিয়ার সাথে এক রাউন্ড টেবিল বৈঠকে এসব কথা জানানো হয়েছে। বিভিন্ন এথনিক মিডিয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে এ রাউন্ড টেবিল বৈঠকটি আহ্বান করেন সিটির এথনিক মিডিয়া বিষয়ক কমিশনার হোজে বয়েনা এবং সভার সমন্বয় করেন সিটি অফিসের কর্মকর্তা ফেমোন্ড কোনেহ। সিটির স্কুলগুলোতে হালাল খাবারের চাহিদা, এর সংগ্রহ এবং হালাল হিসেবে সত্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলেন

সিটি পাবলিক স্কুলের ফুড ও নিউট্রেশন বিভাগের সিনিয়র নির্বাহী পরিচালক ক্রিস ট্রিকারিকো। তিনি জানান, সিটির সব বরোতেই স্কুলে হালাল খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিটির স্কুলগুলোতে ঠিক কতজন মুসলমান শিক্ষার্থী রয়েছে, এর কোন হিসেব তাঁর কাছে নেই বলে তিনি জানান। ক্রিস জানান, ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না। তবে সিটির যে কোন স্কুলে যে কোন শিক্ষার্থী তাঁর পছন্দের হালাল খাবারের জন্য অনুরোধ করতে পারে। তিনি বলেন, কমিউনিটির অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সিটিতে হালাল খাবারের চাহিদা মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কমিউনিটি মিডিয়া থেকে অংশগ্রহন করা সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় রাউন্ড টেবিল বৈঠকে। বলা হয় সব কমিউনিটির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আরও প্রচার চালানোর মধ্য দিয়ে কর্মসুচীটি আরও সফল ও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইসারাইলে নিখোঁজ মার্কিনীদের তথ্য জানিয়েছেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেন, ইসরায়েলে হামলার মধ্যে দেশটিতে থাকা অন্তত ২০ মার্কিনির কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে দেশটিতে আটকা পড়েছেন বিদেশি নাগরিকরা।

এরমধ্যে অঞ্চল দুটিতে আটকা পড়েছেন কয়েকজন মার্কিন নাগরিকও। হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এ তথ্য জানিয়েছেন।

সুলিভান জানান, ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি হামলার মধ্যে কয়েকজন মার্কিন নাগরিককে আটক করেছে হামাস। তবে তিনি ঠিক কতজনকে আটক করা হয়েছে তবে তা তিনি স্পষ্ট করে জানাননি।

এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানান, ৭ অক্টোবর শনিবার হামলার পরে অন্তত ১৪ জন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন।

সুলিভান জানান, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে এবং ইসরাইলকে নানাভাবে সহযোগিতা করলেও দেশটিতে আপাতত তাদের সৈন্য পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই।

৭ অক্টোবর শনিবার হামাস ইসরায়েলে হঠাৎ হামলা চালালে গাজায় পাল্টা হামলা শুরু ইসরায়েল। দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এসব হামলায় হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে হু হু করে।

এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৬০০ ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে ৬ হাজারের বেশি মানুষ।

২৭ অক্টোবর "মাঘ ফাগুনের গল্পগাথা" গল্পগ্রন্থের প্রকাশনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসী গল্পকার জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ'র প্রথম গল্প গ্রন্থ "মাঘ ফাগুনের গল্পগাথা" প্রকাশনা উৎসব আগামী ২৭ অক্টোবর। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরামের আয়োজনে মেরিল্যান্ড রস্কো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা ৬ টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে।

প্রকাশনা উৎসবের মূল আলোচনা পর্বে অংশ নিবেন ইব্রাহিম চৌধুরী, সম্পাদক, প্রথম আলো, নিউইয়র্ক ও স্থপতি-লেখক আনোয়ার ইকবাল কচি। সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ খ্রিষ্টান লেখক ফোরামের সভাপতি গল্প ও ছড়াকার ভিনসেন্ট খোকন কোড়ায়া।

গল্পকার জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ চার দশকের বেশি লেখা-লেখির সাথে জড়িত। তিনি মূলতঃ গল্প লেখায় পারদর্শী হলেও কবিতায় রয়েছে দক্ষতা। বহুল প্রাচীন ক্যাথলিক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'প্রতিবেশী'তে লেখালেখি ও কর্মজীবনে লিখেছেন মননশীল গল্প।

এছাড়া তিনি জাতীয় পত্রিকা জনকণ্ঠ ও বেগম এ লিখতেন নিয়মিত। বর্তমানে দুই সন্তানের জননী লেখিকা আমেরিকায় স্বামী ও ছেলেদের সাথে অবসর জীবন যাপন করছেন।

অনুষ্ঠানস্থলে লেখিকার গল্পগ্রন্থ পাওয়া যাবে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে থাকবে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় 'প্রবাসের মাটিতে বাংলা গান' শিরোনামে গানের আসর। গানে মন মাতাবেন মুক্তা মেবেল রোজারিও, রীমা রোজারিও, জুলি গনছালভেস, মেঘা পিউরিফিকেশন, অনন্ত পিউরীফিকেশনসহ অনেকে।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরামের পক্ষ থেকে মেট্রো ওয়াশিংটনের সকল সাহিত্যপ্রেমী, পাঠক-প্রকাশক ও সাংস্কৃতিপ্রেমীদের বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে রয়েছে ক্রেস্ট প্রদান ও নৈশভোজ।

গাজাতে দীর্ঘমেয়াদে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৭ অক্টোবর শনিবার ইসরায়েলে কয়েক দশকের মধ্যে গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা সবচেয়ে বড় হামলা চালায়। মাত্র ২০ মিনিটেই দেশটিতে ৫ হাজারের বেশি রকেট ছোড়ার কথা জানায় হামাস। এ হামলা ঘিরে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হওয়া লড়াইয়ে ইতিমধ্যে কয়েক শ ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি সেনাকে বন্দী করেছে হামাস। ৫০ বছর আগে 'ইয়ম কিপ্পুর' যুদ্ধের (১৯৭৩ সালে ৬ দিনের আরব–ইসরায়েল যুদ্ধ) পর এমন রক্তক্ষয়ী হামলার মুখে দ্বিতীয়বার পড়েনি ইসরায়েল।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা উপত্যকাকে 'জনমানবশূন্য দ্বীপে' পরিণত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে 'যুদ্ধাবস্থা' ঘোষণা করেছেন। সামরিক বাহিনীর রিজার্ভ সদস্যদের তলব করা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দাকে বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বলেছেন নেতানিয়াহু। তিনি আরও বলেন, 'গাজার নাগরিকদের আমি বলছি, তোমাদের এখনই গাজা ছেড়ে যেতে হবে। আমরা এই উপত্যকার প্রতিটি স্থানকে লক্ষ্যবস্তু করব।'

সংঘাতের লাগাম টানতে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয় পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বনেতারা। তবে অনেক বিশ্লেষকই আশঙ্কা করছেন, গাজায় বড় ধরনের স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল।

নেতানিয়াহুর এই হুঁশিয়ারির মধ্যেই সম্ভাব্য স্থল অভিযানের জন্য গাজা সীমান্তে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ শুরু করেছে ইসরায়েল। এতে গাজায় দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে গাজার বাসিন্দাদের আবারও এক ভয়ানক মানবিক সংকটের মুখে পড়ার।

হামাস বলছে, দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলে আসা ইসরায়েলি নৃশংসতা এবং আল-আকসা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করায় রকেট হামলার পাশাপাশি তারা একযোগে সমুদ্র ও স্থলপথে ওই অভিযান চালায়।

৭ অক্টোবর শনিবারের হামলার পরপরই অবরুদ্ধ গাজায় নির্বিচার বিমান হামলা ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া শুরু করে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। ৮ অক্টোবর রোববারও ব্যাপক বিমান হামলা অব্যাহত ছিল। এ ছাড়া ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ঢুকে পড়া হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলছিল দেশটির সেনাদের।

সংঘাতের লাগাম টানতে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয় পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বনেতারা। তবে অনেক বিশ্লেষকই আশঙ্কা করছেন, গাজায় বড় ধরনের স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল।

জেরুজালেম পোস্ট–এর সামরিক বিশ্লেষক ইয়োনাহ জেরেমি বব বলেন, 'দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আর সেটা হলো গাজায় অভিযান। আমি মনে করি, এটা ২০১৪ সালের তুলনায় বড় ধরনের হবে। ওই সময় ৮০ হাজার রিজার্ভ সেনা মোতায়েন করেছিল ইসরায়েল।' বব আল-জাজিরাকে বলেন, 'দু-এক দিনের মধ্যেই ইসরায়েল বিশাল বাহিনী জড়ো করবে। তারা গাজায় হামাসের বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দেবে।'

ট্যাক্স ফাইল করার সময়সীমা ১৬ অক্টোবর

এইচ বি রিতা

দ্য ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস করদাতাদের আসন্ন ট্যাক্স ফাইলিং এক্সটেনশনের সময়সীমা ১৬ অক্টোবর বলে জানিয়েছেন। সম্ভাব্য দেরীতে ফাইল করার জরিমানা এড়াতে যারা ২০২২ ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলের জন্য এক্সটেনশনের অনুরোধ করেছেন, তাদেরকে এই সময়সীমার মধ্যে ফর্ম ১০৪০ ফাইল করতে বলেছেন IRS। ক্যালিফোর্নিয়া, আলাবামা এবং জর্জিয়ার কিছুদুর্যোগ-এলাকার করদাতাদের জন্যও একই সময়সীমায় বিভিন্ন ফেডারেল ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল সহ ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে।

তবে, IRS রেকর্ড অনুযায়ী, যারা অন্যান্য এলাকায় দুর্যোগ ঘোষণার আওতায় ছিলেন এবং যারা একটি কমব্যাট জোন থেকে ফিরেছেন, তাদের জন্য ফাইল করার অতিরিক্ত সময় থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন, ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি। তাদের মধ্যে রয়েছে: ইলিনয় এবং আলাস্কায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত করদাতারা, তাদের ফাইল করার জন্য ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত সময় আছে। ভার্মন্টে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ১৫ নভেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে ফাইল করতে পারবেন। ফ্লোরিডা, সাউথ ক্যারোলিনা এবং জর্জিয়ার কিছু অংশে করদাতারা সাম্প্রতিক মাউই দাবানল এবং হারিকেন ইডালিয়া দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মাউই, হাওয়াই এবং ফ্লোরিডা, সাউথ ক্যারোলিনা এবং জর্জিয়ার অনেক কাউন্টিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সময়সীমা রয়েছে ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার জন্য।

এই তালিকা নিয়মিত আপডেট করা অব্যাহত থাকবে। সাম্প্রতিক ঝড়ের কারণে সম্ভাব্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করদাতাদের সর্বশেষ তথ্যের জন্য IRS.gov-এর e disaster relief পেইজটি দেখতে পারেন। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এবং অন্যরা যারা যুদ্ধঅঞ্চলে কাজ করছে, তারা যুদ্ধ অঞ্চল ছাড়ার ১৮০ দিন পরে রিটার্ন দাখিল করতে পারবে এবং কোনো বকেয়া ট্যাক্স থাকলে সেটা প্রদান করতে পারবেন।

১৬ অক্টোবরের মধ্যে, যোগ্য করদাতারা তাদের ফেডারেল আয়কর রিটার্নগুলি ইলেকট্রনিকভাবে প্রস্তুত করতে এবং জমা দিতেIRS ফ্রি ফাইল ব্যবহার করতে পারেন। ২০২২ সালে ৭৩ হাজার বা তার কম সামঞ্জস্যপূর্ণ মোট আয় (AGI) সহ যেকোন ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য যোগ্য হতে পারেন। অর্জিত আয়কর ক্রেডিট, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট, এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্রেডিটগুলিIRS ফ্রি ফাইল ব্যবহার করে করদাতারা দাবি করতে পারেন। করদাতারা, যারা তাদের নিজস্ব ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করতে চান, এবং যাদের ২০২২ AGI ৭৩ হাজারের চেয়ে বেশি ছিল, তাদের জন্য IRS ফ্রি ফাইল পূরণযোগ্য ফর্মগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য।করদাতারা IRS-এর ইন্টারেক্টিভ ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট টুল ব্যবহার করে অনেক ট্যাক্স আইন প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। করদাতারাIRS.gov হোম পেজে অবস্থিত "ইংলিশ" ট্যাবে ক্লিক করে বিভিন্ন ভাষায় ট্যাক্স ডেটা পরীক্ষা করতে পারেন।

ব্রঙ্কসে ভালবাসায় সিক্ত হলেন সিলেটের পাঁচ আ.লীগ নেতা

শেখ শফিকুর রহমান

৭৮তম জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর সঙ্গী সিলেটের পাঁচ আওয়ামীলীগ নেতা ব্রঙ্কসে সম্মিলিত আওয়ামী পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজনে মতবিনিময় সভায় ভালবাসায় সিক্ত হলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অকুণ্ঠ ভালবাসায়।সিলেট মহানগর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক বিধান কুমার সাহা,সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মাহফুজুর রহমান, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক জগলু চৌধুরী,সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য নিজাম উদ্দিন, সিলেট মহানগর আওয়ামীলীগের সদস্য সাবেক মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি রাহাত তরফদার।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় আগত নেতাদের ঘিরে সিলেট বিভাগের নেতা কর্মীদের মিলনমেলা বসেছিল স্ট্রালিং বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে।সিলেট জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি মামুন আহমদের সভাপতিত্বে ও যুবলীগ নেতা রেজা আব্দুল্লাহর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা দিরাই উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি কুলঞ্জ ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশাহ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, সিলেট

জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য সাবেক ঘিলাছড়া ইউপি চেয়ারম্যান লেইছ

চৌধুরী, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন।

হল ভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ব্রঙ্কস

আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক রেজাউল হক রুহেল ও গোল্ডেন প্যালেসের কর্নধার বিলাল ইসলাম ফুল দিয়ে অতিথিদের কে বরন করে নেন।

পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন কাপাসিয়া উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ মিয়া,গীতা পাঠ করেন শ্রী অসিম চৌধুরী।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সকল শহীদদের সম্মানে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।এর পর শুরু হয় বক্তব্যের পালা একে একে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারন সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত,মৌলভীবাজার জেলা

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক সোহান আহমদ টুটুল, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সহসভাপতি শেখ আতিক,সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক জিএস সাখাওয়াত আলী, মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি শেখ মখলু মিয়া, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা দুরুদ মিয়া রনেল, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা শাহ সেলিম, ব্রঙ্কস যুবলীগের সাবেক সভাপতি শাহীন কামালী, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগের সাধারন সম্পাদক জুয়েল আহমদ,সাবেক ছাত্রনীগনেতা নুরুউদ্দিনআহমদ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারন সম্পাদক নুর আলম জিকু, যুক্তরাষ্ট্র

যুবলীগনেতা শেখ জামাল হোসেন,সিনিয়র সিটিজেন এসোসিয়েশনির সাধারন সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান, কমিউনিটি নেতা জুনেদ চৌধুরী, কুমিল্লা সমিতির সভাপতি দাউদ মোহাম্মদ, আওয়ামীলীগ নেতা শ্যামল চন্দ্র চন্দ প্রমূখ।

অতিথি বিধান কুমার সাহা বলেন আজ ব্রঙ্কসে আপনারা আমাদের কে যে সম্মান দেখিয়েছেন তা চিরদিন মনে থাকবে। আপনারা দেশে আসলে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা সাধ্যমত সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।

কানাডার মাটিতে কবি আসাদ চৌধুরীর শেষ ঠিকানা

অখলি সাহা, *টরন্টো*

বাংলা একাডেমী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য কবি, প্রাক্তন প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির কর্মী, এবং মুক্তিযোদ্ধা কবি আসাদ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেছেন টরন্টো কানাডার স্থানীয় সময় ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩.০৩ মিনিটে টরন্টোর অশোয়া শহরের লেকরিজ হাসপাতালে। মৃত্যুকালে কবি তাঁর স্ত্রী শাহানা চৌধুরী, দুই সন্তান আশেক চ্যেধুরী আসিফ ও জারিফ চৌধুরী, এবং কন্যা নুসরাত জাহান চৌধুরী শাওলী ছাড়াও রেখে গেছেন তাঁর কবিতার অগনিত গুণগ্রাহী, ভক্ত, বন্ধু ও স্বজন। ৬ অক্টোবর শুক্রবার নামাজের আগে এক ঘন্টার জন্য সকলের শেষ শ্রদ্ধা ও বিদায় জানানো উপলক্ষ্যে মসজিদের নীচের প্লেগ্রাউন্ডে কফিন রাখা হয়। নামাজের পর টরন্টোর বাঙালী কম্যুনিটির সুপরিচিত নাগেট মসজিদর চত্ত্বরে তাঁর জানাজা পড়ানো হয়। স্বতস্ফুর্তভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ সেই জানাজায় অংশ গ্রহন করেন। কবির সন্তানদের ইচ্ছানুযায়ী টরন্টোর পিকারিং শহরের ডাফিন মেডোজ্ সেমেট্রিতে তাকে দাফন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় সম্মান ”গার্ড অব অনার” প্রদানের জন্য বাংলাদেশ দুতাবাসের পক্ষ থেকে টরন্টো কনসুলেট অফিসের কনসাল জেনারেল মোঃ লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে। অন্যান্য কর্মকর্তারা বেলা সাড়ে এগারোটায় নাগেট মসজিদে আসেন। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং পুষ্পস্তবক নিয়ে তার শেষ বিদায়ে শ্রদ্ধা ও তাকে রাষ্ট্রীয় ”গার্ড অব অনার” প্রদান করেন! এছাড়াও কনসুলেট অফিসের পক্ষ থেকে একটি শোক বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি একাধারে শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রাক্তন

প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির কর্মী এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ভ‚মিকা পালন করার পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের পেশাগত পরিচয় ছাঁপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন কবি এবং দেশের ও বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধানতম কবি। তাঁর কবিতা এবং লেখালেখির পরিচয় দিতে গেলে একটি বড় অধ্যায়ের প্রয়োজন কবে। কবিতার বইয়ের পাশাপাশি তার রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ, ছড়া, অনুবাদ, জীবনী, এবং সম্পাদনা গ্রন্থ রয়েছে। পেশাগত জীবনের শেষে তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে কানাডাতে প্রবাস জীবনে থিতু হয়েছিলেন। সেই সুত্রে সদাহাস্যময় অমায়িক এই কবি কানাডার বাঙালী সমাজের এক প্রধানতম মুখ এবং চেনা-অচেনা সকলের ”আসাদ ভাই” হয়ে উঠেছিলেন। দেশেও যেমন অসংখ্য সংগঠনের সাথে জড়িত থাকতেন, তেমনি এই প্রবাসেও অসংখ্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বালাদেশের আজীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি ঢাকার ফেলো, বাংলাদেশ রেডিও-টেলিভিশন শিল্পী এসোসিশেনের সহ সভাপতি, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উপদেষ্টাসহ আরো অনেক সংগঠনে তিনি হয় প্রতিষ্ঠাতা, নয় সংগঠক ছিলেন। প্রবাসে বসেও দেশের যে কোন বিষয়ে প্রতিবাদ, আন্দোলন, সভা-সমাবেশে তিনি ছিলেন অগ্রনী তালিকায়।

কবির মৃত্যুতে স্থানীয় সকল সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রচারমাধ্যম, লেখক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বিভিন্ন জেলা সমিতি, ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর শেষ বিদায় ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য টরন্টোর নাগেট্ মসজিদে কবির কফিন বন্দী দেহ রাখা হয়। সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে এবং শেষ দেখা দেখতে এই প্রবাসে কাজকর্ম ফেলে ছুটে গেছেন হাজারো মানুষ! অনেকেই সংগঠনের পক্ষ থেকে আবার অনেকে ব্যক্তিগতভাবে। বেশিরভাগ সংগঠনের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, দেশ এবং জাতি একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারালো এবং দেশের এই দুঃসময়ে তাঁর মৃত্যু জাতীয় জীবনের অপূরনীয় ক্ষতি! তবু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সাহিত্যকৃতিতে।

ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে কবি বেশ কিছুদিন হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন এবং সকলের আকাংক্ষা ছিল, তিনি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। কিন্তু সকলের প্রত্যাশা আর প্রার্থনা বিফল হয়ে যায় টরন্টো কানাডার স্থানীয় সময় গতকাল অক্টোবর পাঁচ তারিখ রাত্রবেলা। ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ সালে বরিশালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান এবং ২০১৩ সালে একুশে পদক পান। তাঁর পারিবারিকস‚ত্রে জানা যায়, যেহেতু এই মূহুর্তে দেশে তাদের নিজ পরিবারের কেউ বসবাস করছে না, তাই তার কবর এই প্রবাসের মাটিতেই হচ্ছে। যদিও জীবিত কবি আসাদ চৌধুরী সর্বদাই দেশের মাটিতে শেষ শয্যার প্রত্যাশা করে গেছেন, যেহেতু তাঁর নাড়ি বাঁধা ছিল বাংলা কবিতার প্রতি এবং বাঙালীর শিকড়ের প্রতি, যা তার কবিতায় বহুবার বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে!

অবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশের দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

৪ অক্টোবর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক শহরের ফ্লোরাল পার্কের ফ্লেভার অফ ইন্ডিয়া রেস্তোরাঁয় কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সাড়ে তিন ঘন্টা ব্যাপী এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের অন্যতম সভাপতি নবেন্দু দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য ও যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু গোপের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজল দেবনাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক পদ্মাবতী দেবী, ও সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য। সভায় উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের ডিরেক্টার, কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, সদস্য ও দু'একজন অতিথির মধ্যে ছিলেন সংগঠনের অন্য দুই সভাপতি ডক্টর টমাস দুলু রায় ও রণবীর বড়ুয়া, ডক্টর জিতেন রায়, শিতাংশু গুহ, ডাক্তার প্রভাত দাস, এম.ডি, সুশীল সাহা, রূপকুমার ভৌমিক, চন্দন সেনগুপ্ত, প্রদীপ মালাকার, ভজন সরকার, প্রদীপ কুন্ডু, পার্থ তালুকদার, তপন সেন, নিতাই নাথ, রণেশ চক্রবর্তী, অমিত চৌধুরী, অসীম সাহা, রিণা সাহা, সুকান্ত দাস টুটুল, কুমার বাবুল সাহা, অজিত চন্দ, মতিলাল নাথ, আলপনা গুহ, সুবর্ণা সেনগুপ্ত, পরেশ ধর, মৃন্ময় ব্যানার্জী, দিলীপ চক্রবর্তী, হরিগোপাল বর্ম্মণ, ভবতোষ মিত্র, ডক্টর দিলীপ নাথ, শ্যামল চক্রবর্তী, সুশীল সিনহা, সোমনাথ ঘোষ, এডওয়ার্ড হলসানা, রাজেশ রায়, মৈত্রিশর বড়ুয়া, পিন্টু দাস, মি: পিযূষ প্রমুখ।

উক্ত সভায় আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল চারটি: (১) ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনটি অর্থবহ হওয়ার জন্য তা'তে কী কী ধারা অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যিক এবং কেন চলতি সেশনেই আইনটি পাশ করা জরুরী;(২)আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যালঘু নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার এবং নির্বাচনের পূর্বাপর কালে তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্য কার কার সঙ্গে কথা বলা দরকার; এবং,(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংসদগণ সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কখনও একটি কথাও বলেন না কেন: এবং, বাংলাদেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতন চিরতরে বন্ধ করতে কেন শুধু সরকার নয়, বিরোধী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ, সেনাবাহিনী, বি. জি. বি, র‍্যাব ও পুলিশ প্রধান, যারা বিদেশে সুনামের সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিহত করেন এবং শান্তি রক্ষা করেন, তাদের সঙ্গেও কথা বলা দরকার।

সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা-কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা হয় যে, ক্ষমতাসীন সরকার কুখ্যাত রাষ্ট্রধর্ম আইনকে সাংবিধানিকভাবে পাকাপোক্ত দেওয়ার পরও নিজেদের “সংখ্যালঘু” স্বীকার করতে ইতস্তত: না করে বরং তাঁরা যেন সাংবিধানিকভাবে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহকে “সংখ্যালঘু” হিশেবে স্বীকৃতি আদায় করে যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো “সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের” বিলটি পাশ করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয যে, সরকার অক্টোবর সেশনে শুধু “সংখ্যালঘু কমিশন” করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গণ-অনশণরত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর ঐক্যমোর্চাকে অনশন প্রত্যাহার করিয়েছে, কিন্তু “সংখ্যালঘু কমিশন” সংখ্যালঘু নির্যাতন ঠেকাতে পারবে না;যা করেত হবে তা' হল, ঠিক যুক্তরাষ্ট্রে যেমন “হেইট ক্রাইম ও স্পীচ ল” রয়েছে, যার সুবাদে বিচার বিভাগের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এফ. বি. আই. কর্তৃক তদন্তক্রমে সরকার-বাদী মামলার মাধ্যমে অপারাধীর বিচার ও শাস্তি হয়, এবং নির্যাতনের নিগৃহীত-নির্যাতিত সংখ্যালঘু নাগরিকগণ দ্রুত সুবিচার পান, বাংলাদেশেও ঠিক সে' ব্যবস্থাই করতে হবে, যাতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংখ্যালঘু নির্যাতন করার দু:সাহস না করে। সংগঠনের বক্তব্যে এটাও বলা হয় যে, সাইবার সিকিউরিটি আইন যেমন দ্রুত গতিতে পাশ করা হল ঠিক তেমনি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করতে সরকারের কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, কারণ বিলটির খসড়া তৈরি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে; তবে, কোন কারণে যদি সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব না হয়, অর্থাৎ যদি বিলটির অংশ বিশেষ এখন পাশ করতে হয়, তা' হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে সাংবিধানিকভাবে “সংখ্যালঘু” স্বীকৃতি প্রদান করে ঠিক যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি “হেইট ক্রাইম ও স্পীচ ল” পাশ করা হোক -- “সংখ্যালঘু কমিশন” এবং অন্যান্য ধারাগুলো পরে সংযুক্ত করা যাবে।

সভার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর ঐক্যমোর্চা যৌথভাবে ৪ঠা নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে মহাসমাবেশে করতে যাচ্ছে এর প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করা হয এবং এর সমর্থনে একটি সংহতি-সমাবেশ আয়োজন করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফিরোজ ও ফয়সল প্যানেলের মনোনয়নপত্র দাখিল

সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২৯ অক্টোবর প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তম সংঘঠন সন্দ্বীপ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করতে ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার ফিরোজ-আলমগীর ও ফয়সল-আমজাদ প্যানেল মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে। এ উপলক্ষ্যে ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডসে উভয় প্যানেলই সমাবেশ করে। এতে পুরো এলাকায় উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল।

৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশনে মোস্তাক আহমেদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন জাফর ইসলাম, মোহাম্মদ হেলাল, সানাউল্লাহ মাস্টার ও মোহম্মদ মহসিন। মোট ভোটার সংখ্যা ৫৩৩৭। ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠনটির নির্বাচন হতে যাচ্ছে ৪ বছর পর।

ফিরোজ-আলমগীর পরিষদের কর্মকর্তারা ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশনের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এর আগে ব্রুকলিনের রাঁধুনী রেষ্টুরেন্টে পরিষদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনেক সন্দ্বীপবাসী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সভায় বলেন, আমার রক্তের সাথে সমাজ ও কর্ম মিশে আছে। সোসাইটিসহ অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই। তিনি বলেন, আমরা এখানে নেতা হতে আসিনি । আপনারা যদি ম্যান্ডেট দেন তাহলে আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চটা দিতে। সাধারণ সম্পাদক লমগীর হোসেন বলেন, সন্দ্বীপ সোসাইটিকে আপনাদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নমিনেশন পেপার সাবমিট করছি। আপনাদের দোয়া ও সর্মথনে পুর্ন প্যানেলে জয়ী হবো ইনশাল্লাহ।

এদিকে সন্ধ্যায় ফয়সল-আমজাদ পরিষদ ব্রুকলিনস্থ নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে। এতেও শতশত নেতাকর্মি অংশ নেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর তারা চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলকায় মিছির বের করে। এরপর তারা নৈশভোজে মিলিত হন। সভাপতি পদপ্রার্থী এমলাক হোসেন ফয়সাল সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কেউ প্রতিপক্ষ নয়। প্রতিযোগী প্যানেলের প্রার্থীদের শত্রু মনে করি না। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই। কারও প্রতি অভিযোগ নেই।

সিলেট সদর সমিতির ঐক্য প্রক্রিয়ায় আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিভেদ ভুলে গিয়ে নিউইয়র্কে সিলেট সদরের নামে দু'টি সংগঠন একিভূত হয়েছে। সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর হোসেন আহ্বায়ক এবং আমিনুল চৌধুরী নাসিম সদস্য সচিব করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৯ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় কুইন্সের জয়া হলে সিলেট সদরবাসীর সম্মিলিত সমন্বয় সভায় এ আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন: যুগ্ম আহবায়ক তোফায়েল আহমেদ, আশফাক চৌধুরী হেমু, দুরুদ মিয়া রনেল, হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরী ও জুতির্ময় দত্ত নিশু, যুগ্ম সদস্য সচিব মিনহাজ চৌধুরী, জুবায়ের চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন ও শাহ সেলিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওয়াদুদ, সহ কোষাধ্যক্ষ রাজীব খান, সদস্য রানা অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, জেড চৌধুরী জুয়েল, কাদির বক্ত, জয়নাল চৌধুরী, মিসবাহ উদ্দিন, আহমেদ রুশদী বাবু, গুলাগ উসমানী খান, নুরুল হক লাল, হিমেল চৌধুরী, জাবেদ বাবু, নাসের করিম, উত্তম বনিক, আখতার রহমান টিপু, মেহরাজ ফাহমি, ডালিয়া সারওয়ার হ্যাপি, শ্যামল চন্দ, জয় দে, সৈয়দ হক মুকুল ও খলিলুর রহমান।

সিলেট সদরের বিলুপ্ত দু'কমিটির সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল ও হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনায় এবং বিলুপ্ত কমিটির প্রধান উপদেষ্টা জুনেদ এ খানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিলুপ্ত দু'কমিটির সভাপতি অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, নাসিম চৌধুরী প্রমুখ। বিপুল করতালির মাঝে সভার সভাপতি জুনেদ এ খান ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণা করেন। নয়া কমিটি ফুলেল শুভেচ্ছার মধ্যদিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

সংগঠনের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য দ্রুততই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনসহ অন্তবর্তিকালীন কাজ পরিচালনার জন্য ৩৩ সদস্যের এ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও দুরুদ মিয়া রনেলের নেতৃত্বাধীন সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এবং দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সিলেট সদর সমিতি ইউএস'র কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ নামধারণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে।

আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আমিনুল চৌধুরী নাসিমের পরিচালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবরুল হোসেন বাবুল, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, সাধারণ সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বিশিষ্ট লেখক সামশাদ হুসাম চৌধুরী প্রমুখ।

হুমায়ুন কবির

হাসান তারিক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব কানাডা

সভাপতি হুমায়ুন কবির ও সাধারণ সম্পাদক হাসান তারিক নির্বাচিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

১ অক্টোবর রোববার টরোন্টোর রয়েল লিজিয়ন হলে অনুষ্ঠিত হলো বহুল আলোচিত সাধারণ সভা ও নির্বাচন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব কানাডার।

নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব কানাডার বিপুল সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রবীন সাংবাদিক মোশাররফ হোসেন, দুজন কমিশনার ইমদাদুল হক চৌধুরী ও রুপন কান্তি দাস গুপ্তকে নিয়ে ভোট গণনা শেষে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।

এতে ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বেসরকারিভাবে সভাপতি নির্বাচিত হন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী ছিলেন শফিউদ্দিন আহমেদ। সাধারন সম্পাদক বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন হাসান তারিক চৌধুরী, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী ছিলেন এ কে এম খোরশেদ আলম খান। আর বিনা-প্রতিদ্বন্ধীতায় রাজিব ঘোষ অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কবি আসাদ চৌধুরীর প্রতি মুক্তধারার শ্রদ্ধার্ঘ্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

তিনি ভালবেসেছিলেন বাংলাদেশ ও তার মানুষকে। কবিতায় সেই মানুষের অনন্ত সংগ্রাম ও অবিশ্বাস্য অর্জনের কথাই তিনি বলতেন। কবিকে তিনি বলেছিলেন প্রথম বিদ্রোহী, নিদ্রাহীন প্রহরীর মত যে আগলে রাখে দেশের স্বাধীনতা ও তার মূল্যবোধ। বস্তুত তিনি নিজেই ছিলেন সেই বিদ্রোহী। যেন দ্রষ্টা কোন, বাংলাদেশের আকাশে ঘনকাল মেঘের কুজ্ঝটিকা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি লিখেছিলেন,

প্রতিটি অর্জন ধুলোয় মিশে যায়
নতুন উৎপাত মৌলবাদ আর
জঙ্গিবাদ আসে, পশ্চিমের থেকে যেনই
স্বেচ্ছাচারিতার প্রতাপ চৌদিকে
দৃপ্ত পায়ে কবি কাতারে মিছিলের
কারফু কার ফুঁতে ওমন করে ভাগে
বাঙ্গালির দ্রোহের ও স্বপ্নের ভাষ্যকার

কবি আসাদ চৌধুরী ৫ অক্টোবর ৮০ বছর বয়সে টরেন্টতে দেহত্যাগ করেছেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন জটিল রোগে তিনি ভুগছিলেন। তা সত্বেও আশা হারাননি, মানবতার প্রতি আস্থা টলেনি। একদিনের জন্যও বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর মৃত্যতে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

নিউইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের জন্য এই মৃত্যু গভীরভাবে ব্যক্তিগত। প্রথমাবধি তিনি এই ফাউন্ডেশন, বিশেষত মুক্তধারা আয়োজিত বার্ষিক বাংলা বইমেলার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে গেছেন। যখনই সাহায্য অথবা পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছে, নির্দ্বিধায় তিনি এই সংগঠনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ২০২১ সালে তিনি নিউইয়র্ক বইমেলায় উদ্বোধক ছিলেন। কভিডের কারণে ব্যক্তিগত ভাবে নিউইয়র্কে আসতে পারেননি, কিন্তু এক দীর্ঘ ভিডিও বার্তায় তিনি শুধু বইমেলার সাফল্য কামনা করেননি, এই সংগঠনের দিকনির্দেশনাও দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রবাসে যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রাখতে তাহলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও তার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভালবাসা ও চেতনা জাগ্রত রাখা। তিনি বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন নতুন প্রজন্মের বাঙ্গালিদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর। তিনি আস্থা ব্যক্ত করেছিলেন, মুক্তধারা এই কাজটি যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়ে যাবে।

২০২৩ সালে ৩২-তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশন কবি আসাদ চৌধুরীকে মুক্তধারা/জিএফবি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করে। শারীরিক কারণে তিনি আসতে পারেননি, তাঁর পক্ষে সে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন কবি পত্নী ও কন্যা। পরে নানাভাবে মুক্তধারার কর্মকর্তাদের তিনি কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

আসাদ চৌধুরীর তিরোধানের ফলে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন শুধু একজন সেরা বাঙালি কবিকে হারালো না, সে হারালো একজন অভিভাবককে। তিনি চলে গেলেও যে দিকনির্দেশনা তিনি দিয়ে গেছেন, তা মুক্তধারার জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের পক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. নূরন নবী, প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহা এবং বইমেলার পক্ষে আহ্বায়ক, নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২৪ হাসান ফেরদৌস।

ফিলিস্তিনের পক্ষে বিবৃতিতে হার্ভার্ডে উত্তেজনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজায় ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে একটি বিবৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪টি ছাত্র সংগঠনের একটি জোট। এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অ্যালামনাই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সংগঠনগুলোর মধ্যে 'বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব স্টুডেন্টস অ্যাট হার্ভার্ড কলেজ' ও 'হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল বাংলাদেশ ককাশ' নামে বাংলাদেশি দুটি ছাত্র সংগঠনেরও নাম উল্লেখ আছে।

মঙ্গলবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকার রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ ছাত্রসংগঠন গত সোমবার তাদের বিবৃতি প্রকাশ করে। চলমান সংঘাতের জন্য বিবৃতিতে এককভাবে ইসরায়েলকে দায়ী করেছে সংগঠনগুলো। ইসরায়েলকে একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছে তারা।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সংগঠনগুলোর মধ্যে 'হার্ভার্ড জিউস ফর লিবারেশন' নামে একটি ইহুদি সংগঠন স্বাক্ষর করে চমক সৃষ্টি করেছে। এই তালিকায় 'আফ্রিকান-আমেরিকান রেজিস্ট্যান্স অর্গানাইজেশন' নামে কৃষ্ণাঙ্গদের একটি সংগঠনও রয়েছে। বাকি সংগঠনগুলোর বেশির ভাগই মুসলিম, আরব ও এশিয়াসংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের।

এদিকে ফিলিস্তিনের পক্ষে দেওয়া ওই বিবৃতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই। তারা ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

হার্ভার্ড অ্যালামনাইয়ের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি লরেন্স শুমার বিবৃতি দেওয়া সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে এখনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) এক পোস্টে তিনি বলেন, 'হার্ভার্ড নেতৃত্বের নীরবতা হার্ভার্ডকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতি নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।'

বিষয়টিতে অসুস্থবোধ করছেন বলেও মন্তব্য করেন শুমার।

বিবৃতিটিকে 'ঘৃণ্য ও জঘন্য' বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্কের রিপাবলিকান প্রতিনিধি অ্যালিস স্টেফানিক। আর রিপাবলিকান সিনেটর টেড ক্রুজ তাঁর এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, 'হার্ভার্ডে কীসব ভুল-ভাল ঘটছে?'

ফ্রান্স দূতাবাসের উপস্থিতি ছাড়াই শহীদ মিনারের উদ্বোধন

বদরুল বিন আফরোজ, ফ্রান্স

প্যারিসের উপশহর সেইন্ড ডেনিসে স্থায়ী শহীদ মিনারের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে দূতাবাসের উপস্থিতি ছাড়াই । এসোসিয়েশন সিকানো বাংগালী নামক সংগঠন স্থানীয় মিউনিসিপালিটির সহায়তায় এই স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করেছে। ৮ অক্টোবর রবিবার সকাল ১১ টায় উদ্বোধন হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

আয়োজকরা এই শহীদ মিনারকে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্যারিসের প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপনের দাবি করলেও ফ্রান্সে বাংলাদেশি দূতাবাস ও কমিউনিটির অপর একটি অংশ এটিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। দূতাবাস বলছে ইতিহাস বিকৃত করে এটি নির্মান করায় দূতাবাস এটিকে ৫২ রভাষা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে দেখছে না।

ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামরিক উপদেষ্ঠা ব্রিগেডিয়ার মিজানুর রহমান সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, দূতাবাসের মাধ্যমেই প্যারিসে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মিত হবে।

এদিকে এই শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রথম থেকেই আলোচনা সমালোচনা ছিল। এ নিয়ে কমিউনিটির মধ্যে চলছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

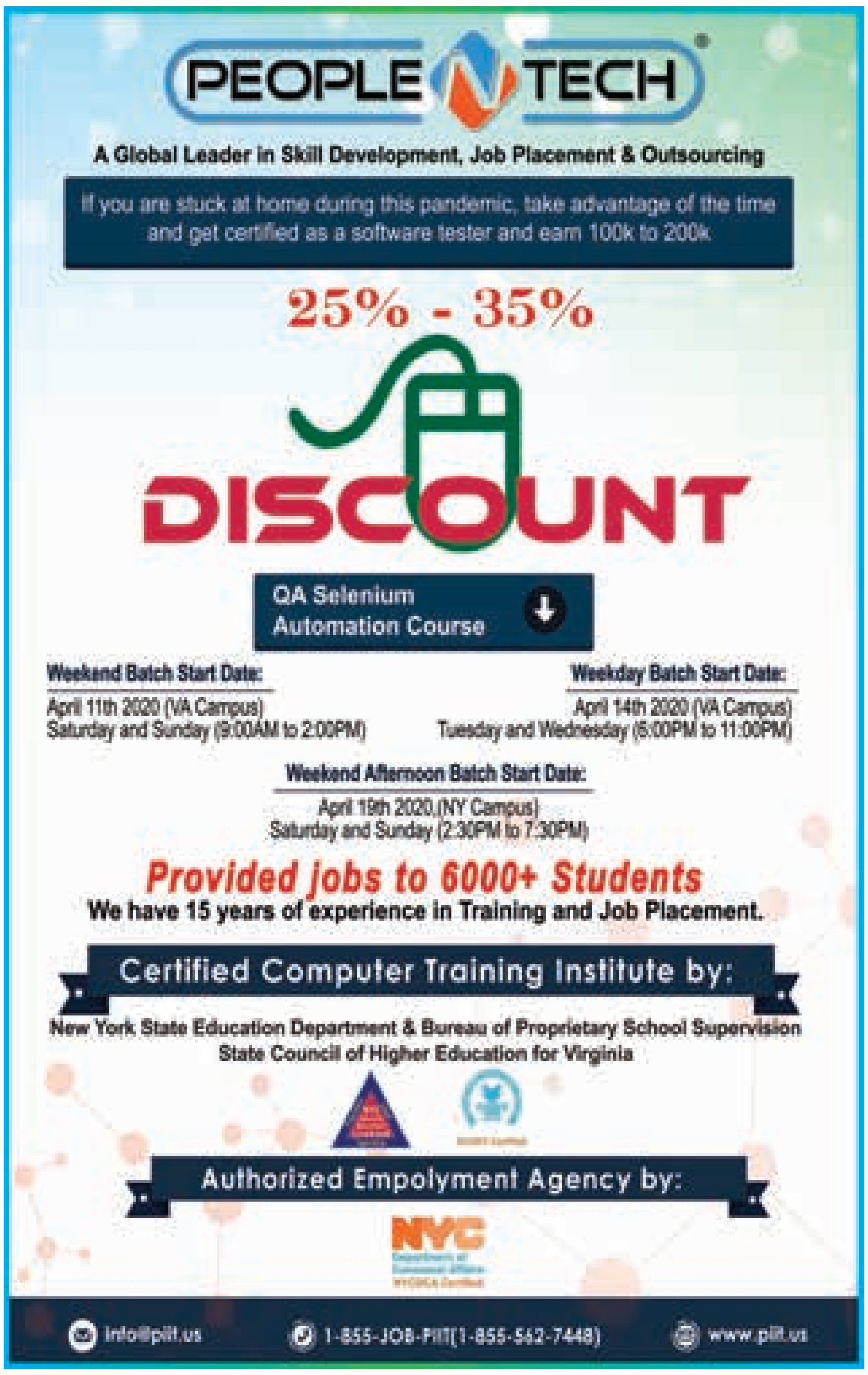
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

পরিচালক চয়নিকা চৌধুরীর উপস্থিতিতে 'প্রহেলিকা' সিনেমার প্রিমিয়ার শো

নিউইয়র্ক

সোহানা নাজনীন

'প্রহেলিকা'-যার অর্থ ধাঁধা, হেয়ালী কিংবা দুর্বোধ্য। নামের মতোই সিনেমার কাহিনী আমাদেরকে শেষ সময় অবধি রহস্যের ভিতর মুড়িয়ে রেখেছিল। গতকাল শুক্রবার ৬ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা'য় প্রদর্শিত হয়ে গেল 'প্রহেলিকা' সিনেমার প্রিমিয়ার শো। "বায়োস্কোপ" ফিল্মস'র প্রতিষ্ঠাতা রাজ হামিদ ও তার সহধর্মিনী নওশাবা রুবানা রশীদ বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র উওর আমেরিকায় চমৎকার উপস্থাপন করে ইতোমধ্যেই অনেক বাহবা কুড়িয়েছেন। প্রথম প্রহরেই ছিলেন চয়নিকা চৌধুরী, এই সিনেমার গুণী নির্মাতা এবং বাংলাদেশের প্রথম একজন নারী সিনেমা নির্মাতা। এর আগে চয়নিকা চৌধুরীর পরিচালনার অনেক রোমান্টিক নাটক আমরা উপভোগ করেছি। এবার সিনেমার পালা, তাও আবার উত্তর আমেরিকায় বসে। চয়নিকা বরাবরই ভিন্ন কিছু উপহার দেন দর্শকদের, এবারেও তার ব্যাতিক্রম নেই।

রহস্যময় সিনেমা 'প্রহেলিকা', প্রতিমুহূর্তে সবাই ভেবেছি কে দোষী, অথচ শেষের মাত্র পাঁচ মিনিট আগেই অদ্ভুতভাবে খোলসা হল। বাংলা সিনেমার বিষয়বস্তু সাধারণত এমন হয় যে সিনেমা দেখতে দেখতে দর্শকরা শেষটা অনুমান করে ফেলেন। কিন্তু এই সিনেমায় বিষয়বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রহেলিকা নামের সাথে ছবির খুব সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক অবস্থান ধরে রেখেছে এই সিনেমা। দর্শক ধরে রাখাটাই পরিচালকের আসল কাজ, চয়নিকা চৌধুরী সেটাই করেছেন।

"প্রহেলিকা"'র পুরো গল্পটাতে একটা মেসেজ আছে স্পষ্ট ভাবে। তা হল- চোখের সামনে যা দেখ তা সবসময় সত্যি নয়"- আমাদের বর্তমান সময়ের যত ভুল বোঝাবুঝি, যত সম্পর্কের জটিলতা এই দেখার ভুলের জন্যেই হয়ে থাকে। সিনেমায় সেই মেসেজটা খুব সুন্দর ভাবে দেয়া হয়েছে। আরো আছে মানব মনের জটিল নকশা নিয়ে। ছোটবেলার বেড়ে ওঠা, মানুষের সাথে ওঠা-বসা, সংঘাত, ভালোবাসা-বিচ্ছেদ সবকিছুর কারণে মানব মন কিভাবে বিগড়ে যায়। তাদের মধ্যে কেও হয়ে যায় খুনী, প্রতিহিংসা পরায়ণ, অত্যাচারী। একজন শিশু ছোটবেলায় সৎ মায়ের থেকে অবহেলা আর অত্যাচারের স্বীকার হয়ে একসময় শিশুটি বড় হবার পর নিজেই হয়ে ওঠে অতাচারী একজন মানুষ। স্ত্রীকে চরম ভালবাসলেও মনের সংকীর্ণতা এড়াতে পারে না।

বিরতি মানেই নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে গড়ে তোলা—এই কথা সত্যায়িত করলেন অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ। অনেক বছর বাদে সিনেমায় ফিরে এসে "মনা" চরিত্রে সেই অভিনয় দক্ষতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন আবারো। ভালোবাসার দাবীতে এক ক্ষ্যাপা চরিত্র, যে কিনা কোন সাক্ষী ছাড়াই খুন করে চলছে একের পর এক। সারা মুভিতে মাহফুজ মাথায় টুপি পরে ছিলেন, শুধু এক সেকেন্ডের জন্যে এটার ব্যাখ্যা দেয়া হয়। অন্যদিকে শবনম বুবলী অভিনয়ের মাধ্যমে সহজ-সরল নম্র চরিত্রের অর্পা'কে ফুটিয়ে তুলেছে।

অনেকদিন পর একটা বাংলা সিনেমা দেখা যাচ্ছে, যেখানে নারীদেরকে ভিক্টিম বানানো হয়নি। আমেরিকায় বসে বাংলাদেশের সিনেমা তাও আবার হাউজফুল। ভাবতেই ভালো লাগে। বায়স্কোপ ফিল্মের রাজ হামিদ এবং নওশাবা রুবানা রশীদকে ধন্যবাদ। উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের হলে গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখার আয়োজনের পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন তাঁরা। আমেরিকার মতো দেশে এ কাজটি কেবল ব্যবসা হিসেবে দেখলে ভুল করা হবে। বাংলা সিনেমার প্রসার ও বিকাশে একান্ত একাগ্রতা না থাকলে এ কাজ করা সম্ভব হতো না।

৬ অক্টোবর 'প্রহেলিকা' সিনেমার প্রিমিয়ার শো শেষে জামাইকার একটি রেস্তরায় জনাকীর্ন সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন সিনেমাটির পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী। তাঁকে অভিবাদন জানাতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের ডেপুটি কন্সাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান।

সংবাদ সম্মেলনে পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী বলেছেন, প্রহেলিকা সিনেমায় গল্পকে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সিনেমার ভাষা দিয়ে এর দর্শকরা সিনেমাটিকে ধারণ করছেন, দেখে তাঁর খুব ভালো লাগছে। প্রহেলিকা-২ নামেও ভবিষ্যতে ভিন্ন সিনেমায় বর্তমান গল্পের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আমেরিকায় মহাসমারোহে তাঁর সিনেমার প্রিমিয়ার হচ্ছে , এ নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন চয়নিকা চৌধুরী। তিনি প্রবাসী দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানান। সংবাদ সম্মেলনে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, চয়নিকা চৌধুরীদের মতো পরিচালকদের হাত ধরেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের সুস্থ ও মুক্ত সংস্কৃতির একজন যোগ্য প্রতিনিধি পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্কে বাংলা সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বায়স্কোপ ফিল্মের রাজ হামিদ ও নওশাবা রুবানা রশীদ তাদের বক্তব্যে সংবাদমাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমা প্রদর্শনীর এমন আয়োজন তাদের কারণেই সম্ভব হয়ে উঠেছে।

ম্যারাথনে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন কেলভিন কিপটম

কুলসুম আক্তার সুমী

ম্যারাথনে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন কেলভিন কিপটম। ৮ অক্টোবর রবিবার শিকাগো ম্যারাথনে ২ ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ড দৌড়ে এইরেকর্ড গড়েন কেনিয়ার এই প্রতিযোগি। এর আগে যে সময় ছিল ২ ঘন্টা ১ মিনিট।

২৩ বছর বয়সী কিপটম তৃতীয়বারের মত মেরাথনে অংশগ্রহণ করে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। তার আগে এই রেকর্ড তারই স্বদেশি এলিউড কিপশোগের দখলে ছিল। বিশ্ব এ্যাথলেটিকের ভাষ্য মতে, এটি এখন রেটিফিকেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

তিনি অন্য যে কোন প্রতিযোগির থেকে অন্তত সাড়ে তিন মিনিট আগে ম্যারাথন শেষ করেন। কেনিয়ার অপর প্রতিযোগী বেনসনকিপরোটো দ্বিতীয় এবং বেলজিয়ামের বাসি আবদি তৃতীয় হয়েছেন।

'আমি জানতাম আমি একটা রেকর্ড করব কিন্তু একটা নতুন বিশ্ব রেকর্ড করব সেটা ভাবিনি' বিশ্ব রেকর্ড করার পরের প্রতিক্রিয়ায়কিপটম বলেন। তিনি আরো বলেন, 'আজকে আমার মাথায় নতুন বিশ্ব রেকর্ডের চিন্তা ছিল না তবে আমি জানতাম কোন একদিন আমিও বিশ্ব রেকর্ড অর্জন করব।'

রেকর্ডের কাছাকাছি এসেও কিপটম তার গতিতেই দৌড়াতে থাকেন, ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করার পর কেনিয়ান পতাকা হাতে ভিক্টরি ল্যাপ করেন। ১ ঘন্টা ৪৮ সেকেন্ডে অর্ধেক পথ দৌড়ে তিনি রেকর্ডের জানান দিয়েছিলেন আগেই এবং পরবর্তী দশ মাইল আরো কম সময়ে দৌড়ে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লেখালেন।

এরকম একটা রেকর্ডের সম্ভাবনা আগেই জাগিয়েছেন কিপটম, কারণ গত ডিসেম্বরে প্রথমবারের মত ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে তিনি দ্রুততম প্রথমবারের প্রতিযোগী হিসেবে দৌড় শেষ করেন। তাছাড়া এপ্রিলে বিশ্ব রেকর্ডকারী কিপশোগের থেকে মাত্র ষোল সেকেন্ড সময় বেশি নিয়ে তিনি দৌড় শেষ করেছিলেন।

কেলভিন কিপটম ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে চেরুইয়ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি একজন স্ব-প্রশিক্ষক ক্রীড়াবিদ হিসেবে কেনিয়ার এলডোরেট হাফ ম্যারাথনে(২০১৮, অক্টোবর) ১:০২:০১ সময়ে জিতেছিলেন। তারপরে তিনি ২০১৯ সালের মার্চমাসে লিসবন হাফ ম্যারাথনে আন্তর্জাতিকভাবে ৫ম স্থানে আত্মপ্রকাশ করেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে, তিনি ভ্যালেন্সিয়া হাফ ম্যারাথনে ষষ্ঠ স্থানে উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক অবদান রাখেন। ২০২১ সালে, তিনি লেন্স, ফ্রান্স (প্রথম), এবং ভ্যালেন্সিয়া(অষ্টম) যথাক্রমে ৫৯:৩৫ এবং ৫৯:০২ হাফ ম্যারাথন দৌড়েছিলেন।

বার্লিনের রাস্তায় ইসরায়েলিদের মৃত্যু উদ্‌যাপন ফৌজদারি অপরাধ, চ্যান্সেলরের হুমকি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বার্লিনের পথেঘাটে যারা ইসরায়েলিদের মৃত্যুকে ছোট করে দেখবে এবং তা উদ্‌যাপন করবে, হামাসকে মহিমান্বিত করবে এবং ইসরায়েলের পতাকা পোড়াবে তাদের ফৌজদারি অপরাধে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে এমন ঘোষণা দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ। হামাসকে সমর্থন দেওয়ায় সামিদুন নামে একটি ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হবে বলেও তিনি জানান।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শনিবার বার্লিনের নিউকোলন এলাকার রাস্তায় ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা উদ্‌যাপন করতে পথচারীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেছে সামিদুন নামক সংগঠন। এর সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান চ্যান্সেলর। পার্লামেন্টে তিনি বলেন, 'এটি জঘন্য, এটি অমানবিক। আমরা ঘৃণা ও উসকানির পাশে দাঁড়াব না। আমরা ইহুদি বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিই না।'

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এবার জার্মানিতে হামাসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ঘোষণা দিলেন চ্যান্সেলর শোলজ। যেকোনো প্রয়োজনে জার্মানিকে অবহিত করার জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন তিনি।

ওলাফ শোলজ বলেন, 'এই মুহূর্তে একটি পক্ষই নিতে পারে জার্মানি, আর তা হলো ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চালানো গণহত্যার পর নিজেদের ইতিহাস অনুসারেই আমাদের চিরস্থায়ী দায়িত্ব হচ্ছে, ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দাঁড়ানো।'

শোলজ উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইসরায়েলের সমর্থনে হাজার হাজার জার্মান বিক্ষোভ করেছে। কিন্তু এর মধ্যেও কয়েকটি ঘটনা যে হামাসের প্রতি সমর্থনকে নির্দেশ করে। চ্যান্সেলর বলেন, 'আরও কিছু মানুষ ছিল। গত সপ্তাহে জার্মানির রাস্তায় কিছু লজ্জাজনক ছবি আমি দেখেছি।'

গত শনিবার ছোট একটি দল বার্লিনের রাস্তায় পথচারীদের হাতে পেস্ট্রি তুলে দেয় এবং কয়েক ডজন লোক হামাসের হামলা উদ্‌যাপন করে। শোলজ বলেন, এরই মধ্যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বারা তালিকাভুক্ত সংগঠন হামাস বা তাদের সমর্থনে যেকোনো কর্মকাণ্ডের ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে জার্মানি।

এদিকে মানবিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখলেও ফিলিস্তিনে উন্নয়ন সহায়তা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন ওলাফ শোলজ। সেই সঙ্গে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হামাসের আক্রমণের নিন্দা না জানানোর প্রসঙ্গে জার্মান চ্যান্সেলর বলেন, 'তাঁদের নীরবতা লজ্জাজনক।'

বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র সাহিত্য আসরে উপস্থিত কবি, সাহিত্যিকেরা। ছবি : সংগৃহিত

মিশিগানে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র সাহিত্য আসর

পার্থ সারথী দেব

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরের হলব্রুক এভিনিউয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে ৮ অক্টোবর, রোববার সন্ধ্যায় 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ' র নিয়মিত সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান শাহিন।

সভায় কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ৮০'র দশকের সাড়া জাগানো কবি, ছড়াকার ও বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'র সভাপতি হেলাল উদ্দীন রানা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলোচক কবি ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কবি জাফর ওবায়েদ, রম্য লেখক হারান কান্তি সেন, কবি সঞ্জয় দেব ও কবি হোসাইন মোহাম্মদ কামরুল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত লেখা পাঠ করা হয় এবং লেখার উপর আলোচনায় সবাই অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাফর ওবায়েদ।

নিউইয়র্কে 'প্রহেলিকা' প্রদর্শনী আরও এক সপ্তাহ বর্ধিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

দর্শকদের ব্যাপক উৎসাহের কারণে নিউইয়র্কের জামাইকা সিনেপ্লেক্সে বাংলা সিনেমা 'প্রহেলিকা'র প্রদর্শনী আরও এক সপ্তাহ বর্ধিত করা হয়েছে। সিনেমাটির পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে এ কথা জানিয়েছেন।

দেশের বাইরে প্রহেলিকার প্রদর্শনী নিয়ে উৎফুল্ল নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী। জানালেন, দেশ থেকে ছুটে এসে প্রবাসীদের যে ভালোবাসা পেলাম তা মনে রাখার মতো। নিউইয়র্কে অবস্থানরত চয়নিকা ১১ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায়ও দর্শকদের সাথে জামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখেন। তাঁকে ঘিরে থাকা দর্শকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চয়নিকা চৌধুরী। জানালেন পরদিন বৃহস্পতিবার সান ফ্রাসিস্কো যাওয়ার কথা। সেখানে ১৩ অক্টোবর প্রহেলিকা ছবির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হবে। ছবিটি উত্তর আমেরিকায় পরিবেশন করছে বায়স্কোপ ফিল্মস। বায়স্কোপের কর্ণধার রাজ হামিদ এবং নওশাবা রুবনা রশীদ বললেন, নিউইয়র্কের মতো সান ফ্রাসিস্কোতেও প্রহেলিকা প্রবাসীদের ভালোবাসা পাবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

৬ অক্টোবর নিউইয়র্কে 'প্রহেলিকা' সিনেমার প্রিমিয়ার শো হয়েছে। রঙ্গন মিউজিকের জামাল হোসেন প্রযোজিত আলোচিত সিনেমা 'প্রহেলিকা'। চয়নিকা চৌধুরী তাঁর প্রযোজক, কলাকুশলী, দেশ বিদেশের অগুণতি দর্শকদেরও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, সম্মিলিত ভালোবাসায়ই এমন কাজ এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

প্যালেস্টাইনের উপর ইসরাইলের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্যালেস্টাইনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য ইসরাইলের ক্রমাগত হামলার বিরুদ্ধে আমেরিকায় যুদ্ধ বিরোধীরা এখন মাঠে। বড় বড় নগরে উদারনৈতিক লোকজন ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে। ৮ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্ক সহ সর্বত্র ব্যাপক মিছিল সমাবেশ হয়েছে। প্যালেস্টাইনিদের উপর ইসরাইলের হামলার সমর্থনে মার্কিন রণতরী প্রেরণের প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। নিউইয়র্ক সহ সর্বত্র ইহুদিবহুল এলাকায় এবং তাদের প্রার্থনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে।

ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্ট অফ আমেরিকা নামের নাগরিক সংগঠনের আহ্বানে রোববারে ম্যানহাটনে ব্যাপক বিক্ষোভকারীর সমাবেশ ঘটে। সমাবেশ থেকে প্যালেস্টাইনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে এবং ইসরাইলের হামলার প্রতিবাদে স্লোগান দেয়া হয়। পুলিশের কড়া উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বলা হয়েছে, নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত চলমান লড়াইয়ে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করা হবে।

ম্যানহাটনের ইসরাইল দূতাবাসের কাছেই অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বলা হয়েছে, প্যালেস্টাইনের আজকের পরিস্থিতির জন্য দায়ী ইসরাইল। বছরের পর বছর প্যালেস্টাইনের মানুষরা নিজ দেশে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অবরুদ্ধ এক কারাগারে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে কাটিয়ে দিতে হচ্ছে। আর এ দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অর্থ সাহায্য পাচ্ছে ইসরাইল। এমন অবস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিকদের রুখে দাঁড়াতে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে ইসরাইলে আমেরিকান সাহায্য বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বলেছে, মানুষ যখন অবরুদ্ধ হয়, তখন রুখে দাঁড়ানোই একমাত্র বিকল্প থাকে।

এদিকে ইসরাইলের সমর্থনেও কিছু লোক পাশাপশি সমাবেশ শুরু করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ কড়া অবস্থান নিয়ে উভয়পক্ষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। ফলে কোন সংঘর্ষ হয়নি। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বেশ কিছু গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটেছে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল ইসরাইলের পক্ষে বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবর্তিতে তিনি বলেন, ইসরাইলের নাগরিকরা ভয়ঙ্কর আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (OCTOBER 13 - 19, 2023) | Promo Code : PSP41

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase | DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

- ROHU — SIZE 3 KG — $13.99/EA
- GOLDEN POMPANO FROZEN — $3.99/LB
- TILAPIA FILET — SIZE 5/7 — $3.49/LB
- CK BRAND TAPOSHI IQF WITH EGG — 1 LB BAG — $6.99/EA
- CHAOKOH COCONUT MILK — 13.5 OZ — 3/$5
- COFFEE MATE — 3.5 LB — $11.99/EA
- NESCAFÉ ORIGINAL — 200 GM — $6.99/EA
- ABDULLAH LONG GRAIN RICE — 20 LB — $14.99/EA
- CAROLINA PARBOILED RICE — 20 LB — $14.99/EA
- PREMMAS SUNFLOWER OIL — 5 LITER — $16.99/EA
- RAJDHANI MUSTARD OIL — 1 LITER — 2/$9
- QUAKER OATS — 2 LB — $7.99/EA
- MCCAIN / POTATO BITES / ALOO TIKKI / VEGGIE FINGER — 400 GM — 2/$5
- SHAHAJALAL SINGARA / DAL PURI / ALOO PURI — 400 GM — 3/$5
- QUALITY TEA TIME — 800 GM — $5.99/EA
- ESSENTIAL DRY CAKE — 300 GM — $1.99/EA
- KRASDALE EVAPORATED MILK — 12 OZ — 3/$3
- HOBBI CHICK PEAS — 4/$5
- BUMBLE BE TUNA (ASSORTED) — 3/$6
- SHAHAJALAL PLAIN PARATA — 2000 GM — $4.99/EA

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 ... 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 ... 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 ... 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 ... 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 ... 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (October 06 - 19, 2023) | Promo Code : PSP04

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase | DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00

- HILSHA CK BRAND — SIZE 10-12 — $7.49/LB
- HILSHA SHAHJALAL BRAND — SIZE 1400 UP — $9.99/LB
- ROHU — 3 KG — $1.49/LB
- BEEF WITH BONE SINA MIX — $2.99/LB
- DELTA RICE — 50 LB — $34.99/EA
- CAROLINA PARBOILED RICE — 20 LB — $11.99/EA
- OLIO VILLA POMACE OIL — 1 GALLON — $13.99/EA
- MRIGAL — 4 KG — $2.79/LB
- SHAHJALAL BRAND PANGASH WHOLE — 1 KG UP — $2.99/LB
- DESHI MAGUR — SIZE 100/200 — $6.99/LB
- CHICKEN QUARTER LEG — NO CUT NO CLEAN — 89¢/LB
- KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE — 20 LB — $18.99/EA
- ESSENTIAL CHINIGURA RICE — 10 LB — $13.99/EA
- MAZOLA CORN OIL — 2.5 GAL — $35.99/EA
- HAOR BRAND TAPOSHI IQF — 1 LB BAG — $5.99/EA
- GOLDEN POMFRET — $2.79/LB
- SHAHAJALAL TRAY KESKI — 200 GM — 3/$5
- RAW SHRIMP — 31/40-2 LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA — $7.99/EA
- MILK GALLON — $3.99/EA
- MEDIUM BROWN EGGS — ONE DOZEN — 3/$5

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

FOOD CERTIFIED 100% HALAL

4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023

BELLEROSE: ALAM, J. MOHIUDDIN, SAIF — TEL: 347-657-8911

BRONX: IMRAN, REHANA, IKBAL HOSSAIN — TEL : 347-658-0134

JACKSON HEIGHTS: GOMES EDWARD, MOHAMMED A ROUF, NUR NAHER, SHAMIMA SULTANA, ACHINTA DUTTA, MUHAMMAD ARSHAD — TEL: 347-658-4362

JAMAICA: NUSHA FAREEN, OMAR FARUK, MD AKTER HOSSAIN — TEL: 347-626-8798

OZONE PARK: FAHIMA AKTER, FATEMA ISLAM, MD JALAL UDDIN — TEL: 347-658-0972

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — ADI'S BRONX

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023
UTTAM SAMADDER | MD ZALHOZ KHAN | SIRAJ CHOWDHRY

3RD WEEK LUCKY WINNERS SEP 15TH TO 21ST 2023
MD. SHAMSUL HOQ | REZAUL HAQUE | SAH

SECOND WEEK LUCKY WINNERS SEP 8TH TO 14TH 2023
BAHARU SHAMIMI | FATHIMA METU | ABDHUS SALAM

4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023
MOHAMMAD JEWEL SIKDER | TANIA RAHMAN | ALAMIN

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARANT	(All Locations)	(5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate
email your resume to HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(সকল অবস্থানসমূহে)	(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।
আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

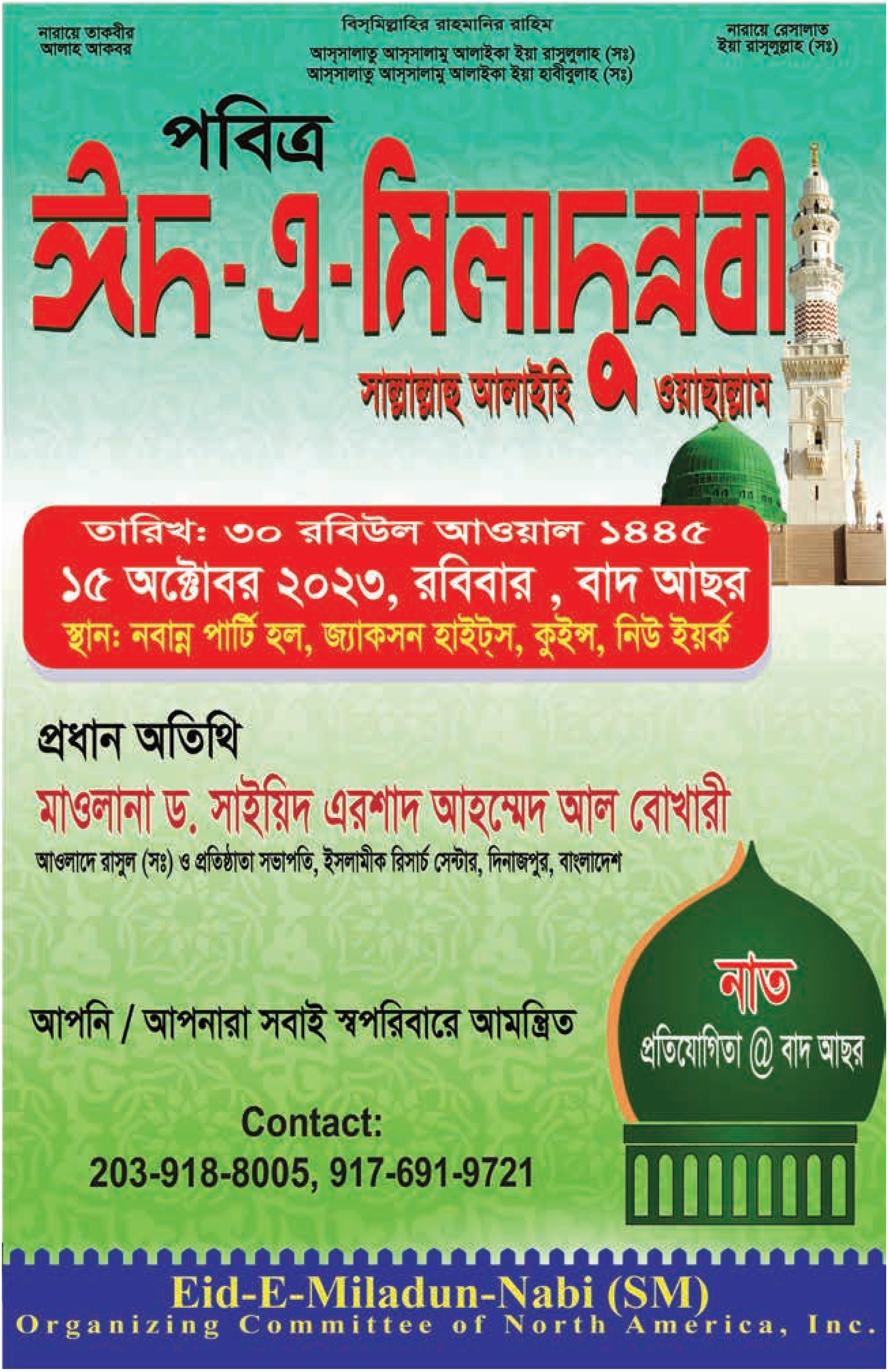
নারায়ে তাকবীর
আল্লাহ আকবর
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ (সঃ)
নারায়ে রেসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)
পবিত্র
ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও ওয়াছাল্লাম
তারিখঃ ৩০ রবিউল আওয়াল ১৪৪৫
১৫ অক্টোবর ২০২৩, রবিবার , বাদ আছর
স্থানঃ নবান্ন পার্টি হল, জ্যাকসন হাইট্‌স, কুইন্স, নিউ ইয়র্ক
প্রধান অতিথি
মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহম্মেদ আল বোখারী
আওলাদে রাসুল (সঃ) ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর, বাংলাদেশ
আপনি / আপনারা সবাই স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
নাত
প্রতিযোগিতা @ বাদ আছর
Contact:
203-918-8005, 917-691-9721
Eid-E-Miladun-Nabi (SM)
Organizing Committee of North America, Inc.

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNABANK
DHAKABANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

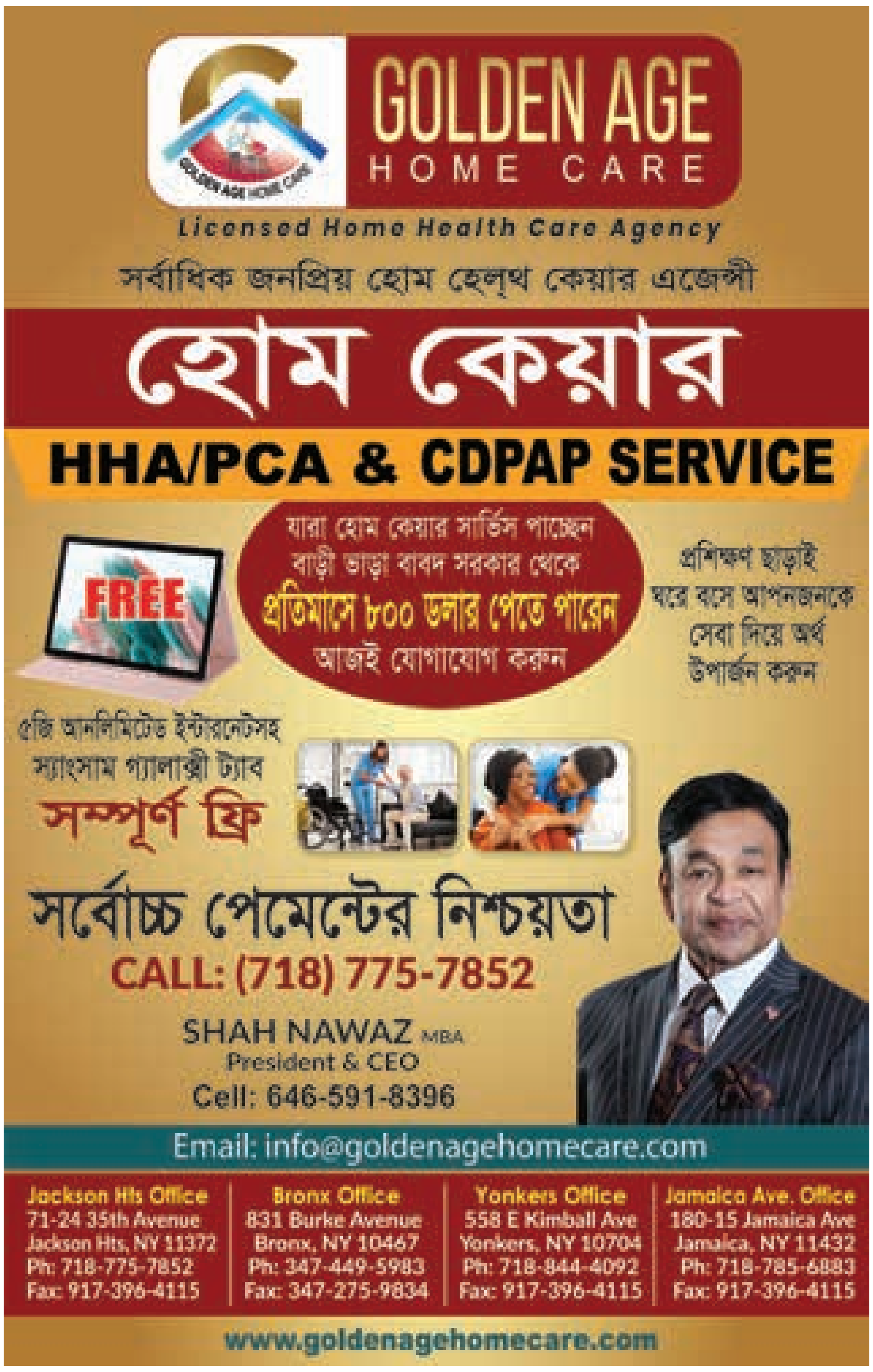
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax
Immigration
Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

কনসার্টে দর্শক মাতালেন ন্যান্সি

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রথম বারের মত লাইভ কনসার্টে পারফর্ম করেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ন্যান্সি। ৮ অক্টোবর রোববার কুইন্সের দ্যা ম্যারি লুইস একাডেমিতে 'ন্যান্সি লাইভ ইন কনসার্ট' শীর্ষক এ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে নিজের জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন এ সঙ্গীতশিল্পী।

কনসার্টে প্রবাসী বাঙালিরা ন্যান্সির গানে মুগ্ধ হোন। শোটাইম মিউজিক এ কনসার্টের আয়োজন করে। কনসার্টে একে একে 'আকাশে কান পেতে শুনি, এই বুঝি ডাকছ তুমি,' 'বাহির বলে দূরে থাক', 'তোমাকে ছাড়া কি নিয়ে থাকব', 'এত দিন কোথায় ছিল', 'আমি তোমার মনের ভেতর, এক বার ঘুরে আসতে চাই' এর মত সাড়া জাগানো ও শ্রোতাপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করেন ন্যান্সি।

অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ন্যান্সির হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন নিউইয়র্কের রিয়েলটর নুরুল আজিম। অন্য দিকে ন্যান্সির কাছ থেকে বিশেষ সম্মানা গ্রহণ করেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাংলা ট্রাভেলসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বেলায়েত হোসেন।

এ সময় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেমোক্র্যাট দলের ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, সিপিএ মোহাম্মদ চিশতী, কণ্ঠশিল্পী বেবি নাজনীন ও রিজিয়া পারভীন, বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনকের সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির বাবলু প্রমুখ।

কনসার্টের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন শোটাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম।

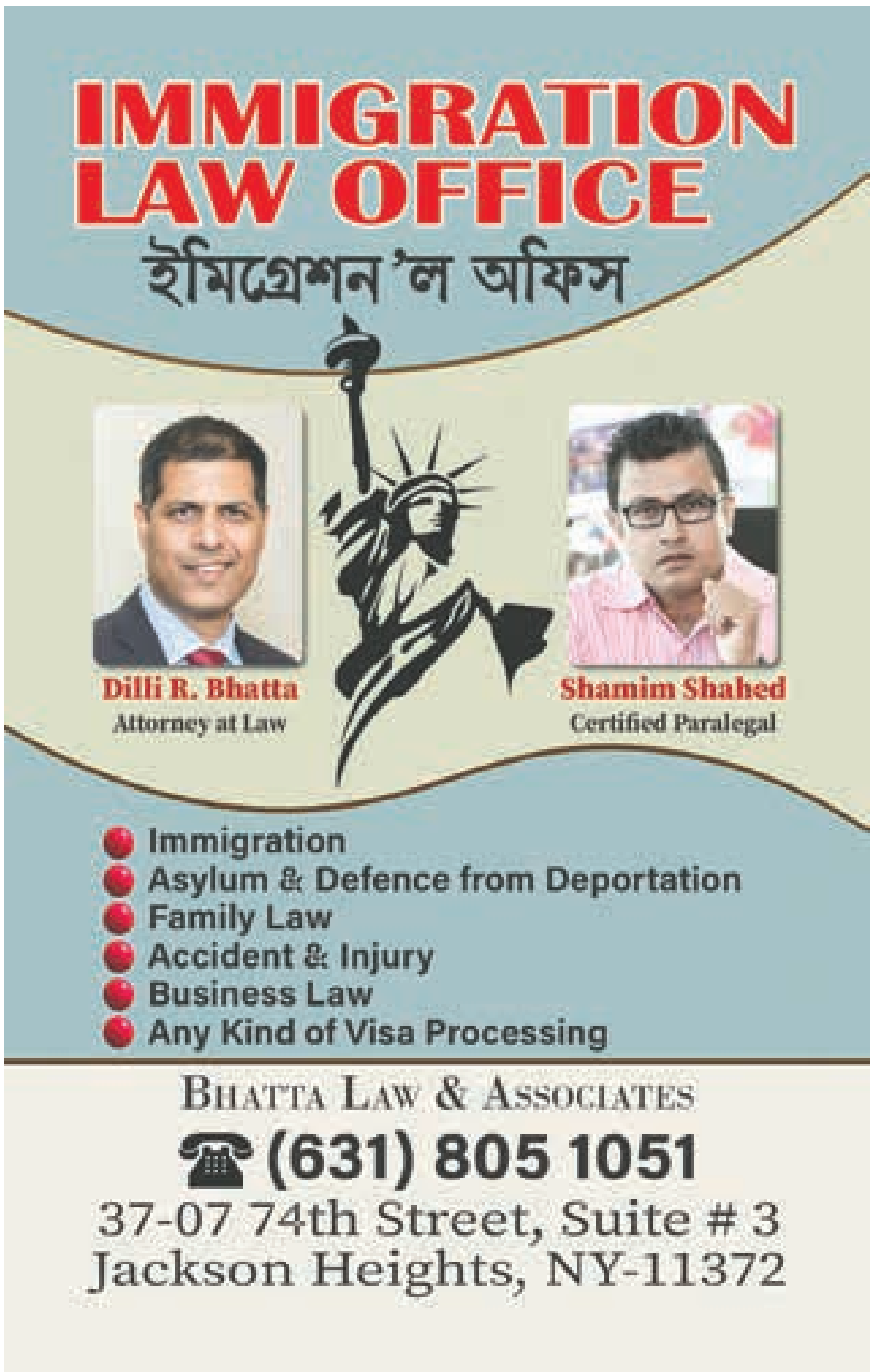

আবারও হামাসের হামলা মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়াল

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের আসকেলন শহরে নতুন করে রকেট হামলা চালিয়েছে হামাস। আজ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলে এ হামলা চালানো হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, বিকেল ৫টার কিছু পরই গাজা উপত্যকা থেকে একসঙ্গে কয়েকশ রকেট ছোড়া হয়। এদিকে স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার মধ্যে আসকেলন থেকে বেসামরিক মানুষকে সরে যাওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল হামাস। আর নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পরই সেখানে মুহুর্মুহু রকেট ছোড়ে গাজার এ সশস্ত্র বাহিনী।

ফিলিস্তিনির ইসলামপন্থী দল হামাসের হামলায় ইসরায়েলে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। আজ মঙ্গলবার ইসরায়েলের মার্কিন দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইসরায়েলের যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানায়, হামাসের হামলায় এখন পর্যন্ত এক হাজার আট ইসরায়েলির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৩ হাজার ৪১৮ ইসরায়েলি।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় গাজায় মারা গেছে কমপক্ষে ৭০৪ ফিলিস্তিনি। জাতিসংঘ বলছে, বাস্তুচ্যুত হয়েছে গাজার লক্ষাধিক বাসিন্দা।

গাজায় প্রায় ২৩ লাখ ফিলিস্তিনি বাস করে। ২০০৭ সাল থেকেই গাজার আকাশ, স্থল ও সমুদ্র অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল। তাই, মূলত আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল সেখানকার বাসিন্দারা।

মধ্যপ্রাচ্যে ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র, প্রমাণ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত: পুতিন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের সঙ্গে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সংঘাত চরমে। এই সংঘাতকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। কেউ ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে দিচ্ছে বিবৃতি, কেউ আবার ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য কথা বলছে। এই সংঘাত নিয়ে কথা বলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল যে কতটা ব্যর্থ, সেটা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন চলমান সংঘাত খুব ভালোভাবে দেখিয়ে দিয়েছে।' এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনের স্বার্থ উপেক্ষা করেছে। যেখানে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র তাদের উপেক্ষা করেছে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এমনটা জানানো হয়েছে।

গাজায় মানবিক বিপর্যয়, ব্লিঙ্কেন ইসরায়েলে

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ

পশ্চিমা মিত্ররা শুরু থেকেই ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইসরায়েল সফরে গেছেন।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলি বিমান হামলায় প্রতি মুহূর্তে কেঁপে উঠছে গাজা উপত্যকা। হামলায় অনেক বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল, হাসপাতালে বাড়ছে আহত মানুষের সংখ্যা। গতকাল গাজা শহরের একটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বিমান হামলার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়

ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি সংঘাত গতকাল বৃহস্পতিবার ছয় দিনে গড়িয়েছে। খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎহীন অবরুদ্ধ গাজা প্রতি মুহূর্তে কেঁপে উঠছে ইসরায়েলি বিমান হামলায়। যদিও হামাসের দিক থেকে ইসরায়েলের হামলা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। লেবাননের দিক থেকে হিজবুল্লার আক্রমণও বন্ধ রয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা শুরু থেকেই ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইসরায়েল সফরে গেছেন। ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিষয়টি মাথায় রেখে সৌদি আরব অনেকটাই নীরব। তবে ইরান, সিরিয়া ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলছে। অবশ্য ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান গত বুধবার এই সংকট নিয়ে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এদিকে লেবাননের হিজবুল্লাহ এরই মধ্যে হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে।

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরাও ইসরায়েলকে হুমকি দিয়ে রেখেছে। মিসর গাজাবাসীর জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছে। জর্ডান, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা গাজায় সহায়তা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে বিভিন্ন দেশে ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল হয়েছে।

গাজায় মানবিক বিপর্যয় ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে গত শনিবার ভোরে আকস্মিক হামলা চালান হামাস সদস্যরা। তারপর দুই দিন ইসরায়েলের ভেতরে তুমুল লড়াই হয়। পাশাপাশি গাজা উপত্যকায় টানা বোমাবর্ষণ করে চলেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেই বোমা থেকে রেহাই পাচ্ছে না আশ্রয়কেন্দ্র, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্সও। গাজার শিফা হাসপাতালের প্যারামেডিক তালাল তাহা আল জাজিরাকে বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী হাসপাতালেও হামলা চালাচ্ছে। তিনি ও তাঁর তিন সহকর্মীও আক্রান্ত হয়েছেন। আহত ফিলিস্তিনিদের সেবা দেওয়ারও সুযোগ রাখছে না ইসরায়েল।

গাজা উপত্যকায় ১৩টি হাসপাতাল রয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতিতে এসব হাসপাতাল পুরোদমে চলতে পারছে না। খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎহীন অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, আর কোনো নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র খালি নেই। প্রতি মুহূর্তে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। হাসপাতালের করিডরেও গুরুতর আহত অনেককে সেবা দিতে হচ্ছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি বেড়ে ১ হাজার ৩৫৪ জন হয়েছে। আহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে ৬ হাজার ৪৯ জন হয়েছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় তাদের ১২ জন কর্মী নিহত হয়েছেন।

জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা বলেছে, গাজা উপত্যকায় গত ছয় দিনে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। প্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার ৬০০ মানুষ উপত্যকায় ইউএনআরডব্লিউএর ৯২টি বিদ্যালয়ে আশ্রিত হয়েছে।

মিশিগানে দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শারদীয় দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। আগামী ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী বিভিন্ন মন্দির ও সংগঠন এ পূজার আয়োজন করছে। পূজার প্রায় এক মাস আগ থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছে মন্দির ও সংগঠনগুলো । প্রবাসের পূজা বেশীরভাগ সময়ই অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহের কর্ম দিবসে এবং উদযাপন করা হয় সপ্তাহান্তে। প্রবাসের পূজা মানে একে অন্যের সাথে দেখা, মত বিনিময়, আনন্দ উদযাপন। প্রবাসের পূজার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।কে কার চেয়ে সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেয় তার এক প্রতিযোগিতা হয় এ শারদ উৎসবে। ইতিমধ্যেই পূজার কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে। প্রবাসী বাংলাদেশী মালিকানাধীন কাপড়ের দোকানগুলোতে ভীড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষজন একে অন্যেকে পূজার জামা কাপড় উপহার দিচ্ছেন। অনেকে অনলাইনে বাংলাদেশ, ভারত থেকে কাপড়চোপড়, অলংকার, গিফট সামগ্রী আনছেন। সনাতন ধর্মাবলম্ভীরা পূজা উপলক্ষ্যে পূজার সময়টায় ছুটি নিয়ে রেখেছেন। প্রবাসে পূজায় সংকলন প্রকাশ করা পূজার অংশ হয়ে গেছে। প্রতিটি পূজাতেই স্মরণিকা বের করা হয়। এতে দেশের ও প্রবাসের লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয়।

দুর্গা মন্দিরের পূজা : ডেট্রয়েট শহরের দুর্গা মন্দিরের পূজা হবে সপ্তাহব্যাপী ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। তিথি মতো পূজা হবে ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এবং ২৮ ও ২৯ অক্টোবর পূজা উদযাপন করা হবে। দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে দুর্গা মন্দির ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছে।মায়ের বোধন, পূজা, অঞ্জলি, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ,আরতিসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি হবে। ২২ অক্টোবর অষ্টমীর দিনে ১০৮টি সদ্য ফোটা পদ্মফুল ও ১০৮ টি প্রদীপ জালিয়ে সন্ধি পূজা করা হবে।

উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সেমিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

উচ্চশিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনেরা। ৬ অক্টোবর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেট্সের বস্টন ক্যাম্পাসে ইন্টারন্যাশনাল সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটএর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন তারা। ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটসের ক্যাম্পাসে সেন্টারে বলরুমে দিনব্যাপী এ আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্টজনেরা অংশ নেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষারপ্রসারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর অবদানের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার দিকে মনযোগি হতে হবে। এছাড়া, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শিক্ষাকে উতসাহিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান তিনি। সেমিনারে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে প্রতিনিধি ডক্টর আবু তাহের- সংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশের মান বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন।

সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইংল্যান্ড উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক কমিশন-এন ই সিএইচ ই (NECHE) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ক্যারোল অ্যান্ডারসন।

সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইংল্যান্ড উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক কমিশন-এন ই সিএইচ ই (NECHE) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ক্যারোল অ্যান্ডারসন। আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম প্রণয়নের পাশাপাশি কিভাবে উচ্চশিক্ষার স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায়, যাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্র্যান্ডিং করা এবং র‍্যাঙ্কিংয়ে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান অর্জন করা সম্ভব হয় এ নিয়েও আলোচনা করেন তাঁরা।

সেমিনারটিতে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি বিশ্ব সাড়া জাগানো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, মেটাভার্স প্রযুক্তির বিকাশ, নৈতিক অবস্থান, আইনি চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও গবেষকেরা। নতুন এসব প্রযুক্তি পরবর্তী স্তরের উচ্চ শিক্ষায় কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার প্রস্তুতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন অন্যতম কী-নোট আলোচক ম্যাসাচুসেট্স ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি- এমআইটির অধ্যাপক ড. অনন্ত আগরওয়াল।

কলোরাডো রাজ্যের একটি বাড়ি থেকে ১১৫ গলিত মরদেহ উদ্ধার

উত্তর আমেরিকা অফিস

পুলিশ কলোরাডো রাজ্যের একটি বাড়ি থেকে ১১৫টি গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে । ওই বাড়িটি শেষকৃত্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান 'রিটার্ন টু ন্যাচার ফিউনেরাল হোম' এর। এই প্রতিষ্ঠানটি শেষকৃত্যের আগে মরদেহ সংক্ষণ করে থাকে এবং এটি পরিবেশবান্ধব কবর দেয়ার সেবা দেয়।

৬ অক্টোবর শুক্রবার কলোরাডো রাজ্যের ফ্রেমন্ট কাউন্টি শেরিফ অ্যালেন কুপার সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'পেনরোজ শহরের দ্য রিটার্ন টু ন্যাচার নামের প্রতিষ্ঠানটি কোনো অনিয়ম করেছে কি না, তা তদন্ত করা হচ্ছে।'

পুলিশ জানায়, স্থানীয়রা দুর্গন্ধ পেয়ে অভিযোগ করলে তারা তদন্ত শুরু করে।

এফবিআইয়ের মুখপাত্র ভিকি মিগোয়া জানান সেখানে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, সেটা উদ্ঘাটনের জন্য রাষ্ট্রীয় ও ফেডারেল পর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কলোরাডো রাজ্যের আইন অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাফন করা না হলে, এই ঘরগুলোতে মরদেহগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

পুলিশ জানায়, বাড়িটির মালিক জন হলফোর্ড মরদেহগুলোর অনুপযুক্তভাবে সংরক্ষণের বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে কর্তৃপক্ষ জানায়, সেখানকার জনগণের কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই।

রিটার্ন টু নেচার ফিউনারেল হোমের ওয়েবসাইটে পরিবেশবান্ধব দাফন বিষয়টি ব্যাখ্যা দিয়ে বলা আছে, 'চিরাচরিত উপায়ে কবরে ফিরে যাওয়া'। তারা কোনো প্রকার রাসায়নিক, ধাতু, কাফন বা অপ্রাকৃতিক উপকরণ ছাড়াই মরদেহ দাফন করে। তারা এ প্রক্রিয়াকে 'প্রাকৃতিক উপায়ে দাফন' করা বলে দাবি করে।

বাংলা বইমেলায় হুমায়ূনের লাউ ও ওয়াইনের গল্প শুনালেন জুয়েল আইচ

উত্তর আমেরিকা অফিস

৭ অক্টোবর, শনিবার, নিউ ইয়র্কের জামাইকা এলাকা হিমুময় হয়ে উঠেছিল। মেরি লুইস একাডেমি, জ্যামাইকায় রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র ও শোটাইম মিউজিকের ব্যানারে তুমুল উদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য বয়োজনে সম্পন্ন হওয়া ষষ্ঠ হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা - ২০২৩ এ বিশ্ব খ্যাত জাদূশিল্পী মুক্তিযোদ্ধা জুয়েল আইচ বলেছেন, মানুষ তাঁর স্বপনের সমান বড়, আশার সমান সুখী আর কাজের সমান সফল'। । তিনি বলেন, বিখ্যাত মানুষ দেখলেই সেলফোনে ছবি তোলার পরিবর্তে উল্লিখিত তিনটি অনুশীলন দ্বারা বরং নিজেই বিখ্যাত হওয়ার দিকে আমাদের সবাইকে মনোনিবেশ করতে হবে।

সকাল এগারোটায় উদ্বোধনের কথা থাকলেও তুমুল বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে বিকেল তিনটে থেকে শুরু হয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে। সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য আগেরদিন রাতেই নিউ ইয়র্ক এসে পৌঁছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, পূরবী বসু।

হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আর্ন্তজাতিক বাংলা বইমেলায় জাদুকর জুয়েল আইচ হুমায়ূনের ১৪ লাউ ও রশি লাগানো ৭ বোতল ওয়াইনের গল্প শোনালেন। তুলে ধরলেন, ৪২ রকমের মাছ দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ কিংবা ডিনার করানোর স্মৃতি। একটি দেয়ালের ব্যবধানে তাদের বাস হলেও বেলকুনিতে নানা খুনশুটির গল্পের শেষ নেই। এমনই নানা স্মৃতিচারন নিয়ে জুয়েল আইচ ঘন্টাব্যাপী হুমায়ুনের কথা বলছিলেন। মানবিকতা ও সরলতায় কালজয়ী পাঠকপ্রিয় লেখকের কথা বলতে বলতে তিনি আবেগ প্রবন হয়ে উঠছিলেন। প্রসংগক্রমে টেনে আনছিলেন অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদীর কথাও। যাদুকর অভিনেতা জুয়েল আইচ ফরিদীকে বিশ্বের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবে অবিহিত করেন। এ সময় হলের দর্শকরা করতালি দিয়ে তাকে সর্মথন করেন।

৭ সেপ্টেম্বর শো টাইমের আলমগীর খান আলমের আয়োজনে ও বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় জামাইকাস্থ 'দ্যা ম্যারি লুইস একাডেমি'তে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দিনভর বৃষ্টি আর প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও নিউইয়র্কে বসবাসরত ৫ শতাধিকেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি এতে বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন। আবহাওয়ার বৈরি ভাব দেখে হুমায়ুন মেলার অনেক অতিথিকে বলতে শোনা যায়, বৃষ্টি আর আলমকে ছাড়ছেই না। গেল বছরও হুমায়ুন মেলার দিন প্রচন্ড বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়া ছিল। এবারের মেলার প্রধান আর্কষন ছিলেন যাদু শিল্পী জুয়েল আইচ। রাত ১১টা অবধি তার সাথে প্যানেল আলোচনায় ছিলেন ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, পূরবী বসু ও মাজহারুল ইসলাম। গুণী ব্যক্তিত্ব জুয়েল আইচ তার গুরু গম্ভীর বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শ্রোতাদের কিছুটা হালকা করার জন্য যাদু দেখাচ্ছিলেন। আলোচনার শুরুতেই হল ভর্তি মানুষকে মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য দিয়ে আবেগ ও ধ্যানমগ্ন (সম্মেহিত) করে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যান। এরপর হুমায়ূন আহমেদের সাথে দীর্ঘ স্মৃতি চারণ করেন। মেলায় সংগঠক পর্য়ায়ের কর্মকর্তা শাহ ফাউন্ডেশনের শাহ জে চৌধুরী মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে বক্তব্য শুনছিলেন। এক সময় হয়তো তিনি অনুভব করেন, জুয়েল আইচের গলা শুকিয়ে আসছে। দৌড়ে গিয়ে পানির বোতল যাদুকরের হাতে তুলে দেন। এক ঢোক পানি মুখে নিয়ে জুয়েল আইচ 'চৌধুরী'কে অসংখ্য ধন্যবাদ দেন। এমনি নানা ঘটনা এবারের বাংলা বই মেলা ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত অধিকাংশ মানুষই উপস্থিত ছিলেন মেলায়। বাংলাদেশের ব্যাংক বীমা কিংবা সরকারি দয়া দাক্ষিণ্যে অর্থ উর্পাজনের হাতিয়ার হিসেবে বই মেলাকে ব্যবহারের চিত্রটি পরিলক্ষিত হয়নি। এইতো কয়েকদিন আগে ম্যানহাটনের একটি হোটেলে বাংলাদেশিদের ব্যবসায়ী ও মন্ত্রীদের এনে বানিজ্য সম্মেলনের নামে মহড়া অনুষ্ঠিত হলো। ৪৭ জন দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মেলায় কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি বানিজ্য করেছেন একজন সাহিত্য সংস্কৃতি সেবক ব্যবসায়ী। । হুমায়ূন মেলায় উপস্থিত একজন বাংলাদেশি বলেন, রাইটার্স ক্লাব ও শো টাইম মিউজিকের হুমায়ূন সম্মেলন ও বই মেলায় ম্যানহটানের বানিজ্য মেলার আদলে বানিজ্য এ মেলায় হয়নি। বৈরি আবহাওয়াতেও পরিচ্ছন্ন একটি সম্মেলন উপভোগ করলো প্রবাসীরা।

হামাস সেনাপ্রধানের বাবার বাড়িতে বোমা মারল ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজার আল ফুরকান পাড়ায় হামাসের ২০০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে ইসরায়েলের বিমান বাহিনী। আজ বুধবার সকালে এ হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফের বাবার বাড়িও ছিল। টাইমস অব ইসরায়েল এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী (আইডিএফ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছে, তারা গতকাল তৃতীয়বারের মতো এই এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে। এ নিয়ে ৪৫০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানল ইসরায়েলের বিমান বাহিনী।

গত ৭ অক্টোবর আকস্মিকভাবে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। পরে পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েল বাহিনী। সেই সংঘাত পঞ্চম দিনে গড়িয়েছে।

আইডিএফ জানিয়েছে, গত পাঁচ দিনের পাল্টাপাল্টি হামলায় ১ হাজারেরও বেশি ইসরায়েলি নিহত ও ২ হাজার ৮০০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। এখনও নিখোঁজ অথবা হামাসের হাতে বন্দী রয়েছেন ৫০ জন। অন্যদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বিমান হামলায় ৭৭০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে এবং আহত হয়েছেন অন্তত ৪ হাজার ফিলিস্তিনি। নিহতদের মধ্যে ১৪০ জন শিশু ও ১২০ জন নারী রয়েছেন।

কড়া জবাবের হুমকি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র যদি হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে তেল আবিবকে সহায়তা করে, তবে ওয়াশিংটনকে কড়া জবাব দেওয়া হবে। এমন হুমকি দিয়েছে ইরাক ও ইয়েমেনের একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠী। প্রয়োজনে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে হামলা চালানোর মাধ্যমে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ইরাক ও ইয়েমেন থেকে এই হুমকি এমন এক সময়ে এল, যখন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী রণতরিসহ অন্যান্য যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলে হামাসের হামলাকে 'স্পষ্ট শয়তানি কাজ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বাইডেন জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দ্রুত নিশ্চিত করতে কাজ করতে যাচ্ছে। এ সময় তিনি জানান, বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদসহ আয়রন ডোম আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ইসরায়েলকে দেওয়া হবে।

গত ৭ অক্টোবর সকালে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা শুরু করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। তারা মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে ইসরায়েলের দিকে ৫ হাজার মিসাইল ছোড়ে। একই সঙ্গে স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে দেশটিতে ঢুকে পড়েন হামাস যোদ্ধারা। ইসরায়েলও এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করে হামাসের বিরুদ্ধে।

যা হোক, যুদ্ধ এরই মধ্যে পঞ্চম দিনে গড়িয়েছে। ইসরায়েল গাজার ২ শতাধিক স্থানে হামলা চালিয়েছে। এই অবস্থায় ইরাকের সশস্ত্র সংগঠন কাতাইব হিজবুল্লাহ বা হিজবুল্লাহ ব্রিগেড, বদর অর্গানাইজেশন ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠন হুথি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছে। প্রসঙ্গত, এই তিনটি সংগঠনেরই ইরানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে কথিত রয়েছে।

ইরাকের হিজবুল্লাহ ব্রিগেড হুমকি দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সহায়তা দিলে তাঁরা ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ব্যবহার করে স্পেশাল ফোর্সের মাধ্যমে হামলা চালাবে। যুক্তরাষ্ট্র এর আগেও এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের স্থাপনায় হামলার অভিযোগ এনেছিল। উল্লেখ্য, বর্তমানে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের আড়াই হাজার ও সিরিয়ায় ৯০০ সেনা রয়ে গেছে।

এদিকে বদর অর্গানাইজেশনের নেতা হাজি আল-আমিরি বলেছেন, 'যদি তাঁরা (যুক্তরাষ্ট্র) ইসরায়েলকে সহায়তা করে, তবে আমরাও ইরাকে তাদের স্থাপনায় হামলাকে বৈধ বলে বিবেচনা করব।' উল্লেখ্য, বদর অর্গানাইজেশন ইরাকের রাষ্ট্রায়ত্ত আধাসামরিক বাহিনী পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সের অংশ।

মন্দার মধ্যেও দেশের প্রবৃদ্ধি অনেক ভালো: তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

বিশ্বব্যাপী চলমান মন্দার মধ্যেও প্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক ভালো বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ। বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশ সম্পাদক ফোরামের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী চলমান মন্দার মধ্যেও আমাদের প্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক ভালো। নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে অনেক কথা হয়, কিন্তু আসলে পৃথিবীর সব দেশে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। অবশ্যই নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে, সরকার চেষ্টা করছে নানা ধরনের প্রণোদনা দিয়ে টিসিবির মাধ্যমে ১ কোটি ফ্যামিলি কার্ড দিয়ে, ৫০ লাখ মানুষকে কম টাকায় চাল বিতরণ করে, আরও ১ কোটি মানুষকে নানা ধরনের খাদ্যশস্য বিতরণের মাধ্যমে কষ্ট লাঘবের। যে কারণে বাংলাদেশে হাহাকার নাই।’

বিচারপতিকে নিয়ে মন্তব্য: দিনাজপুর পৌর মেয়রের কারাদণ্ড

ঢাকা অফিস

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার রায় প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করার ঘটনায় দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলমকে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাঁকে লাখ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ রায় দেন।

জাহাঙ্গীর আলমকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দিনাজপুরের আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। অন্যাথায় তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত ৩ আগস্ট দিনাজপুর বিএনপি কার্যালয়ে দলের এক সভায় সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমকে নিয়ে ‘আপত্তিকর’ ও অশালীন মন্তব্য করেন মেয়র জাহাঙ্গীর আলম। বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মেয়রকে তলব করেন আপিল বিভাগ। এ ঘটনায় নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন জাহাঙ্গীর আলম।

খালেদা জিয়ার কিছু হলে গৃহযুদ্ধ দেখা দিতে পারে

আশঙ্কা গণতন্ত্র মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সরকার চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে কোনো খারাপ পরিণতি হলে এর দায় সরকারকেই নিতে হবে। এর ফলে দেশে গৃহযুদ্ধও দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।

মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে গণতন্ত্র মঞ্চ আয়োজিত একতরফা নির্বাচনের পাঁয়তারা, সম্ভাব্য বিপর্যয় ও জনগণের করণীয়—শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সাইফুল হক বলেন, ‘বেগম জিয়ার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে এর দায় আওয়ামী লীগ কোনোভাবে এড়াতে পারবে না। এ বিষয়ে তাদের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এটা তারা না করলে প্রতিহিংসার রাজনীতির দেয়াল আরও বাড়তে থাকবে। ফলে একটি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।’

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিরোধী দলকে মোকাবিলা করতে আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি নাই, তারা আছে মানুষ যেটা খায়। তাদের নৈতিক, রাজনৈতিক পরাজয় হয়েছে। দল হিসেবে তাদের যে মৃত্যু ঘটেছে তার জন্য ওবায়দুল কাদের ও তথ্যমন্ত্রীর গত তিন মাসের কথাই স্পষ্ট।

সরকার এখন তাদের অধীনে নির্বাচন হবে এটাও জোর গলায় বলতে পারছে না জানিয়ে তিনি বলেন, বিদেশ সফর শেষে দেশে এসে তলে তলে আপসের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কিছু বলেননি। সংবাদ সম্মেলনে তার যে রাগ ক্ষোভ অভিমান প্রকাশ পেয়েছে তাতে এই সফর যে কোনো কাজে লাগেনি সেটা বোঝা গেছে। তাদের অধীনে আগামী নির্বাচন হবে সেটাও জোর দিয়ে তারা আর বলতে পারছে না।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, তফসিল ঘোষণার পাঁয়তারা থেকে বের হয়ে সংসদের শেষ অধিবেশনে নির্দলীয় সরকারের বিধান করে সম্মানে বিদায় নিতে পারেন। সবকিছু উপেক্ষা করে যদি একতরফা নির্বাচনের পথে যান তাহলে বাংলাদেশের জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নামবে।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির সহসভাপতি তানিয়া রব, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ূম প্রমুখ।

রাতে গ্রেপ্তারের পর

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। তিনি কাঁদতে থাকেন। এ পর্যায়ে শহীদ উদ্দীন আদালতকে আরও বলেন, ‘কারও গায়ে হাত তোলার অধিকার কি পুলিশের আছে? আমার ওপর অত্যাচার করেছে পুলিশ। চোর–ডাকাতকেও তো মানুষ এভাবে মারতে পারে না।’

তবে ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. পারভেজ ইসলাম বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দিন চৌধুরীকে মারধর করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । ওসি জানান, বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। তাঁকে বাসার তালা ভেঙে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১০ অক্টোবর মঙ্গলবার মধ্যরাতে ধানমন্ডি থেকে গ্রেপ্তারের পর ১১ অক্টোবর বুধবার বেলা দুইটায় বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দীন চৌধুরীকে ঢাকার আদালতে হাজির করে পুলিশ। তখন থেকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের সামনে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানায় ঘণ্টাখানেক অবস্থানের পর কড়া পুলিশ পাহারায় শহীদ উদ্দীন চৌধুরীকে আদালতের এজলাসে তোলা হয়।

শহীদ উদ্দীনকে কেন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত, তার পক্ষে যুক্তি আদালতের কাছে তুলে ধরেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ধানমন্ডি থানার এসআই শহীদি হাসান। ওই পুলিশ কর্মকর্তা আদালতকে বলেন, গত ২৩ মে রাজধানীর সিটি কলেজের সামনে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১০ থেকে ১৫ হাজার নেতা–কর্মী পদযাত্রার সমাপনী বক্তব্য শেষে চলে যাওয়ার সময় নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আসামি শহীদ উদ্দীন। তাঁর মদদে বিএনপির নেতা–কর্মীরা দেশীয় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ করেন, ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটান, গাড়ি ভাঙচুর করেন। পরে শহীদ উদ্দীনকে রিমান্ডে নেওয়ার পক্ষে আরও যুক্তি তুলে ধরেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আবদুল্লাহ আবু।

অন্যদিকে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরীর আইনজীবীরা। তাঁর আইনজীবী মোসলে উদ্দিন আদালতকে বলেন, বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দীন দুবার সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি অসুস্থ। বাইপাস সার্জারির রোগী। মামলায় রিমান্ডে নেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাঁর আরেক আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী আদালতকে বলেন, বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দীন তো পালিয়ে বেড়ান না। কেন তাঁর বাসায় মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে দরজা ভেঙে গ্রেপ্তার করা হলো? রাজনীতি করা কি কোনো অপরাধ? বাসার দরজা ভেঙে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে পিপি আবদুল্লাহ আবু আদালতকে বলেন, ‘বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দীন চৌধুরীকে কোনো ধরনের নির্যাতন করেনি পুলিশ। তাঁকে নির্যাতন করার অভিযোগ সত্য নয়।’ তবে শহীদ উদ্দীন চৌধুরী আদালতের কাছে তাঁর ওপর পুলিশের নির্যাতনের ওই বিবরণ দিয়েছেন।

দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে ধানমন্ডি থানার এই মামলায় শহীদ উদ্দীন চৌধুরীর চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আদালতের সামনে শহীদ উদ্দীনের মুক্তির দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

নারগিস, এক অদম্য প্রাণশক্তির

শেষ পৃষ্ঠার পর

নারগিস। সেখানে তিনি পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। কলেজে পড়াকালেই তিনি সমতা এবং নারীর অধিকারের পক্ষে একজন বলিষ্ঠ কর্মী হয়ে ওঠেন। পড়াশোনা শেষ করার পরে তিনি প্রকৌশলী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ডিপ্লোমা ডিগ্রি নিয়ে প্রকৌশলী হিসেবেই কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সংস্কার-মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রের জন্য কলামও লিখেছিলেন।

২০০৩ সালে তিনি তেহরানের ডিফেন্ডারস অব হিউম্যান রাইটস সেন্টারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এটি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিরিন এবাদির প্রতিষ্ঠা করা একটি সংস্থা। ২০১১ সালে নারগিসকে প্রথমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সময়ে কারাবন্দী মানবাধিকারকর্মী ও তাঁদের পরিবারকে সহায়তা করার প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে বহু বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

২০১৩ সালে জামিন পাওয়ার পর নারগিস মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ২০১৫ সালে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারাগারে থাকাকালে তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের, বিশেষ করে নারীর বিরুদ্ধে সরকারের পদ্ধতিগত নির্যাতন এবং যৌন হেনস্তার বিরোধিতা করেন।

গত বছর ইরানি নীতি পুলিশের হেফাজতে কুর্দি যুবতী মাহশা আমিনির মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পরই তিনি বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানান এবং তাঁর সহবন্দীদের সংগঠিত করেন। তাঁর এই কাজের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয় কারাগার কর্তৃপক্ষ। নারগিসের ফোনে কথা বলা এবং ভিজিটরের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করা হয়েছিল। তবু তিনি জেল থেকে একটি নিবন্ধ পাচার করতে সক্ষম হন, যা নিউইয়র্ক টাইমস প্রকাশ করেছিল মাহশা আমিনির হত্যার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে।

তিনি গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। একই সঙ্গে নারীর অধিকার আদায় ও নারীমুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার ব্রত নিয়েছেন। তাই তো তিনি অজস্রবার আটক হয়েছেন। সব মিলিয়ে ৩১ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত। তাঁকে দোররা মারা হয়েছিল ১৫৪ বার। তিনি স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁরা প্রবাসী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

২০২২-এ ইরানের হিজাববিরোধী গণ-আন্দোলন দাঁড়িয়ে ছিল তিনটি শব্দের ওপরে। তা হলো, ‘নারী-জীবন-স্বাধীনতা’। নারগিস মোহাম্মদির সারা জীবনের কাজের বিষয়বস্তুও ছিল তা-ই।

এবার নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভের পর নারগিস মোহাম্মদি লিখেছেন, তিনি জেলখানার জানালা দিয়ে তেহরানের উত্তর দিকের পাহাড়ের গায়ে গাছ ও ফুলদের দেখেন। ওই জানালার ফাঁকটুকুই তাঁর বিশ্ব। মুক্ত এক ইরানের কথা ভাবার জন্য ওই দৃশ্যটিই সম্বল। তিনি বলেন, ‘আরও শাস্তি দিক ওরা আমাকে, আরও কেড়ে নিক আমার স্বাধীনতা, তত আমি হয়ে উঠব আরও বেশি বদ্ধপরিকর। গণতন্ত্র আনতেই হবে ইরানে। স্বাধীনতা চাই ইরানে।’

নারগিসের পুরস্কারপ্রাপ্তি কয়েক বছর ধরে নারী অধিকারের পক্ষে সংগঠিত প্রতিবাদ ও সরকারপক্ষের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যোগ্য প্রত্যুত্তর। লন্ডনে বসবাসকারী ইরানি সাংবাদিক মারিয়াম ফুমামি, ‘এক্স’-এ (টুইটার) লিখেছেন, ‘এ জয় আমাদেরই জয়।’ জেলখানার বাইরে আর ভেতরে, অজস্র মৃতের কবরখানায় নারগিসের নাম অনুরণিত হচ্ছে। যে লড়াই চলছে আমাদের সবার, ইরানের মেয়েদের, তারই যেন একটা স্বীকৃতি মিলল নারগিসের জয়ে। পৃথিবী ইরানের ভেতরের গণ-আন্দোলনের কণ্ঠস্বর নতুন করে শুনতে পেল।

একজন সাংবাদিককে সত্য প্রকাশে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সভাপতি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। গত বৃহস্পতিবার ৫ অক্টোবর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার ‘টক অফ দ্য উইক” অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুর রহমান। সাংবাদিক হিসাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি কথা বলেছেন আমেরিকার সাংবাদিকতার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রবাসের সাংবাদিকতা সম্পর্কে এবং সম্প্রতি সাংবাদিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে মাহফুজুর রহমান বলেন, “সাংবাদিকতা একটা পেশা, অন্যান্য পেশার মতোই একজন সাংবাদিকতার এই পেশাকে ধারন করেন, তার জীবিকা চালান। কিন্তু আমেরিকায় নিউইয়র্কে বাঙ্গালি সাংবাদিকতার বিকাশ ও প্রসার সেইভাবে উন্নীত হয়নি। বাঙ্গালি সাংবাদিকতা এখনো পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। চার দশকের বেশী সময় ধরে নিউইয়র্কে পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে, কয়েকটি টীভি চ্যানেল আছে, তারপরেও সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই কারণে এর থেকে জীবিকা নির্বাহের পরিস্থিতিও তৈরি হয়নি। নব্বই দশকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এটা পেশা হিসাবে গড়ে ওঠার একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ২০০৮ আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পত্রিকার প্রকাশনার জন্যে যথেষ্ট অর্থের সংকুলান হয়নি যার ফলে কর্মচারী এবং সাংবাদিক ছাটাই করতে হয়েছিল। আমেরিকায় সাংবাদিকরাই সংবাদপত্রের মালিক, নিজেরা সেখানে সাংবাদিকতা করছেন এবং একসাথে সংবাদপত্রের ব্যাবসাও করছেন। ফলে সাংবাদিকতা ঠিকমতো হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক আমেরিকায় বিশেষ করে নিউইয়র্কে এসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্য কাজে নিয়োগ থেকেও পাশাপাশি সাংবাদিকতাকে সৌখিনতার বশে বা আত্মপরিচয় বজায় রাখার জন্যে তারা

সাংবাদিকতা করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যমে সাংবাদিকতাকে তারা পার্টটাইম পেশা হিসাবে পালন করছেন। এদের সিংহভাগই তেমন কোন পারিশ্রমিক পান না। বর্তমান সময়ে নিউইয়র্কে প্রচুর বাঙালি সাংবাদিক বাস করছেন কিন্তু তারা বেশীর ভাগই পেশায় সাংবাদিক নন। তারা ভালোবেসে নিজের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখার জন্যে এই সাংবাদিকতায় রয়েছেন। আমি মনে করি বাংলাদেশের শক্তিশালী মিডিয়ার উচিত তাদেরকে সঠিকভাবে মুল্যায়ন করে যথাযথ পারিশ্রমিক ও আর্থিক সুবিধা দেয়া উচিত।“

বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাংলা সাংবাদিকতার সাথে আমেরিকার সংবাদ মিডিয়া তুলনা করে মাহফুজুর রহমান আরো জানান, আমেরিকায় কিংবা নিউইয়র্কে বাংলাদেশি সাংবাদিকদ কিংবা সংবাদ মাধ্যম এখনও একটা শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের বাইরে গ্রেট ব্রিটেনে বাংলাদেশীরা সবচাইতে শক্তিশালী মিডিয়া গড়ে তুলেছে। শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটি নয়, তারা ইংল্যান্ডের মূল ধারার সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখার কারনেই বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক ভাবে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে মেয়র থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট মেম্বারের মতো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে বাঙ্গালীরা অধিষ্ঠিত, তাই বাঙালি গণমাধ্যম সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। ইংল্যান্ডের বাঙ্গালি কমিউনিটি আর্থিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ, তারা বাংলা গণমাধ্যমকে সমর্থনের মাধ্যমে কমিউনিটিকে আরো এগিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। সেই তুলনায় আমেরিকার বাংলা মিডিয়া আঁতুড় ঘরে পড়ে রয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে ধুঁকে ধুঁকে পরিচালিত হচ্ছে। নতুন নতুন অনেক মিডিয়া তৈরি হলেও বহু মিডিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী মিডিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটছে না, অর্থের অভাবে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় চলে যাচ্ছে।“

আমেরিকার বর্তমান বাংলা মিডিয়া সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করে মাহফুজুর রমান বলেন, “সত্যি কথা বলতে কি এখানে সাংবাদিকতার কোন পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। আমাদের কমিউনিটিতে সাংবাদিকতার কোন মুল্যায়ন নেই, সংবাদপত্রে বিনিয়োগ করার মতো খুব বেশী ব্যাবসায়ীও নেই। তবে আমি আশাবাদী এই ভেবে যে কিছু ব্যাবসায়ী সম্প্রতি সংবাদপত্রে বিনিয়োগ শুরু করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার বিকাশ দেখতে পারবো বলে আশা রাখছি।'

প্রবাসের সাংবাদিকতা ও মুক্ত চিন্তা প্রকাশে আমরা কি কোন সীমা অতিক্রম করছি বলে মনে করেন? আমরা কি পেশাদারিত্বের মধ্য থেকে এইসব বিষয়ে চর্চা করতে পারছি? -এসব প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রফেশনাল জার্নালিস্টের কিছু নীতিশাস্ত্রের কোড আছে বলে মনে করেন মাহফুজুর রহমান। সত্য ও নির্ভুলতা, স্বাধীনতা, ন্যায্যতা এবং নিরপেক্ষতা, মানবতা এবং জবাবদিহিতা, যা নৈতিক আচরণের নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার হয়। সাংবাদিকতার পেশায় ঘৃণা বিদ্বেষ প্রচার বা অতিমাত্রায় তোষামদি সম্পর্কে মতামত জানিয়ে তিনি বলেন, “সাংবাদিকতার মধ্যে কোন বিদ্বেষ থাকার সুযোগ নেই, তাদের শত্রু বা বন্ধু থাকতে পারে না। তোষামদি বা চাটুকারিতা করা উচিত নয়, এতে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। একজন বিজ্ঞাপণদাতার কাছে এতো দায়বদ্ধ থাকা উচিত নয় যে বিজ্ঞাপণদাতার নির্দেশে সংবাদ লিখতে হবে, এটা খুব লজ্জাজনক। কোভিড পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোর আর্থিক সংকটের সুযোগ নিয়ে কিছু বিজ্ঞাপনদাতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা সংবাদ মাধ্যমকে আরো বেশী নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছে। তাদের বিজ্ঞাপণের অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছা মতো তাদের বন্দনায় বাধ্য করছে। যা কারণে আমেরিকার বাংলাদেশীদের মধ্যে সংবাদ পড়ায় অনীহা দেখা দিচ্ছে।“

মাহফুজুর রহমান জানান, আজকাল ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে সংবাদ মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। এতে করে পাঠক ও দর্শকদের মতামত দ্রুত জানা সম্ভব হচ্ছে, আগামীতে আরো ব্যাপকভাবে মানুষকে সচেতন করবে। সচেতনতার মাধ্যমে সমাজকে আরো উন্নীত করবে ভবিষ্যতে। এভাবেই মতামত প্রকাশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন আর কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

ফেন্টানাইল থেকে আমাদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

কলামে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, আমরা সকলেই জানি ফেন্টানাইল আমাদের সন্তানদের জন্য এবং কমিউনিটির জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।ফেন্টানাইল একটি সিন্থেটিক ওপিওড, যা হেরোইনের চেয়ে ৫০ গুণ বেশি এবং মরফিনের চেয়ে ১০০গুণ বেশি শক্তিশালী। এটি সস্তা এবং সর্বত্রই পাওয়া যায়, তবে এটি খুব বিপজ্জনক বলে তিনি বলেছেন। আর একারণেই নির্ভরতা বাড়াতে মাদক ব্যবসায়ীরা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বেআইনি ওষুধের সাথে ফেন্টানাইল মিশিয়ে দিচ্ছে এবং ব্যবসা করছে বলে জানান মেয়র অ্যাডামস। তিনি বলেন, ২০২২ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে ৩০০০জনের বেশি মানুষ এটি অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করেছে। ৮১ শতাংশ মাদকের ওভার ডোজেরমৃত্যুর মধ্যে, ফেন্টানাইল সনাক্ত করা হয়েছে। একটি ডে কেয়ার সেন্টারে ফেন্টানাইলের সংস্পর্শে আসার পরে মারা যাওয়া শিশু নিকোলাস ডোমিনিচির কথা

স্মরণ করে তিনি বলেন, ঘটনাটি মর্মান্তিক এবং হৃদয়বিদারক ছিল। তিনি বলেন, এই ঘটনাটিই মূলত আমাদের সতর্ক করেছিল যে, আমাদের এই জরুরি অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

অ্যাডামস বলেন, গত সপ্তাহে আমরা ফেন্টানাইল সংকটের উপর দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। এটি ফেন্টানাইল ওভারডোজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাতীয় কৌশলের দিকে কাজ করতে সারা দেশ থেকে নির্বাচিত নেতা, জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং আইন প্রয়োগকারী পেশাদারদের নিউইয়র্ক সিটিতে একত্রিত করা হয়েছিল। শীর্ষ সম্মেলনে লস এঞ্জেলেস, ফিলাডেলফিয়া, নিউ অরলিন্স, লারেডো, নিউ হ্যাভেন, অস্টিন, ডালাস, সেন্ট লুইস, ওয়াশিংটন ডিসি, পোর্টল্যান্ড, সানদিয়েগো, আটলান্টা সহ দেশের উল্লেখ যোগ্য শহুরে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মেয়র বলেন, কুলিং, প্রয়োজনীয়তা, সচেতনা, প্রত্যাশা, এবং চিকিৎসা সহ - আমরা জরুরি অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। দুই দিনের বিভিন্ন পদ্ধতির মিটিং জুড়ে, আমরা কার্যকর ধারনা বিনিময় করেছি। মিউনিসিপালিটিস মডেলগুলি থেকে শিখতে পেরেছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য এবংজন নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মোকাবেলা করার জন্য ব্যাপক কৌশল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি।

অ্যাডামস জানান, নিউইয়র্ক সিটি ইতোমধ্যেই ফেন্টানাইল সংকট মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। যার ফলে একাধিক মাদক ব্যবসায়ী এবং পাচারকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অ্যাডামস্ প্রশাসন 'নিউইয়র্কসিটি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল হাইজিন' এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে ক্ষতি কমানোর পদ্ধতিগুলিকে সমর্থন করার জন্য কার্যকরভাবে কাজ করছে। শহরব্যাপী প্রতিরোধ, পদার্থ ব্যবহার ব্যাধির চিকিৎসা এবং পুনরুদ্ধার প্রোগ্রামের জন্য প্রশাসনের সহায়তা প্রসারিত করেছেন বলে জানান মেয়র অ্যাডামস। তিনি বলেন, আমরা ৭৭ হাজার নালক্সোন কিট এবং বিপুলসংখ্যক ফেন্টানাইল এবং জাইলাজিন টেস্ট স্ট্রিপ বিতরণ করেছি।আমরা একইভাবে প্রয়োজনীয় বিবেচনার কর্মক্ষেত্র, ট্রমাসেন্টার, পুনরুদ্ধার, পুনরুত্থান, এবং নিঃস্ব প্রচেষ্টা সেটিংগুলিতে নালক্সোন-কে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছি।

কনফারেন্সের পরে, উপস্থিতরা বর্তমান ফেন্টানাইল সমস্যা মোকাবেলার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের বিষয়ে একমত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে: একটি মাল্টি সিটি টাস্ক ফোর্স গঠন। যা বছর শেষ হওয়ার আগে পুনরায় মিলিত হবে, জাতীয় সর্বোত্তম অনুশীলন এবং সুযোগের রূপরেখা দিয়ে একটি বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। ল্যাব এবং ওভারডোজ ডেটার সাথে সঠিক এবং তাৎক্ষণিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে জাতীয় স্তরে ডেটা ভাগ করে নেওয়ার সম্প্রসারণ করা হবে। শহর-স্টেট এবং ফেডারেল তহবিল সনাক্তকরণ ও সুরক্ষা এবং অতিরিক্ত মাত্রায় মৃত্যু প্রতিরোধ এবং জীবন বাঁচানোর জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। মাদকের অপব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত আচরণগত গতিশীলতা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য সম্প্রদায়ের আউটরিচ কৌশলগুলির বিকাশকরা হবে। আসক্তি ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যাতে যারা আসক্তিতে ভুগছেন তারা শেষ মুহূর্তের আগেই সহায়তা পেতে পারেন।

অ্যাডামস্ বলেন, পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে যা ঘটেছিল তা আমাদের শিশু এবং পরিবারের সাথে ঘটতে দিতে পারি না।১৯৬০-এর দশকে হেরোইনের মহামারী এবং ১৯৮০-এর দশকে কোকেন ক্র্যাক করার জন্য যে ভুলগুলি করা হয়েছিল আমরা তার পুনরাবৃত্তি করতে পারি না। তাই শহরে ফেন্টানাইলের প্রবাহ বন্ধ করতে এবং নিউ ইয়র্কবাসী সহ সমস্ত আমেরিকানদের এই বিপজ্জনক ড্রাগ থেকে রক্ষা করতে আমরা নতুন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই শীর্ষ সম্মেলনে একত্রিত হয়েছি।

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অস্ত্রের বহর পৌঁছাল ইসরায়েলে

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হামাস-ইসরায়েল সংঘাতের পর প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রের চালান প্রবেশ করল ইসরায়েলে। দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) আজ বুধবার এ কথা জানিয়েছে।

সিএনএনের লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন অস্ত্র বহনকারী প্রথম বিমানটি গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে দক্ষিণ ইসরায়েলের নেভাটিম এয়ারবেসে পৌঁছেছে।

আইডিএফ তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে বলেছে, 'যুদ্ধের সময় আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা একটি মূল অংশ।'

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চালান প্রবেশের আগমনের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এক্সে তারা বলেছে, সরঞ্জামগুলো ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিওপিপি (উৎপাদন ও সংগ্রহ বিভাগ), ইউএস প্রকিউরমেন্ট মিশন, আন্তর্জাতিক পরিবহন ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ইসরায়েলে আনা হয়েছে।

হামাসের হামলায় তাৎক্ষণিক সাড়া দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত শনিবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন। ফোনে তিনি ইসরায়েলের প্রতি তাঁর দেশের অব্যাহত সমর্থন প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় বেডরুম নভেম্বর মাস হতে ভাড়া হবে। একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী যোগাযোগ করতে পারেন। 347-656-0360

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ :929-321-3450

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ এবং ২০৫ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম ১জন অধূমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ অতি কাছে। সাবওয়ে, বাস এবং গাড়ি পার্কিং এর আছে। 718-413-5088

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রীট এবং ১৩ এভিনিউ, কুইন ভিলেজ-এ নিরি- বিলি পরিবেশে ২ বেডরুমের ইট-ইন কিচেন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন রিনোভেটেড। যোগাযোগ: 917-617-1414.

বেসমেন্ট ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৮৮ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোটো ২ ব্লকের মধ্যে Q3 বাস। ১৭৯ স্ট্রিটে F ট্রেন ৫ মিনিট । শুধু মাত্র ব্যাচেলার দের জন্য। যোগাযোগ: 929-712-2065/ 929-602-5404

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

183-42 Ar- cade Ave. Saint Albans, Q-83 and Q-3 Bus সংলগ্ন একটি ১ বেডরুম, কিচেন, ১ বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-421-9451, 516-430-3221.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

165 st and liberty ave, Jamaica. Close to Subway (7 min) and bus (1min) station. সম্পূর্ন নতুন 2 master বেডরুম এবং লিভিং রুম সাথে ডাইনিংয়ের জায়গা। Ready to move Contact: 929-485-5608.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - মান্নান গ্রোসারী, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটে দু রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 347-259-2954,

বেসমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম, বড় লিভিং এবং কিচেন। সেমিবেসমেন্টে ফ্যামিলি আবশ্যক। নভেম্বর ১ তারিখ থেকে। হিলসাইড থেকে ৮/৯ ব্লক এবং কিউ- ৩ বাস বাসার সামনে। জ্যামাইকা Farmers Blvd. and 104 Ave. যোগাযোগঃ 917-582- 4293.

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই । +8801644971287
(WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

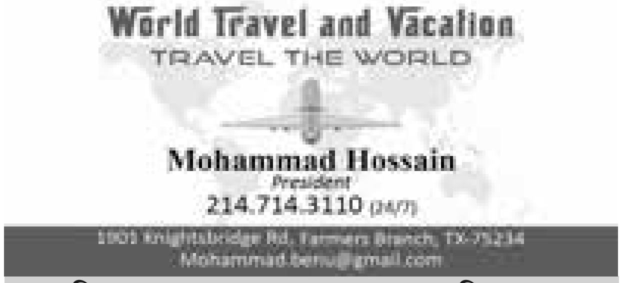

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগঃ 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

লায়ন্স ক্লাবের দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

২ অক্টোবর সোমবার লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসে দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরন করা হয়। নবান্ন রেষ্টুরেন্ট ও ডাইভার্সিটি প্লাজার সামনে ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে ক্লাব কর্মকর্তারা খাদ্য বিতরন করেন।

নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে খাদ্য বিতরন শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি ও আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ এবং সাধারন সম্পাদক জেএফএম রাসেল। শাহ নেওয়াজ বলেন, দুস্থ ও ক্ষুধার্ত মানুষের কল্যানে লায়ন্স ক্লাব বিশ্বব্যাপী কাজ করে আসছে।

নিউইয়র্কেও মানবতার সেবায় লায়ন্স ক্লাব এগিয়ে এসেছে। ক্লাব সদস্যদের অর্থায়নে দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার দেয়া হচ্ছে। শীতেও তাদের হাতে গরম কাপড় তুলে দেওয়া হয়। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাব এই ধরনের সেবা প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখবে।

খাদ্য বিতরন অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাব কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন

> নিউইয়র্কেও মানবতার সেবায় লায়ন্স ক্লাব এগিয়ে এসেছে। ক্লাব সদস্যদের অর্থায়নে দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার দেয়া হচ্ছে। শীতেও তাদের হাতে গরম কাপড় তুলে দেওয়া হয়।

ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান, ডাইরেক্টর রানো নেওয়াজ,সাবেক সভাপতি আসিফ বারী টুটুল, ফুড ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির আহবায়ক ফিম রকি, সদস্য সচিব গোলাম এন হায়দার মুকুট, ক্লাবের ডাইরেক্টর ফাহাদ সোলায়মান, সাবেক সভাপতি মতিউর রহমান, সহসভাপতি একেএম রশীদ, নুরুল আজিম, সাবেক সভাপতি মোহামদ সাইয়িদ, সাবেক সাধারন সম্পাদক গোলাম জিলানী, কোষাধ্যক্ষ মর্শ্উির রহমান মজুমদার, মাসুদ রানা তপন, আবু বকর সিদ্দিক, এএসএম উদ্দীন পিন্টু, আহমেদ সোহেল, লিটু এনাম, আব্দুর রশীদ বাবু, মোস্তফা অনিক রাজ ও মাইনুদ্দিন পিন্টু।

ইউরোপ-আমেরিকায় বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে ডেঙ্গু: ডব্লিউএইচও

ঢাকা ডেস্ক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে যে চলতি দশকেই ডেঙ্গু রোগ ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার নতুন নতুন অংশে ‘বড় এক হুমকি’ হয়ে দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সংস্থাটির প্রধান বিজ্ঞানী ও সংক্রামক রোগবিশেষজ্ঞ জেরমি ফারার।

এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় এত দিন ধরে কেবল ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছিল। নতুন করে ইউরোপ ও আমেরিকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব শুরুর কারণ হিসেবে তাপমাত্রা বাড়ার কথা বলছেন জেরমি ফারার। তিনি বলেছেন, উষ্ণ আবহাওয়া ডেঙ্গুবাহী এডিস মশার বংশবিস্তারে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া হিসাবে, ডেঙ্গুতে প্রতিবছর আনুমানিক ২০ হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ গুণ বেড়েছে। এর বড় কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা। এ ছাড়া নগরায়ণকে অন্যতম কারণ বলছেন তাঁরা।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত অনেক রোগীর বিষয়ে জানা যায় না। ফলে হিসাবের মধ্যে আসেন না তাঁরা। বিভিন্ন দেশের সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, গত বছর বিশ্বে ৪২ লাখ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জনস্বাস্থ্যবিদেরা সতর্ক করে বলছেন, এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশ এই বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ চলছে । ২০২৩ সালেট প্রথম ৯ মাসে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হাজার ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশে এর আগে কখনো ডেঙ্গুর এতটা প্রকোপ দেখা যায়নি।

কুড়িগ্রামে রাদাপদ রায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে সাংস্কৃতিক সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

লালন পরিষদ ইউএসএ নিউইয়র্কে দুটি পৃথক সাংস্কৃতিক সমাবেশ করেছে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার ‘স্বভাবকবি’ খ্যাত রাধাপদ রায়ের (৮০) ওপর হামলার ঘটনায়।

রাধাপদ রায়ের ওপর হামলার ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততম সময়ে সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় নেওয়া এবং ভবিষ্যতে সংস্কৃতিসেবীদের যাতে আক্রমণ না করা হয়, বাংলাদেশ সরকারের কাছে সমাবেশ থেকে এই দাবী জানানো হয়।

৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় প্রথম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায়। পরের সমাবেশটি হয় জ্যামাইকায় ১৬৮ হিল সাইড এভিনিউতে।

সংগঠনের সভাপতি এম হামিদের সভাপতিত্বে দুটি প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত রথীন্দ্রনাথ রায়, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ, লেখক বেলাল বেগ, উদীচীর সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস,বাউল শিল্পী তাজুল ইমাম, মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মিথুন আহমেদ, একুশের চেতনা পরিষদের ওবায়দুল্লা মামুন, মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবলু, নাট্যকর্মী খায়রুল ইসলাম পাখী , লেখক মনিজা রহমান,রাজনীতিক জাকির হোসেন বাচ্চু , শিল্পীকলা একাডেমীর সভাপতি মনিকা রায়, গাইবান্ধা সোসাইটির অর্থ সম্পাদক দীলিপ মোদক, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদেও নবেন্দু বিকাশ দত্ত, সাংস্কৃতিক কর্মী মিনহাজ আহমেদ শাম্মু , কবি ফকির ইলিয়াস,সমাজকর্মী ঝর্না চৌধুরী লেখক বেনজীর সিকদার ,সাংবাদিক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন,পলাশ সাহা, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির স্বীকৃতি বড়ুয়া,জাসদ নেতা নুরে আলম গেদু, আসলাম খান, আল্পনা গুহ, সাংবাদিক সাহাব উদ্দিন সাগর,কণ্ঠশিল্পী শাহ্ মাহবুব, বাংলাদেশ

ক্লাবের সভাপতি নুরুল আমিন বাবু, সাংবাদিক পিনাকী তালুকদার, চিত্রশিল্পীজাহেদ শরীফ, প্রগ্রোসিভ ফোরামের হিরো চৌধুরী,সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংস্কৃতিক কর্মী গাপাল স্যানাল।

রাধাপদ রায়ের উপর নগ্ন হামলার তীব্র নিন্দা করে সমাবেশে বক্তরা বলেন, বাংলাদেশের একজন কবির ওপর নির্যাতনের ঘটনায় আমরা লজ্জিত, বিব্রত ও ব্যথিত। তারা বলেন, ‘রাধাপদ রায়কে নির্যাতনের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও সংস্কৃতিজনের ওপর হামলা নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

ইতালিতে প্রদর্শিত হলো বাংলা ছবি সুজন মাঝি

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় বাংলা ছবি "সুজন মাঝি" ইতালিতে প্রদর্শিত হয়েছে। ইতালির রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব আবু সাঈদ খানের প্রযোজনায় এবং দেলোয়ার জাহান ঝন্টু পরিচালত এই ছবিটি দেখতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

একেবারেই গ্রামীণ পটভূমির আঁধারে নির্মিত পরিবার পরিজন নিয়ে দেখার মতো এই ছবি। বললেন প্রযোজক আবু সাঈদ খান।

প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা কাটিয়ে নির্মল আনন্দ পেতেই ছবিটা দেখতে আসা বললেন উপস্থিত প্রবাসীরা।

তবে আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের গৌরব ও বিজয়ের ইতিহাস সম্বলিত মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা প্রদর্শনের আহবান জানান অনেকেই।

রাজধানী রোমের ব্রোডওয়ে সিনেমা হলে এই সময় উপস্থিত ছিলেন ইতালি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নজরুল ইসলাম মাঝি, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম প্রধান, বাংলাদেশ বাংকার সমিতির সভাপতি আফতাব বেপারি সহ বিভিন্ন সামাজিক, আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক এবং সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই।
এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনামে ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Atending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
TREATMENT / SERVICES
COMPLETE PHYSICAL
HIGH BLOOD PRESSURE
SCHOOL /JOB PHYSICAL
HIGH CHOLESTEROL
TLC
ASTHMA
VACCINATION
SKIN PROBLEM
DIABETES
EKG
Please call for Appointment
At# 917-503-5002

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm
Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

Convenience Store
জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide contructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work cashier sales, general help
Restaurant and more
Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

এরিক শেফলারের সঙ্গে বিএএসজের মতবিনিময়

আটলান্টিক কাউন্টি

সুব্রত চৌধুরী

৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ এরিক শেফলারের সাথে বিএএসজে নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউর "বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার" এ অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায়

সভাপতিত্ব করেন বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল।

মতবিনিময় সভায় বিএএসজে সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, শামীম চৌধুরী, মোঃ শাহরিয়ার, পঞ্চম ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, মোঃ দুলাল, তৌহিদুল ইসলাম, গিয়াসউদদীন পাঠান , মোঃ দিদার, আব্দুর রহিম, মোকতাদির রহমান, বেলাল হোসেন, আফিয়া নাসরিন, বেলাল উদ্দীন, সাংবাদিক আবু নসর, মাসুদ চৌধুরী, সাংবাদিক মনিরুজামান মনির প্রমুখ সহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্হিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় আলোচকরা কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরিক শেফলারের সাথে আলোচনা করেন। শেরিফ এরিক শেফলার মনোযোগ সহকারে সবার মতামত শোনেন এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসির কর্মকান্ডে তাঁর সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।এছাড়া বাংলাদেশ কমিউনিটির সার্বিক কল্যাণে তাঁর নিরলস প্রচেষ্ঠা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উপস্হিত সুধীজনদের আশ্বস্ত করেন।

শেরিফ এরিক শেফলার আগামী সাত নভেম্বর, মংগলবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে তাঁকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার

কলোরাডো রাজ্যের একটি বাড়ি থেকে ১১৫ গলিত মরদেহ উদ্ধার

উত্তর আমেরিকা অফিস

পুলিশ কলোরাডো রাজ্যের একটি বাড়ি থেকে ১১৫টি গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে । ওই বাড়িটি শেষকৃত্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান 'রিটার্ন টু ন্যাচার ফিউনেরাল হোম' এর। এই প্রতিষ্ঠানটি শেষকৃত্যের আগে মরদেহ সংক্ষণ করে থাকে এবং এটি পরিবেশবান্ধব কবর দেয়ার সেবা দেয়।

৬ অক্টোবর শুক্রবার কলোরাডো রাজ্যের ফ্রেমন্ট কাউন্টি শেরিফ অ্যালেন কুপার সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'পেনরোজ শহরের দ্য রিটার্ন টু ন্যাচার নামের প্রতিষ্ঠানটি কোনো অনিয়ম করেছে কি না, তা তদন্ত করা হচ্ছে।'

পুলিশ জানায়, স্থানীয়রা দুর্গন্ধ পেয়ে অভিযোগ করলে তারা তদন্ত শুরু করে।

এফবিআইয়ের মুখপাত্র ভিকি মিগোয়া জানান সেখানে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, সেটা উদ্ঘাটনের জন্য রাষ্ট্রীয় ও ফেডারেল পর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কলোরাডো রাজ্যের আইন অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাফন করা না হলে, এই ঘরগুলোতে মরদেহগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

পুলিশ জানায়, বাড়িটির মালিক জন হলফোর্ড মরদেহগুলোর অনুপযুক্তভাবে সংরক্ষণের বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে কর্তৃপক্ষ জানায়, সেখানকার জনগণের কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই।

হাছন জানের রাজা ঘোর লাগা সন্ধ্যা

জাকির হোসেন

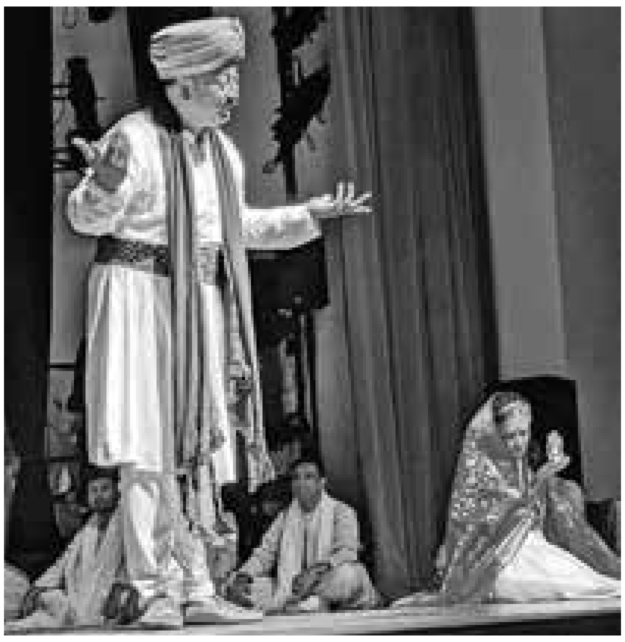

ঘোর লাগা সন্ধ্যাকে সেদিন উস্কে দিয়েছিলো "হাছন জানের রাজা"। পরিমিত সেট, পূর্ণিমা রাতের দেখার হাওরের ডিজিটাল রূপকল্প দর্শকদের কল্পনাকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায় যেখানে জমিদার হাছন রাজা পূর্ণিমা রাতে তার পিয়ারীর খোঁজে আজও মর্তলোকে নেমে আসেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

বিখ্যাত নাট্যকার শাকুর মজিদ এর অনবদ্য সংলাপ আর একতারার দলপতি শেখ মাওলা মিলন এর সাহসী পরিচালনায় "হাছন জানের রাজা" মিউজিক্যাল ড্রামার শো হয়ে গেল ১ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে। সন্ধ্যা ৬ টায় নাটক শুরুর কথা থাকলেও প্রারম্ভিক আনুষ্টানিকতার লৌকিক মোড়কে তা অনেকখানি পিছিয়ে যায় যা আরেকটু সংক্ষিপ্ত আকারে করা যেত।

শুরুতেই দলগত কোরিওগ্রাফির সাথে হাছন গীতির মন কাড়া পরিবেশনার সাথে পূর্ণিমা রাতের দেখার হাওরের নান্দনিক দৃশ্যকল্প নির্মাণ জানান দিয়ে দেয় একতারার দলগত শক্তিমত্তার কথা। আর আমরা যারা নাটকের মানুষ তারা ডুবে যাই শিল্পের এক পারলৌকিক ভুবনে যেখানে নাট্যকারের নাট্যভাষারীতির মুন্সীয়ানা এক অনন্য আবহ সৃষ্টি করে।

হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রামপাশা ও লক্ষনশ্রীর জমিদার ছিলেন। কিশোর বয়েসে অর্থ, বেহিসাবি সম্পদ আর ক্ষমতার দাপটে বেপরোয়া জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। একসময় তাঁর ভেতরের ভ্রান্তি ঘুচে যায়। পরিণত বয়সে তিনি ভিন্ন এক মানুষে পরিণত হয়ে যান। আধ্যাত্মিক এক জগতে তিনি ডুবে যান যেখানে তিনি নিজেকে অন্তিম সময়ে সমর্পণ করেছেন তার স্রষ্টার কাছে আর যার স্বরূপকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন পিয়ারীরূপে তার ধ্যানে তার গানে।

হাছন রাজার চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেন শেখ মাওলা মিলন। নিউইয়র্কের দর্শকগন অনেকদিন তার অভিনয় মনে রাখবে। অন্যান্য চরিত্রে আরও অভিনয় করেন শামীম চৌধুরী, আরিফুর রহমান স্বপন, মোহাম্মদ রাহমাতুল্লা, মীর দোজা, তিলক কুমার কর, হাসনাত সানি, আবু বকর সরকার, ছোটন বড়ুয়া, আফরিন ফেন্সি, আনিকা বড়ুয়া, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, ফাহমিদা হোসাইন, মোহাম্মদ আনোয়ার জামান, অহনাফুর রহমান, প্রজ্ঞা আহমেদ, সম্পদ পেরেরা, ও মুক্তা মেবেল রোজারিও।

সিডনিতে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মিছিলে চটেছেন অস্ট্রেলিয়ার নেতারা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের ভেতর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হামলার ঘটনার পর মুসলিমদের একটি গ্রুপের প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে ইহুদি-বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার সরকার ও বিরোধী দল ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াং নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার সমাজে ইহুদি-বিদ্বেষের কোনো জায়গা নেই।

প্রশ্ন উঠেছে, এদের মিছিল করার অনুমতি পুলিশ কেন দিয়েছে। পুলিশ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছে, মিছিলের অনুমতি দিলে তা নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়। ইহুদি-বিদ্বেষ ছড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ইসরায়েলিদের প্রতি সহানুভূতি সমর্থন জানাতে সোমবার রাতে সিডনির টাউন হল থেকে অপেরা হাউস পর্যন্ত আলোর রেখায় ইসরায়েলি নীল-সাদা পতাকায় মোড়ানো হয়। এর বিপরীতে ইসরায়েল থেকে সরকারি সমর্থন প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল বের করে 'প্রো-ফিলিস্তিনি অ্যাকশন গ্রুপ'। ওই মিছিলে ইসরায়েল ও ইহুদিদের উদ্দেশ্যে 'আপত্তিকর' স্লোগান তোলা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার সরকারি ও বিরোধী দলের নেতাদের প্রতিবাদের পর পুলিশ বলেছে, তারা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মিছিলের আয়োজক গ্রুপ বলেছে, ইসরায়েল ও ইহুদিবিরোধী স্লোগান যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী নন।

অস্ট্রেলিয়ায় ক্ষমতায় যেতে ও থাকতে ইহুদি লবির আশীর্বাদকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি ও লিবারেল কোয়ালিশনের অভ্যন্তরে শক্তিশালী ইহুদি গ্রুপ সক্রিয় থাকে। শনিবারের ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে ফোন করেন। ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত তখন প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুধু অস্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক সমর্থন চান।

অস্ট্রেলিয়ার নেতারা সিডনির সমাবেশে ইহুদিবিরোধী স্লোগান তোলার পরে 'ঘৃণ্য' দৃশ্যের নিন্দা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজি বলেছেন, সমাবেশের ছবিগুলো ছিল 'ভয়াবহ' এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'স্লোগান যা ইহুদিবিরোধী এবং ভয়ংকর', পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী পেনি ওয়াং ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের নিন্দা করেছেন।

আফগানিস্তানে আবার ভূমিকম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কয়েক দিনের ব্যবধানে আবারও ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে আফগানিস্তানে। আজ বুধবার ভোর ৫টা ১০ মিনিটের দিকে হেরাত শহরের উত্তরে ২৮ কিমি দূরে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৩। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।

এর আগে গত শনিবার একই অঞ্চলে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। সেই ভূমিকম্পে হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। হেরাত শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের গ্রামীণ জনপদ জিন্দানে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনছিল।

গতকালের ভূমিকম্পে এখনও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে শনিবারের ভূমিকম্পে অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। এখনও খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। আফগানিস্তানের দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সায়েক বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, শনিবারের ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২ হাজার জনের বেশি।

দেশে-বিদেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উন্নত ও সুন্দর জীবন দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাঁর সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমি জনগণের কল্যাণে সম্ভাব্য সবকিছু করছি।’

টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া আসনের মানুষ বারবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করায় তাঁদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘আমি আমার আপনজনদের হারানোর পরে দেশের মানুষ এবং আমার দলের নেতা-কর্মীরাই আমার স্বজন। কাছের মানুষগুলো আমার পাশে না থাকলে সফল হওয়া সম্ভব হতো না।’

নির্বাচনকালীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব্যের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এটা বাজে কথা, এটা কত বড় মিথ্যা কথা আপনারা ভালো করেই জানেন। আমরা বরাবরই বলে এসেছি, একটা বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, অন্য কোনো বিষয়ে না। সেটা হচ্ছে, নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে আলোচনা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না। তবে সেটা অবশ্যই সরকারকে আগে ঘোষণা দিতে হবে যে, আমরা মেনে নেব এবার আসো নিরপেক্ষ-নির্দলীয় সরকারের বিষয়ে কথা বলি, কীভাবে হতে পারে। বাট শি মাস্ট রিজাইন।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘তাঁরা এসেছেন এখানে ইলেকশন অবজারভার পাঠাবেন কি পাঠাবেন না, সেটা দেখার জন্য। এখানে নির্বাচনের পরিস্থিতি আছে কি না, সেটা দেখতে। তাঁরা কোনো মতামত দেননি। আমরা যেটা তাঁদের বলেছি, যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, এই অবস্থায় কোনো নির্বাচন হতে পারে না। শি মাস্ট রিজাইন। নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা না দেওয়া ছাড়া এখানে কোনো নির্বাচন হতে পারে না।’ বিএনপির প্রচারবিষয়ক সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে গ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়ে ফখরুল বলেন, তাঁর বাড়ি থেকে রাতে ডাকাত যেভাবে করে, সেভাবে বাড়ির দরজা ভেঙে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

গাজার মানবিক পরিস্থিতি মরিয়া হয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গেছে। আর এর জবাবে ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজায় প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

গতকাল জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে গাজার একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গেছে। যার কারণে গাজার লাখো বাসিন্দা বিদ্যুৎ বিহীন হয়ে পড়েছেন। গাজার বেশিরভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় ইসরায়েল থেকে। তবে হামাসের হামলার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। তবে গাজার বাসিন্দারা বিবিসিকে জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা তাদের কাছে নতুন কিছু নয়। এক নারী বলেন, “আমার যতদূর মনে পড়ে বহু বছর যাবত আমরা বিদ্যুৎ যাওয়া-আসার সমস্যায় রয়েছি।”

হামাসের হামলার পর বিদ্যুৎ ছাড়াও খাদ্য এবং পানিসহ দৈনন্দিন বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, দ্রুত এবং নিরবচ্ছিন্ন মানবিক প্রবেশাধিকার দরকার।

গাজা উপত্যকায় ত্রাণ এবং ওষুধ সরবরাহ করার জন্য নিরাপদ করিডর দেয়ার বিষয়ে ইসরায়েলের উপর চাপ বাড়ছে। একই সাথে ফিলিস্তিনিদের নিরাপদে গাজা ত্যাগের করিডর দেয়ারও দাবি উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে আলোচনা শুরু করেছে। জাতিসংঘ এবং মিশর গাজায় ত্রাণ সরবরাহ করছে এবং বাসিন্দাদের নিরাপদে গাজা উপত্যকা ছেড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

জাতিসংঘ বলেছে, গাজায় কমপক্ষে তিন লাখ ৩৮ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

ইসরায়েল গাজা সীমান্তে সেনা জড়ো করেছে। এদের মধ্যে নিয়মিত সৈন্যের পাশাপাশি তিন লাখের মতো সংরক্ষিত সৈন্য রয়েছে। তবে গাজার ভেতরে তারা কখন অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

যুদ্ধকালীন সরকার গঠন

বিরোধী দলকে সাথে নিয়ে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

রাজনৈতিক বৈরিতা সরিয়ে রেখে বিরোধী নেতা বেনি গাৎজকে সাথে নিয়ে বুধবার তিনি যুদ্ধকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন।

“প্রতিটি হামাস সদস্য এখন একজন মৃত মানুষ,” বলেছেন মি. নেতানিয়াহু। মি. গাৎজ বলেছেন, “এখন যুদ্ধের সময়” এবং “নতুন সরকার পৃথিবী থেকে হামাস নামের সবকিছু সরিয়ে দিতে প্রস্তুত।”

তিনি বলেছেন, সরকার এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে বিরোধী দলগুলো পুরোপুরি সমর্থন দিয়ে যাবে।

দেয়াল আর অভিবাসী নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চালু করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছে , বেশ কয়েকটি ফেডারেল নিয়ম স্থগিত রাখা হবে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এসব পদক্ষেপ তার নির্বাচনি প্রচারাভিযানে করা প্রতিশ্রুতির বিপরীত চিত্র উপস্থাপন করছে বলে সমালোচকদের দাবী। তবে এব্যাপারে বাইডেন জোর দিয়ে বলেন, এসব পদক্ষেপ নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত নয়। সীমান্ত দেয়াল নির্মান বরাদ্দকৃত অর্থের স্বাভাবিক ব্যবহার মাত্র।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অভিবাসী সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছেন যা সীমান্তে সংস্থানগুলিকে চাপ আরোপ করছে। অভিবাসীরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নগর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসাবে বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করেছিলেন যে, তিনি অভিবাসনের প্রতি তার প্রতিপক্ষের অকার্যকরতা এবং দেশপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছিলেন। যদিও বাইডেন এ সঙ্কট মোকাবেলায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ সমালোচকরা বলছেন যে, বাইডেন এমন একটি ধারাবাহিক অগ্রগতি তৈরি করেছেন যা তার আগের প্রশাসনগুলো কতৃক তৈরি করা থেকে পৃথক কিছু নয়।

মূলত, বিশ্বজুড়ে মানবিক বিপর্যয়গুলি আরও বেশি লোককে মার্কিন সীমানার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সমালোচকরা, সামনের বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাইডেনকে যে চ্যালেঞ্জিং রাজনৈতিক পরিবেশটি নেভিগেট করতে হবে, তা তুলে ধরেন। রিপাবলিকানরা ২০২৪ সালে অভিবাসনকে রাজনৈতিক আলোচনার প্রধান বিষয় হিসাবে রাখতে তাদের প্রচেষ্টায় জোর দিচ্ছে। রিপাবলিকানরা মনে করেন, প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দুর্বলতা হলো, সীমান্ত ও অভিবাসন নিরাপত্তা। সাম্প্রতিক এনবিসি নিউজ জরিপ অনুসারে, কোন দল অভিবাসন পরিচালনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সেই বিষয়ে ভোটাররা রিপাবলিকানদের যে একতরফা সুবিধা দেয়, তা বহুগুণ বেড়েছে। তবে বিষয়টি প্রশাসন এবং বাইডেনের সমর্থকদের মধ্যে সম্পর্ককেও উত্তেজিত করে তুলেছে।

নিউইয়র্ক, ইলিনয় এবং অন্যান্য স্টেটে ডেমোক্র্যাটরা প্রকাশ্যে বাইডেন প্রশাসনের সমস্যাটি সমাধানের বিষয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তারা বলছে, ফেডারেল গভর্মেন্ট তাদের স্টেটে অভিবাসনের বৃদ্ধি মোকাবেলায় খুব একটা কাজ করছেনা। ইলিনয়ের গভর্নর, জেবি প্রিটজকার প্রেসিডেন্টের কাছে একটি খোলা চিঠিতে বলেছেন, 'জাতীয় মানবিক সঙ্কট মোকাবেলার জন্য ফেডারেল স্তরে আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে এবং করা উচিত যা এখন স্টেট এবং স্থানীয় গভর্মেন্টগুলি সাহায্য ছাড়াই এখন বহন করছে।' প্রিটজকার তার স্টেটের পরিস্থিতিকে "অপ্রতিরোধ্য" বলে অভিহিত করেছেন কারণ কর্তৃপক্ষ শরণার্থীদের খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস ফেডারেল প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করে গত সপ্তাহে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, হোয়াইট হাউস অভিবাসনের ক্ষেত্রে ভুল ছিল। ব্লু-স্টেট নেতারাও প্রশাসনকে ভেনিজুয়েলানদের জন্য সুরক্ষা প্রসারিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তারা যুক্তি দিয়েছেন যে, এটি অভিবাসীদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে এবং কাজ করতে সাহায্য করবে, যা আশ্রয়ের বোঝা কমিয়ে দেবে।এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাইডেন প্রশাসন গত মাসে ঘোষণা করেছিলেন যে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্টেটাস (TPS)' এ বসবাসকারী প্রায় ৫ লাখ ভেনিজুয়েলানদের সুবিধা প্রদান করবে।

ধারণার চেয়ে দ্রুত পরিবর্তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডলারের নিচে নামবে দেশের জন্য মহা বিপদ। সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, চারিদিকে সরকারের বিল বকেয়া । এক বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে সরকারের কাছে বিভিন্ন কোম্পানি পাওয়া আছে ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বাকী অন্যান্য খাতে কত বিলিয়ন ডলার সরকারের কাছে পাওনা আছে তার হিসাব এখনো প্রকাশ হয়নি। ডলারের অভাবে সরকার কয়লা এবং তেল আমদানি করতে পারছে না। যার কারনে অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ আছে। এখন বাকীতে আদানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে সরকার কোনভাবে রাজধানীকে আলোকিত করছে। কিন্তু ঢাকার বাইরে এখনো ঘন্টার পর ঘন্টা অন্ধকারে ঢেকে থাকছে।

এরমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে গত শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন “আমাকে বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে বসে থাকব। ভোটে আসলে আবার করব। দেখি কে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়! সব রেডি করে দিয়েছি, এখন বসে বসে বড় বড় কথা বলে। আমি বাবা-মা সব হারিয়েছি। আমার হারাবার কিছু নেই। ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে মিছিল করি। কত বছর হয়েছে রাজনীতির? একটা স্বপ্ন ছিল- জাতির পিতার, সেটা করেছি, এখন তো কেউ না খেয়ে থাকে না”

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। অনেকে বলছে দেশের যে অবস্থা এমনিতে ডলারের অভাবে কয়লা, গ্যাস, তেল আমদানি করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সামনে এ সংকট আরো বাড়বে। সামনে আরো সমস্যা হবে প্রধানমন্ত্রী আগে ভাগে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে সোমবার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এফবিসিসিআই এর এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, রির্জাভ এখন চাপে আছে। এ বছরের শেষে ঠিক হয়ে যাবে। উপদেষ্টার এ বক্তব্য অনেকে মানতে নারাজ।

কারণ দেশের অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলো যেমন মুদ্রাস্ফীতি ৯ শতাংশের বেশি। প্রবাসী আয় ৪১ মাসে সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১.৩৪ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি পণ্যে তেমন আশা দেখা যাচ্ছে না। ডলারের চিত্র এ ভাবে দিলেন ঢাকার এক সাংবাদিক। তিনি জানান, ঢাকার একটি টেলিভিশনের এক সাংবাদিক কানাডা যাবেন। কানাডিয়ান ডলার দরকার। নেই। ইউএস ডলারের জন্য সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে নানা চেষ্টা করেও এক

ডলারের অভাবে সরকার কয়লা এবং তেল আমদানি করতে পারছে না। যার কারনে অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ আছে। এখন বাকীতে আদানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে সরকার কোনভাবে রাজধানীকে আলোকিত করছে।

ডলার পাননি ওই সাংবাদিক। শুধু তাই নয়, মতিঝিলের মানি এক্সচেঞ্জে ধর্ণা দিলেও কোন লাভ হয়নি। একটি ডলার পাওয়া যায়নি। অগত্যা বিকল্প ডুয়েল কারেন্সি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ওই সাংবাদিককে যেতে হচ্ছে কানাডা। এ হচ্ছে ঢাকার চিত্র।

রাজনীতি কোন পথে

ঢাকার রাজধানীতে নির্বাচনী হাওয়া নেই। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এবং পাল্টা পাল্টি অভিযোগে ভরপুর। এরমধ্যে প্রায় আলোচনায় আসছে মার্কিন ভিসানীতি। এর মধ্যে মার্কিন এক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সাথে সোমবার পৃথক বৈঠক করেছে। সেখানে বিএনপি আবারো স্পষ্ট করে বলেছেন, শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রেখে বিএনপি কখনো নির্বাচনে যাবে না। বিকালে এক সমাবেশে ওবায়দুল কাদের বলেছেনবিএনপি বলে রূপপুর বন্ধ করবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হয়ে গেছে। দুইটা চালান এসে গেছে ইউরেনিয়ামের। পুতিনকে দেখছেন? হস্তান্তর করেছে। কী হবে বাংলাদেশের? আলো ঝলমলে পরিবেশ হবে। আর ফখরুলের অন্তর জ্বালা, কী অন্তরজ্বালা রূপপুর বন্ধ করে দিতে হবে। রূপপুর যারা বন্ধ করতে চায়, তাদের মাথায় রাশিয়ার ইউরেনিয়াম ঢেলে দেবো। কিছু ফখরুলের মাথায়, কিছু গয়েশ্বরের মাথায়, কিছু মির্জা আব্বাসের মাথায় ঢালা হবে। ইউরেনিয়াম ঢেলে ঠাণ্ডা করে দেবো, ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করব না। এই যে লাফালাফি, বাড়াবাড়ি বন্ধ করেন। ভালো হবে না, বেশি লাফালাফি করলে খবরদার খারাপ হবে।

এ ধরণের মন্তব্য অনেককে অবাক করেছে। এরমধ্যে খালেদা জিয়ার লিভার ট্রান্সপারেন্ট করতে হবে বলে জানয়েছেন তার চিকিৎসকরা। এ অবস্থায় রাজনীতি প্রতিদিন নতুন নতুন মোড় নিতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ ও সৌদির ভূমিকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আরব–ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টাকে লাইনচ্যুত করতে পেরেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উদ্যোগে যে প্রচেষ্টা চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। সেই চুক্তির মধ্যে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে কিছু ছাড় দেওয়ার জন্য ইসরায়েলকে রাজি করানোর বিষয়ও যুক্ত থাকত বলে ধারণা করা হয়। সেই আশা এখনো যে নেই তা নয়। এখন যেটি প্রতীয়মান হচ্ছে, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পাশাপাশি আরব ও মুসলিম বিশ্বে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সৌদি আরব নতুন সুযোগ পেয়েছে।

সৌদি আরবের সরকারি বিবৃতি এবং গণমাধ্যম সুস্পষ্টভাবে হামাসের নাম উল্লেখ এড়িয়ে গেছে। পরিবর্তে হামাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (ফাতাহ সরকার) কথা প্রচার করেছে। একই সঙ্গে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্ডান, মিসর এবং উপসাগরীয় মিত্রদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেছেন।

হামলার দিন সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলে, ‘বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী এবং ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর মধ্যে নজিরবিহীন সংঘাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সৌদি আরব। সেখানে বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্যে সহিংসতা মাত্রা ছাড়িয়েছে।’ সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শান্তির জন্য উভয় পক্ষকে সংযমের আহ্বানও জানায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপও কামনা করে। এমন হামলার বিষয়ে ‘আগেই সতর্ক করেছিল’ বলে বিবৃতিতে উল্লেখ কর হয়।

বিবৃতিতে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের মধ্যে একটি ফোনালাপের বিষয় পুনরাবৃত্তি করে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার নিন্দা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষার জন্য উভয় পক্ষকে আহ্বান জানানো হয়।

৯ অক্টোবর সৌদি সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতায় হামাস–ইসরায়েলের যুদ্ধের খবর ছাপা হলেও তা ছিল নিচের দিকে। কেননা দেশটির সংবাদপত্র আল–রিয়াদ, ওকাজ এবং আল–মদিনাকে সৌদি নাগরিকদের সম্পর্কিত খবর অগ্রাধিকার দিতে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। ভূ–রাজনৈতিক যেকোনো অস্থিরতার সময়ই এমনটি করা হয়ে থাকে। এক দশক আগে আরব বসন্তের সময়ও তাই হয়েছিল। এবারেও পরিস্থিতি অনুকূলে নিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আরব এবং ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে সমন্বয় করছে সৌদি আরব। খবরের কাগজগুলোও আগের চর্চার ব্যতিক্রম করেনি।

১০ অক্টোবর সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে কথা বলেছেন। যুদ্ধ ও আরব অঞ্চলে সংঘাত নিরসনে সৌদি আরব সব সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। এদিন জর্ডানের রাজা এবং মিসরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও যুবরাজ মোহাম্মদের আলাপ হয়েছে।

এদিকে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আঞ্চলিক সংবাদপত্র আল–শারক আল–আওসাত—হতাহত বেড়েছে। সৌদি আরব পূর্ব সতর্কতাকে স্মরণ করাল। ওয়াশিংটন তেল আবিবকে সামরিক সাহায্য পাঠাল: ইসরায়েল হামলায় অবাক হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল—এমন শিরোনামে খবর ছেপেছে।

দুই প্রধান সৌদি মিডিয়া ব্যক্তিত্বও একই রকম কলাম লিখেছেন। সৌদি আরবের পরামর্শকে অবজ্ঞা করায় ইসরায়েলকে দোষারোপ করেছেন তাঁরা। সংবাদপত্রটির বর্তমান প্রধান সম্পাদক মতামত পাতায় লিখেছেন, ‘ঔদ্ধত্যের কারণেই ইসরায়েল বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করেছে।’ বিশেষ করে সৌদি আরবের ২০০২ সালের শান্তি প্রস্তাবকে পুনর্বিবেচনা এবং ইসরায়েলের বর্তমান নীতিগুলোর সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আল–শারক আল–আওসাতের সাবেক সম্পাদক একইভাবে আরেকটি কলাম লিখেছেন। তিনি হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছেন। বাণিজ্যবিষয়ক দৈনিক আল–ইকতিসাদিয়াহ যুদ্ধের কারণে সৌদি আরবের আঞ্চলিক শেয়ারবাজারের ক্ষতি এবং তেলের দাম বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেছেন।

সৌদি আরবের প্রধান আঞ্চলিক নিউজ চ্যানেল আল–আরাবিয়া গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলার লাইভ ফিড এবং ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি বিশ্লেষকদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করেছে। সংঘাত নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনাতে গণমাধ্যমটি ওপেক প্লাসের অংশীদার রাশিয়ার বিবৃতি জুড়ে দিয়েছে। রাশিয়ার অবস্থান আরব লিগের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রচার করেছে। তবে সৌদি আরবের কোনো বক্তব্যে আঞ্চলিক সংঘাতের জন্য এবার ইরানকে দোষারোপ করতে দেখা যায়নি। যদিও এর আগে বরাবর এটি করে এসেছে সৌদি আরব। উল্টো সব সম্প্রচার মাধ্যমে গাজার বেসামরিক নাগরিকের ওপর ইসরায়েলি সহিংসতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

এমনকি সৌদি অনলাইন আউটলেটে এলাফও একই অবস্থান নিয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি ২০১৭ সালে ইসরায়েলের তৎকালীন চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল গাদি আইসেনকোতের সাক্ষাৎকারে ইরানের প্রতি সৌদি আর এবং ইসরায়েলের সাধারণ বৈরীভাবের মনোভাবকেই প্রচার করেছিল। সৌদি আরব চলমান সংঘাত পরিস্থিতিকে বেশ কিছু উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে পারে বলে মনে হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে: ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (মাহমুদ আব্বাসের সরকার) পক্ষে সম্মতি আদায়; ইরানি প্রক্সির বিকল্প হিসেবে একটি উদীয়মান আরব ভূখণ্ডকে প্রতিষ্ঠা করা; অভ্যন্তরীণ বা নাগরিকদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা; মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত জনপ্রিয় ফিরিয়ে আনা। তবে সৌদি আরবের সেই কাঙ্ক্ষিত অর্জন এখন নির্ভর করছে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা নিরসন এবং একটি বৃহৎ শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে মধ্যস্থতা করতে পারার ওপর। সৌদি আরবের ইংরেজি ভাষার সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের সম্পাদক বিষয়টিকে খোলাসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসরায়েল–ফিলিস্তিন ইস্যুকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার সময় এসেছে বিশ্বের।

সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এখনই একটি বিশ্বাসযোগ্য শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এটিই বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার সর্বোত্তম উপায়। মনে হচ্ছে, বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন? সম্ভবত এটি ঠিক। তবে অন্তত সৌদি আরব বলতে পারে যে, তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে এবং কয়েক দশক ধরে সেটি করে আসছে। এই বক্তব্যের মধ্যেই সৌদি আরবের বর্তমান অবস্থান এবং আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি স্পষ্ট বলে ফরচুন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে।

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসরাইলিদের উপর হামাসের নৃশংস হামলার নিন্দা জানাচ্ছেন কড়া ভাষায়। পাশাপশি ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইসরাইলের ঘোষিত সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সমর্থন করে যাচ্ছেন। আমেরিকা থেকে ইসরাইলের সাহায্যে দ্রুত সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে। মার্কিন রণতরী ও যুদ্ধ বিমান পাঠানো হয়েছে দ্রুততার সাথে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আহ্বান পর্যন্ত জানানো হচ্ছে না। তাদের বক্তৃতা বিবৃতিতে স্থান পাচ্ছে না ৭৫ বছর থেকে ক্রমাগত নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের কথা। এমনকি ইসরাইলের হামলায় আহত/ নিহত ফিলস্তিনি নারী ও শিশুদের প্রতিও কোন সহমর্মিতা উচ্চারিত হচ্ছে না তাদের পক্ষ থেকে। শুধু মার্কিন সরকারই নয় ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান দলের এ নিয়ে অবস্থান অভিন্ন। তাদের শর্তহীন সমর্থন ইসরাইলের পক্ষে। শুধু ডেমোক্র্যাট দলের অতি অল্প সদস্য নিয়ে গঠিত উদারনৈতিক স্কোয়াড বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের কথা বলছেন। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও, ইলহান ওমর এবং রাশিদা তলাইব সহ অল্প কয়েকজন মাপা শব্দে ইসরাইলের আক্রমণের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আমেরিকার পক্ষ থেকে ইসরাইলের আত্মরক্ষার আধিকারের কথা বলা হলেও ৭৫ বছর থেকে দখলদারিত্বের থাকা ফিলিস্তিনিদের আত্মরক্ষার কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হচ্ছে।

আমেরিকার প্রভাবশালী মিডিয়ায় ফিলিস্তিনিদের খবর অল্পই বলা হচ্ছে। টেলিভিশন চ্যালনলেগুলো হামাসের হামলায় নিহত ইসরাইলিদের চিত্র দেখানো হচ্ছে। ইসরাইলের হামলায় আহত নিহত ফিলিস্তিনিদের সংবাদ তেমন নেই। ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ মার্কিন মিডিয়ায় সম্পূর্ন অনুপস্থিত। এসব দেখে লোকজন বিভ্রান্ত হচ্ছে। ইসরাইল প্যালেস্টাইনের বাস্তব চিত্র একেবারেই অনুপস্থিত পশ্চিমা মিডিয়ায়।

নিউইয়র্ক সহ সর্বত্র সংবদ্ধ ইহুদিদের সমর্থন হারানোর ভয়ে জনপ্রতিনিধি এবং রাজনীতিবিদরাও ইসরাইলের বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন না। নিউইয়র্কে ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হকুল থেকে শুরু করে মেয়র এরিক অ্যাডামস পর্যন্ত হামাসের হামলার কড়া প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য ইসরাইলের আয়োজনের ব্যাপারে তাঁরা একদমই নীরব। এমনকি হামলা বন্ধ করে, আশু ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথ খোঁজারও কোন আহ্বান নেই এসব আমেরিকান রাজনীতিবিদদের মুখে।

এসব বাস্তবতার মধ্যেই আমেরিকার মানবাতাবাদী মানুষ জেগে উঠেছে। মার্কিন সরকারের বিরোধিতার সময় ১৯৭১ সালেও এভাবে আমেরিকার মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এ শতকে ইরাক আফগানিস্তান দখলের সময়েও সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছিল আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী মানুষ। এবারেও এমন ঘটনা ঘটছে। ইসরাইলের হামলার প্রথম দিনেই নিউইয়র্ক সহ আমেরিকার অন্তত এক ডজন নগরে দ্রুত মিছিল সমাবেশ হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের পক্ষে এসব সমাবেশে শুধু আমেরিকান মুসলমানরাই নয়, সব ধর্ম ও বর্ণের লোকজনকে যোগ দিতে দেখা গেছে। ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে আমেরিকা জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে প্যালেস্টাইনের সমর্থনে ব্যাপক সভা সমাবেশ করছে। নিউইয়র্ক থেকে শিকাগো পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্যালেস্টাইনের বিপন্ন মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছে ছাত্রসমাজ। তাঁরা ইসরাইলে মার্কিন সাহায্য বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। জুইশ ভয়েস ফর পিস নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে উদারনৈতিক ইহুদিরা হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়ে ইসরাইলের আগ্রাসী আগমনের প্রতিবাদে মাঠে নেমেছে।

আমেরিকার উদারনৈতিক নাগরিকরা তাদের নিজ নিজ জনপ্রতিনিধির কাছে ফোনে, ইমেইলে বার্তা পাঠিয়ে ইসরাইলকে মার্কিন সহযোগিতা বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের কাছে এ নিয়ে খোলা আবেদনের মাধ্যমে জরুরী বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব, এলিস আইল্যান্ড পদকপ্রাপ্ত প্রফেসর ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ব্লিঙ্কেনকে আমাদের সম্মিলিতভাবে বলতে হবে প্যালেস্টাইন নিয়ে যুদ্ধ নয়, শান্তির আলোচনা দ্রুত শুরু করতে হবে।

বিজ্ঞানী ও মুক্তিযোদ্ধা ডঃ নুরুন্নবী বলেছেন, সবাই নিজ নিজ এলাকার প্রতিনিধিদের কাছে এ নিয়ে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে। তিনি বলেন, এ সময়ে সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে আগ্রাসী ইসরাইলের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বিপন্ন প্যালেস্টাইন রক্ষায় এগিয়ে আসা।

শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর চায় মার্কিনরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বনি গ্লিক বলেন, তাঁরা মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে এখানে এসেছেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর চান। সাক্ষাৎ এবং আলোচনার বিষয়টি সাংবাদিকদের অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। তিনি বলেন,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিধিদলকে বলেছেন, ‘আমরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি এবং গণতন্ত্র অর্জন করেছি। আমরা গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।’

বনি গ্লিক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। তাঁরা কূটনীতিকসহ সব অংশীজনের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁদের লক্ষ্য হলো সব অংশীজনের কথা শোনা।

ভোটে দলগুলোর অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন

নির্বাচনের সময় কোনো প্রার্থী নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে কিংবা কোনো দল বাধাগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ করলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা জানতে চেয়েছে মার্কিন প্রতিনিধিদলটি। সেই সঙ্গে নির্বাচনে কোনো দলের অংশ না নেওয়ার আশঙ্কা আছে কি না এবং নির্বাচন পরিচালনার সক্ষমতা নিরাপত্তা বাহিনীর আছে কি না, তা-ও জানতে চেয়েছে দলটি। গতকাল সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠকে এসব বিষয় জানতে চেয়েছে তারা।

দলটি গত শনিবার ঢাকায় এসেছে। নির্বাচনপূর্ব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত তারা বাংলাদেশে অবস্থান করবে।

ফোবানা কনভেনশন মন্ট্রিয়ল ২০২৩ নিয়ে কিছু কথা

গোপেন দেব

মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনে নিউ ইয়র্কের একটি গ্রুপ গীতিনৃত্যআলেখ্য পরিবেশন করে

এক মাসেরও বেশি সময় পার হয়েছে, তবু ৩৭ তম ফোবানা সম্মেলন নিয়ে কমিউনিটিতে কথা থামছে না। কফি শপে, পার্টিতে কিংবা এখানে সেখানে যেখানেই বসা হচ্ছে নানা প্রসঙ্গের মাঝখানে একবার হলেও ঢুকে যাচ্ছে ফোবানা। অনুষ্ঠানকালে হাজারো ছবি আর ভিডিও তে ফেসবুক সয়লাব ছিল। এরপর এখনও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জনের ফেসবুকে ভেসে উঠছে ছবি, নেচে উঠছে ভিডিও ক্লিপ। বাংলাদেশিদের আড্ডায় এটি হয়তো আরো কিছুদিন চলবে।

মন্ট্রিয়লের ফোবানা সম্মেলন নিয়ে মন্ট্রিয়লের বাইরে অন্য শহরের প্রবাসীরাও কথা বলছেন। টরন্টো, নিউইয়র্ক, মিসিগান থেকে সম্মেলনে এসেছিলেন এমন কজনের সাথে ভালো মন্দ কথা হয় প্রতি সপ্তাহেই।ঘুরেফিরে তাদের মুখেও সেই প্রসঙ্গ আসে।

রেবেকা চৌধুরীর সাথে কথা হয়, তিনি এসেছিলেন টরন্টো থেকে।টরন্টোতে একই দিনে দু'দুটি অনুষ্ঠান, এরপরও স্বামী, ছেলেমেয়ে নিয়ে রেবেকা এসেছিলেন মন্ট্রিয়ল। এসেছিলেন এখানে ফোবানার অনুষ্ঠান কেমন হয় সেটি দেখতে। বললেন, আসাটা তার সার্থক হয়েছে।

জুয়েল নিউইয়র্ক থাকেন দশ বছর। তিনিও এসেছিলেন। ফোবানার বহু আসর তিনি দেখেছেন আমেরিকার বিভিন্ন শহরে। মন্ট্রিয়লের আসরটি নিয়ে তার আগ্রহ ছিল। জুয়েলের অভিব্যক্তিও রেবেকার মতোই - সার্থক। জুয়েল আরো বললেন, মন্ট্রিয়ল শহরটাও তার খুব ভালো লেগেছে।

সম্মেলনে আসা স্থানীয় অনেকের সাথেও আলাপ হয়। তারাও জানান, খুব আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়েই তারা কাটিয়েছেন দুটি দিন। উপভোগ করেছেন প্রতিটি অনুষ্ঠান। অসুস্থতা পরবর্তী বিশ্রামে থাকায় সম্মেলনটি মিস করেছেন বলে আক্ষেপ করেছেন মন্ট্রিয়লের বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্রোকার মোহাম্মদ জলিল রহমান। এরকম অপ্রত্যাশিত কারণে যেতে না পারায় মনোবেদনার কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রকাশ করেছেন আরো অনেকেই।

মন্ট্রিয়লে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। তবে ফোবানার মতো বিশাল আয়োজনের অনুষ্ঠানের স্বাদ খুব একটা পায় না। ৯ বছর পর গতবার পেয়েছিল। পেল এবারও। পায় না, পায় না করে যখন পেলো তো পিঠেপিঠি লাগাতার দুবছরই। দ্বিধা/ ত্রিধা বিভক্তির কারণে ফোবানা সৃষ্টিকালের ফোবানা নেই যদিও, তবু আমেরিকা কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের কাছে এই সম্মেলনটির গুরুত্ব একেবারেই টুটে যায়নি। ফোবানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ার ফলে ঐক্যবদ্ধ বা সর্বজনীন কর্মকান্ডের জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে একথা ঠিক। তবে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা বা সংক্ষেপে ফোবানার সেই আভিজাত্যটি কিন্তু এখনও লেপ্টে আছে সংগঠনটির নামের সাথেই। সে কথাই মন্ট্রিয়ল সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শামীমুল হাসানের লেখায় ফুটে ওঠেছে। তিনি সম্মেলন উপলক্ষে রনজিৎ মজুমদার সম্পাদিত স্মরণিকায় শুভেচ্ছা বাণীর এক জায়গায় লিখেছেন, "উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশিদের মধ্যে ভাব বিনিময় ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট ও তা সুদৃঢ় করার যে অঙ্গিকার নিয়ে ১৯৮৭ সালে ফোবানা গঠিত হয় সেটি পূর্ণভাবেই এখনও মূল ফোবানা ধারণ করে চলেছে।" উল্লেখ্য, শামীমুল হাসান ২০০৬ সালে মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত ফোবানার কনভেনর ছিলেন। বলা যায়, ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যেই প্রতিবছর আমেরিকা, কানাডার নানা শহরে ঘুরে ঘুরে ফোবানার আসরটি বসে।

বড় বাজেটের বড় আয়োজনে গত বছর ও এবার পাশাপাশি দুবছর দুটি জমজমাট সম্মেলন উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছে মন্ট্রিয়ল প্রবাসীরা। এখানে এবারের সম্মেলনটি হয় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মন্ট্রিয়লের আয়োজনে।

এবার লেবার ডে লং উইকেন্ড ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর তিনদিনই নানা অনুষ্ঠানে সাজানো ছিল সম্মেলন। বিশেষ করে শেষের দুদিন সম্মেলন স্থল পাঁচ তারকা হোটেল লাভাল শেরাটনে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছিল। তখন মনে হয়েছে হোটেল চত্বরটি বাংলাদেশেরই একটি অংশ। দুদিনের সাংস্কৃতিক পর্বে হলের ভেতর হাজারো দর্শক যেমন নিবিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠান দেখেছেন, তেমনি বাইরেও প্রচন্ড ভিড় ছিল শাড়ি কাপড়ের দোকানে আর এদিক সেদিক হাঁটাহাটিতে।বলতে দ্বিধা নেই, যে কোনো অনুষ্ঠান বা পার্টিতে ফটো সেশন এখন অতি জনপ্রিয় একটি বিষয়। এটিও হয়েছে দফায় দফায়! আসলে এরকম সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পারস্পারিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। দুটি দেশের বিভিন্ন শহরের মানুষের আগমন ঘটে বলে একে অপরের সাথে বহুদিন পর দেখা হয়। সেটি কার্যত ফোবানা সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ঐ কয়দিন আবহাওয়াও ছিল চমৎকার। মায়াবী আবহাওয়ার আগর গায়ে মেখে সম্মেলন স্থলে ঢুকেই ভিড়টা চোখে পড়ে। চাকচিক্যময় ভেন্যু। প্রতিটি অংশই বর্ণিল। বাহারী গয়না ও নানা বর্ণের শাড়ি পরা নারীরা হোটেল লবির এপাশ থেকে ওপাশে হাঁটছেন, গল্প করছেন গ্রুপে গ্রুপে। ধোপদুরস্ত পোশাক পরে আসা ছেলেরাও মশগুল আড্ডায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরুর আগ পর্যন্ত হোটেল লবিতে চলছিল এই গল্প-কথার মেলা। নর নারীদের হাস্যোজ্জ্বল সমাবেশ। প্রথম দর্শনেই একটা উৎসবের পরশ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথমদিন সন্ধ্যায় হোটেলের লবিতে ঢুকেই দৃশ্যমান হয় টিকেট কাউন্টারে প্রচুর ভিড়। হিমসীম খাচ্ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মিরা।দেখা গেল অনুষ্ঠানের নানা কাজে ব্যস্ত সম্মেলনের মূল পদে আসীন ব্যক্তি এর কনভেনর সাংবাদিক দেওয়ান মনিরুজ্জামানও টিকেট বিক্রির বিষয়টি সামাল দিতে এগিয়ে এসেছেন। দৃশ্যমান ছিল, যেমন কনভেনর তেমনি চেয়ারম্যান এক জায়গায় বসা নেই, সম্মেলনের নানা দিক নিয়ে চরম ব্যস্ততার সময় পার করছিলেন তাঁরা। একই সাথে প্রতিটি সদস্যই ছিল নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। পরেরদিনও ছিল হল ভর্তি মানুষ। মূলত সম্মেলনের মাস খানেক আগে থেকেই ফোবানা জ্বরে ভুগছিল মন্ট্রিয়লের সংস্কৃতিমনা বাংলাদেশি কমিউনিটি।

আক্ষরিক অর্থেই বলা যায়, সম্মেলনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবার অতিথি শিল্পী হিসেবে জীবন্ত কিংবদন্তী সাবিনা ইয়াসমিনকে আনায় অনুষ্ঠানের মান যেমন বৃদ্ধি হয়েছে তেমনি তন্ময় হয়ে শুনেছেন সবাই তাঁর অনেকগুলো কালজয়ী গান। শিল্পী মমতাজ মাতিয়ে রেখেছেন গানে, কথায়। এছাড়াও প্রেম বিরহ অনুরাগের অসংখ্য গান দিয়ে সকল বয়সের শ্রোতার মনে স্থায়ী রেখাপাত করা শিল্পী তপন চৌধুরীর পরিবেশনাও ছিল চমৎকার। সময়ের ক্রেজ বালাম ও মুজার গান হল কাঁপিয়েছে। মুজার গানের সাথে ছিল তরুন তরুনীদের উত্তাল নাচ।

নিউইয়র্ক থেকে আগত একটি গ্রুপের পরিবেশনা ছিল মনে রাখার মতো। নিউইয়র্কের আবৃত্তি শিল্পী আনোয়ারুল হক লাভলুর গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় 'মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজেরে করো জয়' গীতিনৃত্যআলেখ্যটি ছিল অসাধারণ। বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করে এটি রচিত হয়। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনাও ছিল উপভোগ্য। বিশেষ করে সুদেষ্ণা হালদার পূর্ণার পরিচালনা ও অংশগ্রহনে 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা' গানের সাথে দলীয় নৃত্যটি হয়েছে অপূর্ব, মুগ্ধকর। শামসাদ রানা উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন উভয় দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই।

এবারের সম্মেলনে উল্লেখ করার মতো পর্বটি ছিল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার। এতে স্ব স্ব বিষয়ে বিজ্ঞ একদল বিশেষজ্ঞের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন এর সমন্বয়ক ও সঞ্চালক অণুজীব বিজ্ঞানী, লেখক ড. শোয়েব সাঈদ। এতে শিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধ, অর্থনীতি, পরিবর্তিত বিশ্ব ও চ্যালেন্জ এসব বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন অর্থনীতিবিদ, কলাম লেখক ড. এন এন তরুণ চক্রবর্তী, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ড. সন্দীপ ব্যানার্জি, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. শুভ বসু, বাকসুর সাবেক ভিপি কৃষিবিদ ফায়জুল করিম, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরাল গবেষক, উত্তর আমেরিকার তিন মিনিটের থিসিস প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন আতিয়া বিনতে আমিন, মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব) দিদার এ হোসেন, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক, মুক্তিযুদ্ধের গবেষক তাজুল মোহাম্মদ, যুদ্ধ শিশু বিষয়ক অণুসন্ধানী লেখক মুস্তফা চৌধুরী, চিকিৎসক ও ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত অধ্যাপক ড. এ কে এম আলমগীর, কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াইজ আহমেদ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডক্টরাল গবেষক ফারাহ তাহসিন, সংগঠক হাসান আমজাদ খান ও সেমিনারের সঞ্চালক ড. শোয়েব সাঈদ। এছাড়া অসুস্থতার কারণে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারায় অন লাইনে আলোচনায় অংশ নেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল পাবলিক হেলথের সহকারি অধ্যাপক ড. শাফি ইউ ভূঁইয়া। কানাডার মূল ধারায় উচ্চপর্যায়ে কর্মরত এত বেশি সংখ্যক শিক্ষাবিদের অংশগ্রহনে এরকম সেমিনার অনুষ্ঠানের ঘটনা বিরল বলা যায়।

এছাড়া ফোবানা স্কলারশীপ, সম্মাননা স্মারক প্রদান, বিজনেস নেটওয়ার্কিং সামিট, সাহিত্য আড্ডা, ইয়ুথ ফোরাম ফ্রেন্ডশীপ ইত্যাদি পর্ব গুলোতেও সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহন ছিল সন্তোষজনক।সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ড. খলিলুর রহমান। কানাডার মূল ধারার রাজনীতিকরাও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন, বক্তব্য রাখেন। ফোবানা মন্ট্রিয়ল সম্মেলন কমিটির কর্মকর্তারা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারপারসন আতিকুর রহমান ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. রফিক খান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের শেষেরদিন ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটি পরবর্তী সম্মেলন ২০২৪ সালে মিশিগানে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষনা করে।

এত বিশাল আয়োজনের সম্মেলন সফল ভাবে সম্পন্ন করা সহজ নয়। পর্যবেক্ষকদের মতে, সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান শামীমুল হাসান, কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান, মেম্বার সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান, মেম্বার সেক্রেটারি (এডমিন) অভিজিত দে ও জয়েন্ট মেম্বার সেক্রেটারি শাকিল আহমেদ পিয়াসের নেতৃত্বে কমিটির ভেতর ও বাইরের একদল উদ্যমী, স্মার্ট আর কর্মট স্বেচ্ছাসেবীর দিনরাত পরিশ্রমের ফসল এই সফল সম্মেলন। বিশেষ করে তরুনরা সার্বক্ষণিক যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছে তা উদাহরণ যোগ্য। সম্মেলন পরবর্তী মিট দ্যা প্রেসে কমিটির চেয়ারম্যান শামীমুল হাসান ও কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামানের কন্ঠেও এসব তরুন কর্মি ও সংগঠকের কার্যক্রম প্রশংসার সাথে উচ্চারিত হয়।

সম্মেলন কমিটির শীর্ষ পদধারী চেয়ারম্যান শামীমুল হাসান ও সম্মেলনের মূল কারিগর কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান ফোবানা কনভেনশন মন্ট্রিয়ল ২০২৩ 'স্মরণকালের সেরা' সম্মেলন দাবী করে বলেন এ গৌরবের অংশীদার মন্ট্রিয়ল এবং আমেরিকা, কানাডার অন্যান্য শহর থেকে আগত সকল দর্শক। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহন ও সহযোগিতা ছাড়া এতবড় কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সহজ ছিল না বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

যে কথাটি দিয়ে শুরু করেছিলাম লেখা - মাসাধিককাল পরেও কেন ফোবানা নিয়ে কথা হয়? এ নিয়ে কমিউনিটির কজন সংগঠকের সাথে আলাপ হয় আমার। তাঁদের বক্তব্যের উপসংহারটি হচ্ছে এরকম - একটি সম্মেলন শেষ হওয়ার পর মানুষ এর চুল চেরা বিশ্লেষণ করে। যখন সফল হয় তখন ছোটখাট এবং অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটিকে সাধারণ মানুষ দূরে সরিয়ে রাখে। মনে রাখে এর উজ্জ্বল দিকগুলোই। তাই হাজারো মানুষের মিলনে এই প্রাণের মেলাটির কথা তাদের আলোচনায় বারবার ফিরে আসে। আনন্দ আমেজ ধীরে ধীরে নস্টালজিক হয়।

বলা যেতে পারে, ফোবানা সম্মেলন শেষ হয়ে যাবার বহুদিন পর আমার এই বাসী লেখাটিও এরকম নস্টালজিক উপসর্গেরই নমুনা।

মরার আগে কেন মরব

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

কথায় বলে (কাওয়ার্ড ডাই মেনি টাইম বিফোর দেয়ার ডেড বিলিয়েনট নেভার টেস্ট অফ ডেড বাট ওয়ান)। অর্থাৎ কাপুষেরা মরার আগে বহুবার মরে, জ্ঞানীরা জীবনে একবারই মৃত্যু বরন করে। কিন্তু কিছু লোক আছে আমাদের সমাজে তারা

দিনে কত বার যে মরে। একটু ঝামেলায় পড়লেই এই বলে আমাদের এ কি হলো? আমাদের ভাগ্য খারাপ। আমরা আর এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব না। আমরা মনে হয় মরেই যাব। জীবনটা এত সহজ নয় যে, গোলাপ ফুলের শয্যায় বসে শুয়ে পার করে দিবে। গানে বলে (জীবন তো খেলনা নয়, জীবন তো খেলনা নয়, বাঁচবে মরবে যুদ্ধ করবে এটাই তার পরিচয়, এটাই তার পরিচয়)। এই গানের মাধ্যমে গীতিকার জীবনে বাঁচার জন্য অবিরত সংগ্রাম করতে বলেছেন। জীবনে বিপদ তো আসবে তাই বলে বিপদ কে ভয় পেলে চলবে না। জীবনে মরে যাওয়া নিয়ে ভয় পেলে ও চলবে না। প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা সবাই একদিন মরে যাব। তাই বলে মরার আগে কেন আমরা মরব? সারা জীবন শুধু ঘুমিয়ে কাটাব, আর কঠিন কাজের সামনে গিয়ে পিছপা হয়ে ফিরে আসব এটা কোন ভাবে আমরা মেনে নিতে পারি না। জীবন যেখানে আছে সেখানে ঘাত প্রতিঘাত অবশ্যই থাকবে। হ্যা করে থাকলে আমাদের গালে ভাত এসে যাবে না। আমাদের মেহনত করতে হবে। একটা পাখি যখন একটা ফড়িং শিকার করে - তার পিছে উড়ে গিয়ে ধরে। হ্যাঁ করে থাকলে ফড়িং গালের ভেতর আসে না। জীবনে প্রত্যেক টা ধাপে ধাপে বিপদ আসবে। ইংরেজিতে বলে (লাইফ ইজ মেড অফ জয় অ্যান্ড সরো)। জীবনটা হলো সুখ আর দুঃখের সমষ্টি ।জীবনে যেমন সুখ থাকবে তেমন দুঃখ ও থাকবে । আপনারা বলুন জীবনে কার দুঃখ নাই? একজন শক্তিশালী রাজারও অনেক দুঃখ থাকে। কেউ জীবনে স্বয়ং সম্পূর্ন নয়। এমনও লোক আছে টাকা পয়সা আছে কিন্তু বেটা

> **আমাদের কে প্রত্যেকটা মুহূর্তে মেশিনের মত চলতে হয়, বিশেষ করে বিদেশের জীবনটা আরো কঠিন। এখানে একজন লোককে যাবতীয় সব কাজ করতে হয়। নিজেদের অফিসের কাজ সেরে আবার বাসার কাজ করতে হয়।**

পুএ নাই। এমনও লোক আছে টাকা পয়সা তেমন নাই কিন্তু বেটা পুএ আছে। যার অনেক কিছু আছে তার ও যেমন দুঃখ আছে এবং যার অনেক কিছু নাই তার ও দুঃখ আছে। সুতরাং দুঃখ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । দুঃখ আসলেই মরলাম, আর পারব না, কি হবে ? এসব হা হুতাস বাদ দিতে হবে। আপনারা জ্ঞানীদের স্মরণ করুন। তারা ঠান্ডা মাথায় সবকিছু হ্যান্ডিলিং করে। শত দুঃখ আসলে ও জীবনে পিছপা হয় না। তারা ভাবে মরতে তো হবেই। সুতরাং জীবনে মরে যাওয়া নিয়ে ভয় পাওয়ার কোন কারন নাই। এমনও মহা জ্ঞানী আছে যারা হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা লোকের মুখে কত কথা শুনি শেষ বিন্দু রক্ত থাকতে লড়ে যাব। এসেছি একদিন, যাব ও একদিন।।জীবনে ভয় কিসের। মরতে তো হবেই । মৃত্যু কে কোন অবস্থায় তারা ভয় পায় না। আমাদের এক শিক্ষক ক্লাসে বলতেন জীবনে মরার আগ পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে। তিনি আমাদের সব সময় অনুপ্রেরনা যুগাতেন জীবনে কোন কিছু তে ভয় পাবে না।মরা নিয়ে ভয় কিসের তা তো সকলের জীবনে আসবে। মরার আগে তোমরা কখন ও মরি ও না। স্যার বলেন আমি অবাক হয়ে যাই যখন ছাএরা একটা জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে বলে আমরা পারব কি করতে? না জানি কি হবে? মনে হয় মরে যাব। স্যার বলতেন কেন মরার আগে মরবে যখন জীবনে মরন আসে নত মস্তিষ্কে মেনে নিবে। তাই বলে মরার আগে তোমরা কখনও মরবে না। আমরা বিপদ কে মোকাবেলা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। একবার না পারলে একাধিক বার চেষ্টা করব। বিপদ মোকাবেলা করতে সহায় যদি না জুটে নিজেদের মনোবল কোনভাবেই হারাব না। বর্তমান যুগ খুবই চ্যালেঞ্জিং যুগ। আমাদের কে প্রত্যেকটা মুহূর্তে মেশিনের মত চলতে হয়, বিশেষ করে বিদেশের জীবনটা আরো কঠিন। এখানে একজন লোককে যাবতীয় সব কাজ করতে হয়। নিজেদের অফিসের কাজ সেরে আবার বাসার কাজ করতে হয়। অনেকে এত ব্যস্তময় জীবন কাটায় তাদের সেই রকম ফ্রি সময় থাকে না।তারা ব্যস্ততার মধ্যে থেকে ও জীবনের অন্যান্য কাজ করে।গানে বলে (জীবন মানেই তো যন্ত্রনা বেঁচে থাকতে বুঝি শেষ হবে না)। গীতিকার বলেছেন যতদিন বেঁচে থাকবে পৃথিবী নামক ভূখন্ডে কিছু সমস্যা জীবনে থাকবে। এই সমস্যা মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হবে। তাই বলে মরার আগে মরার কোন প্রশ্নই উঠে না।

গ্রন্থের শক্তি এবং জাতির বুদ্ধিমত্তা

কাজী জহিরুল ইসলাম

সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারত উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার সূচনা করেন ভিনদেশিরা। মেসিপোটেমিয়া থেকে, মিশর থেকে, গ্রীস থেকে মানুষ এসে নতুন একটি সভ্যতার আলো জ্বালেন ভারতের বুকে। তারা রচনা করেন বেদ। তৈরী করেন তিনটি অভিজাত শ্রেণী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এবং এই তিন শ্রেণীর, অর্থাৎ ভিনদেশি মানুষের, সেবা করার জন্য স্থানীয়দের কাজে লাগান, তারা স্থানীয় মানুষের জন্যও একটি নিচু জাত নির্মাণ করেন, যার নাম দেন শূদ্র। কেন ভিনদেশিরা এত শক্তিশালী ছিলেন? কেন তারা নেটিভদের পায়ের নিচে রাখতে পেরেছিলেন? কী অস্ত্র ছিল তাদের কাছে? বৈদিক সভ্যতার কয়েক হাজার বছর আগেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে (বর্তমান পাকিস্তানে) পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে, যেটি মেহেরগড় সভ্যতা নামে পরিচিত। মেহেরগড় সভ্যতা বিলীন হয়ে যাওয়ার পরে এখানেই, সিন্ধু নদীর অববাহিকায়, গড়ে ওঠে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতা। মেহেরগড়ের লোকেরা কতটা শক্তিশালী ছিল, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল কি-না সেই তথ্য পাওয়া না গেলেও আমরা ইতিহাস ঘেঁটে জেনেছি মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতা যথেষ্ঠ উন্নত ছিল, তাদের যুদ্ধবিদ্যার কৌশল জানা ছিল এবং প্রচুর সৈন্য সামন্তও ছিল। বড়ো বড়ো দূর্গ ছিল, বিশাল প্রাচীর ও পরিখা ছিল। তবু কেন ভিনদেশিরা এসে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার লোকদের পরাজিত করতে পারলো এবং তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম হলো। অস্ত্রবিদ্যার চেয়েও শক্তিশালী এক অস্ত্র তাদের কাছে ছিল, সেটা হচ্ছে বর্ণমালা। তারা লিখতে জানত এবং পড়তে জানত। হরফের চেয়ে শক্তিশালী কোনো অস্ত্র নেই, সেটা এই ভিনদেশিরাই প্রমাণ করে দেয়। তারাই রচনা করে ধর্মগ্রন্থ বেদ। নেটিভরা যাতে এই শক্তির স্পর্শ না পায় সেজন্য বেদ পাঠ এবং শোনা নেটিভদের জন্য, মানে শূদ্রদের জন্য, নিষিদ্ধ করে। কারণ তারা জানত নেটিভরা যদি বিদ্যাশিক্ষা গ্রহন করে তাহলে তাদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না।

পরবর্তিতেও আমরা দেখেছি যারাই গ্রন্থ রচনা করেছেন তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে বিবেচিত হয়েছেন। অসির চেয়ে মসি যে অধিক শক্তিশালী তা বহুবার, বহুভাবেই প্রমাণিত। বেদের কিছুকাল পরে, প্রায় কাছাকাছি সময়েই, রচিত হয় তওরাত। এর কিছুকাল পরে রচিত হয় ইঞ্জিল বা বাইবেল এবং এর কিছুকাল পরেই রচিত হয় কোরআন। এইসব ধর্মগ্রন্থের অসুসারীরা ক্রমশ পৃথিবীতে প্রভুত্ব করতে শুরু করে এবং গ্রন্থের অনুসারী নয় যারা, আদিবাসী বা ধর্মহীন (প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থহীন) মানুষেরা, তারা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে।

আজ, এই তৃতীয় সহস্রাব্দে এসেও এই চিত্রের সামান্যতমও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখনও যে দেশের বা যে জাতির মানুষ যত বেশি বই পড়েন সেই জাতি বা জাতির মানুষ তত বেশি উন্নত। বই পড়ার দিক থেকে পৃথিবীর সেরা ৫টি দেশের নাম যদি উল্লেখ করি তাহলে তালিকাটি দাঁড়াবে এরকমঃ সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশের মানুষ বছরে ২,৭৫,২৩২টি বই পড়ে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন। এই দেশের মানুষ বছরে ২,০৮,৪১৮টি গ্রন্থ পাঠ করে। তৃতীয় অবস্থানে আছে ইংল্যান্ড, তাদের পঠিত বইয়ের সংখ্যা ১,৮৮,০০০। চতুর্থ অবস্থানে আছে জাপান এবং পঞ্চম অবস্থানে আছে জার্মানী। জাপানীদের পঠিত বইয়ের সংখ্যা ১,০৩৯,০৭৮, জার্মানীর সঠিক সংখ্যাটি জানা যায়নি। যদি একটু লক্ষ করেন দেখবেন মোট জিডিপির দিক থেকেও এই পাঁচটি দেশই পৃথিবীর শীর্ষে। সবচেয়ে বড়ো জিডিপির দেশ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন। সামরিক শক্তি, গ্রহ-নক্ষত্রে বিচরণের শক্তিও এই দুটি দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

অনেকে বলেন ভালো বই পড়তে হবে, আজে-বাজে বই পড়লে হবে না। কথাটা ঠিক, কিন্তু আমি বলি কেউ যদি আজে-বাজে বই পড়ে মজা পায়, মানে আনন্দ পায়, তাহলে তাকে আজেবাজে বই পড়তে বাঁধা দেবেন না। আজেবাজে বই পড়তে পড়তেই তার বই পড়ার একটা অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ধাপে ধাপে সে ভালো বইয়ের দিকে অগ্রসর হবে। কেউ যদি শুধু পর্ণোগ্রাফির বই পড়তে চায়, আমি বলি তাকেও বাঁধা দেবেন না, গালমন্দ করবেন না। পাঠকের ভালো বই পড়ার একটা দায় তো জাতির জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আছেই, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি দায় লেখক সম্প্রদায়ের, তার ভাষার মানুষের জন্য মানসম্মত বই রচনার একটা বিরাট দায়িত্ব লেখকের ওপর আপনা থেকেই বর্তায়, যদি কেউ নিজেকে লেখক মনে করেন। পৃথিবীর অনেক জাতির লেখকের মধ্যেই জনপ্রিয়তার মোহ থাকে, এই মোহে তারা গণমানুষের আগ্রহের জায়গাটিকে পুঁজি করেন, গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বই রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ভারতের বিখ্যাত লেখক খুশবন্ত সিং তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ৯৮ বছরে বয়সে লেখা 'লেসন্স লার্ন্ড ফ্রম মাই লাইফ' গ্রন্থে লেখকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কখনোই পাঠকের স্তরে নেমে লিখবেন না, আপনি লিখবেন আপনার লেখা'। এটি লেখকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পরামর্শ। একটি জাতির গড় বুদ্ধিমত্তা যেখানে আছে, সেখানে নেমে আপনি যদি বই লেখেন সেই বই বেশি মানুষ কিনবে, যদি তার চেয়ে সামান্য ওপরে উঠে লেখেন তাহলে পাঠক কিছু কমে যাবে, যদি তার চেয়ে অনেক ওপরে উঠে লেখেন তাহলে হয়ত সেই জাতির লোকেরা আপনার বই পড়বেই না। এক্ষেত্রে লেখক হিসেবে আপনি কি করবেন? বাংলাদেশের মানুষের গড় বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে ৭৪.৩৩। সাধারণত ৮৫ থেকে ১১৫ হলো মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা। ১১৫র চেয়ে বেশি যাদের তাদেরকে মেধাবী বলা হয়। ৮৫-র চেয়ে নিচে যাদের তাদেরকে স্বল্পবুদ্ধির মানুষ বলা হয়। বাংলাদেশের গড় বুদ্ধি স্বল্পবুদ্ধির পর্যায়ে পড়ে। গড় বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ অবস্থানে যেসব দেশ আছে সেগুলো হচ্ছে জাপান, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি। এসব দেশের মানুষের গড় বুদ্ধিমত্তা ১০৪ থেকে ১০৬।

বাংলাদেশের মানুষের গড় বুদ্ধিমত্তার কথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয়ই পাঠকদের একটা আগ্রহ তৈরী হয়েছে প্রতিবেশি দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মানুষের গড় বুদ্ধিমত্তা কত? হয়েছে না? বলছি, এই দুটি দেশও আমাদের প্রায় কাছাকাছি, তবে সামান্য ওপরেই আছে। ভারতের গড় বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে ৭৬.৭৪ এবং পাকিস্তানের ৮০.০০।

এখন কথা হচ্ছে বাংলাদেশের লেখকেরা যদি ৭৫ বুদ্ধিমত্তার গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে জাতির গড় বুদ্ধিমত্তা খুব সহজে ওপরে উঠবে না। লেখকদের কিছুকাল ৮০, এরপর ৯০, এরপর ১০০ এবং আস্তে আস্তে আরো ওপরের স্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থ রচনা করতে হবে। এটি হচ্ছে লেখকদের একটি বড়ো দায়বদ্ধতা। নিউইয়র্কে বইমেলা শুরু হচ্ছে, সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার সম্পাদক মনজুর আহমদ অনুরোধ করেছেন আমি যেন বই নিয়ে একটি গদ্য লিখে দেই। লেখাটি লিখতে গিয়ে এই কথাগুলোই মনে এলো।

প্রণাম

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

ইংরেজিতে একটা কথা আছে (দোস হু ইডুকেটেট স্টুডেনটস আর মোর ওনারেট ইভেন দেয়ার প্যারেনটস ফর দিস ওয়ানলি গিভ দ্যা লাইভ দোস দ্যা আর্ট অফ লিবিং ওয়েল)। অর্থাৎ যে শিক্ষকেরা আমাদের পাঠ দান করে তারা ও আমাদের পিতামাতার চেয়ে কম গুরুত্বপুর্ন ব্যক্তি নয়। কারন বাবা মা আমাদের পৃথিবীতে আনে আর শিক্ষকেরা আমাদের প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে। আজ শিক্ষক দিবসে জানাই আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম যাদের কাছ থেকে আমরা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহন করে মানুষ হতে পেরেছি এবং আমরা তাদের ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না। শিক্ষকের কত মূল্য বাদশা আলমগীরের ঘটনা আমরা সবাই জানি। শিক্ষকেরা হলো আমাদের জাতির বিবেক। বিশ্বে এমনও দেশ আছে যেখানে শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি বেতন দেওয়া হয়। শিক্ষকেরা আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে তিলে তিলে বড় করে।একটা জাতিকে সুশিক্ষিত করতে এবং একটা আদর্শবান জাতি গঠনে শিক্ষকদের কোন বিকল্প নাই। পরিবারকে বলা হয় যদি ও শ্বাশত বিদ্যালয় কিনতু গ্রামে এমনও পরিবার আগে ছিল বাবা ও মা কেউ পড়ালেখা জানে না এমনকি নিজেদের নাম ও সিগনেচার করতে পারে না। এমন পরিবারের কত ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শিক্ষা গ্রহন করে মানুষ হয়েছে তাদের পিছে শিক্ষকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শিক্ষকেরা ছাএদের আদর্শবান মানুষ হতে ও উওম চরিএ গঠন করতে আপ্রাণ চেষটা করে। শিক্ষকেরা হলো আমাদের সমাজের সূর্য্য তারা চারপাশে আলো ছড়ায়। তাদের মধুর ব্যবহার আমাদের সবাই কে আকৃষ্ট করে। তারা নম্র ও ভদ্র ভাবে চলেন এবং আমরা তাদের সেই পথ অনুকরন ও অনুসরন করি। তারা একটা সাদাসিধা জীবন যাপন করেন। তারা ছাএদের নিজেদের ছেলে মেয়েদের মত মনে করেন। তাদের কাছে ডেকে এনে সুপরামর্শ দেন। মাথায় কখন ও আদরের হাত বুলিয়ে দেন। আমার মনে পড়ে সেই প্রথমদিনের স্কুল জীবনের কথা। বাবা স্কুলে নিয়ে গেলে স্যারেরা কি সুন্দর করে আমার সাথে হেসে হেসে কথা বলেছিলেন। তাদের সেই ভালবাসার কথা আজ ও আমার মনে পড়ে। শিক্ষকেরা কত আদব কায়দা ছাএদের শিক্ষা দেন। ছাএরা ভুল পথে চললে তাদের সঠিক পথে ফিরে আসার পরামর্শ দেন। শিক্ষকেরা ক্লাসে আসলে ছাএরা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদর্শন করেন এবং শিক্ষকেরা ক্লাস নিয়ে চলে যাওয়ার সময় আবার দাঁড়িয়ে প্রণাম প্রদর্শন করেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে ও শিক্ষকেরা ছাএদের সচেতন করে তুলেন। কোন একটা বিষয় না বুঝলে শিক্ষকেরা একাধিকবার ছাএদের কে বুঝানের চেষ্টা করেন। ছাএরা ভালভাবে পড়ালেখা করলে শিক্ষকদের মন আনন্দে ভরে যায়।আমরা আজ আর স্কুল কলেজে নাই তারপরও স্কুল কলেজের স্যারদের দেখলে সবার আগে প্রণাম করি। অনেক সময় সাইকেল থেকে নেমে শিক্ষকদের সালাম প্রদর্শন করি। স্কুলে শিক্ষকদের ভালবাসায় আমাদের মন ভরে যেত। তাদের ভাল ব্যবহারের জন্য আমরা স্কুলে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করতাম। তারা ছিল আমাদের পথ প্রদর্শক। তারা আমাদের বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখান। আমরা ভালভাবে পডালেখা করলে ভাল মানুষ হতে পারব এ কথা তারা প্রায়ই বলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা আমাদের মধ্যে একটা কম্পিটিশনমূলক মনোভাব সৃষ্টি করে দিতেন। মাঝে মাঝে ক্লাসে অংক দিতেন কে সবার আগে অংকটা করে নিয়ে আসবে। আমরা সবাই আগে যাওয়ার চেষটা করতাম। কে কার চেয়ে ভাল ফলাফল করবে এ নিয়ে ছাএদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। যারা ক্লাসে একের থেকে দশের মধ্যে থাকত তাদের শিক্ষকেরা বেশি মেধাবি হিসাবে ভাবত। যে ফার্স্ট হত তাকে অনেক প্রশংসা করত। আমাদের সেই গুরুজনকে আমরা সব সময়ে মনে করি। এখন ও দেশে বেড়াতে গেলে সম্মানিত শিক্ষকের সাথে দেখা হলে সালাম না দিয়ে আসি না। স্যার কেমন আছেন বলি এবং স্যারের হাতে সময় থাকলে প্রাণ খুলে কথা বলে দোয়া আশির্বাদ নিয়ে ফিরে আসি।বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বেশি বেশি মনে পড়ছে আমাদের সেই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীদের কে। আজ ও আমরা বন্ধুরা একএে হলে স্যারদের নিয়ে কত গল্প করি। আমাদের স্যারেরা আছে আমাদের হৃদয়ে স্থান করে। অনেক সময় মনের অজান্তেই তাদের কথা মনে এসে যায়। কত ভাল পরামর্শ দিয়েছে । তাদের কত কথা শুনি নাই। তাদের কথা শুনলে আমাদের জীবনটা আরো সুন্দর হত। শিক্ষকেরা যে কত কষ্ট করে ছাএদের পডালেখা করান। তারা ছাএদের কাছ থেকে তেমন কিছু প্রত্যাশা করে না। ছাএরা ভাল কিছু করলে তারা খুশি হন এবং অন্তর থেকে দোয়া করে। আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই শিক্ষক দিবসে ঐ সব শিক্ষকদের যারা আমাদের সঠিকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন । এজন্য আমরা এত দূর আসতে পেরেছি। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমরা কখন ও ভুলব না। আমরা সব শিক্ষকদের প্রনাম জানাই। কত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা প্রভুর ডাকে পরপারে চলে গেছে। তাদের আত্মার মাফফেরাত কামনা করছি। সেই প্রাইমারী থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সব শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের জানাই প্রনাম এই শিক্ষক দিবসে। আমরা শুধু শিক্ষক দিবসে নয় বছরের প্রতিটা দিন পিতামাতার মত শিক্ষকদের ভালবাসি।

মাই ব্র্যাক লাইফ: দ্য বিকামিং অফ এ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট

এইচ বি রিতা

অনেক লেখকরাই তাদের নিজ নিজ ভাবনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেন এবং বই প্রকাশ করেন। পাঠক হিসাবে আমরা সেই বইটাই সংগ্রহ করি বা পড়তে আগ্রহী হই যা আমাদের টানে। মাঝেমাঝে আমাদের সংগ্রহে এমন কিছু বই চলে আসে, যা পড়ার পর মনে হয়, যদি এই বইটি আগে পড়ার সুযোগ পেতাম! এমনই একটি সন্তোষজনক এবং তাৎপর্যপূর্ণ বই হলো ড. আহমেদ মুশতাক রাজা চৌধুরীর লেখা 'মাই ব্র্যাক লাইফ: দ্য বিকামিং অফ এ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট।' বইটি তরুণ প্রজন্ম থেকে বৃহৎপরিসরে পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় ও অর্থবহ হতে পারে, যারা একটি উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন এবং যারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করতে আগ্রহী।

ড. মোশতাক বইটিতে ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকের কিছু কথা লিখেছেন। সে সময় ড. মোশতাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। একই সময় তিনি স্যার ফজলে হাসান আবেদের সাথে প্রথম দেখা করেন।স্যার আবেদ তখন লন্ডনে অ্যাকাউন্টিং বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। এটি এমন এক সময়যখন সদ্যস্বাধীন হওয়া দেশটি ধ্বংস, দারিদ্র্য, অনাহার ও দুর্দশা মোকাবেলা করতে সংগ্রাম করছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে জাতিকে পুনর্গঠনে সহায়তা করতে তাদের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠাপ্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সদ্যস্বাধীন জাতি সম্পর্কে প্রথম বইটি তখন জাস্ট ফাল্যান্ড এবং জ্যাক পারকিনসন লিখেছিলেন। বইয়ের শিরোনাম ছিল "Bangladesh: A Test Case for Development"। তারপর বইটি "Bangladesh: The Test Case for Development" শিরোনামে পরিবর্তন করেন। শিরোনাম পরিবর্তণে তারা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, 'এ দেশেউন্নয়ন সম্ভব হলে যে কোন দেশেই উন্নয়ন সম্ভব।' এবং তাই "The Test Case for Development" ন্যায্যতা পায়।

স্যার আবেদ তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে। তিনি তরুণ গ্র্যাজুয়েটদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশে আসতে ও তার সাথে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তরুণদের জন্য তখন দুটো পছন্দ ছিল, হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করা যা চার থেকে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে কিংবা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া, যার জন্য অল্প সময়ের প্রয়োজন। তরুণ মুশতাক তখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেন এবং দুই বছর তিন মাসের মধ্যে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তার থিসিস পেপারটি 'ব্র্যাক ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি'র উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

বাংলাদেশে ফিরে এসে তরুণ ড. মোশতাক ব্র্যাক সহ বহুজাতিক কোম্পানিতে কয়েকগুণ বেশি বেতনে চাকরি করার কথা ভাবেন। একসময় তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব, কিন্তু এটি কি জীবনের পরিপূর্ণতার মূল সারাংশ হওয়া উচিত? এরপর ১৯৮০ সালে সম্প্রদায়ের সেবার জন্য র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার গ্রহণের সময় স্যার আবেদ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, 'লোভের একটি সম্প্রদায় প্রয়োজনের জন্য সম্প্রদায়কে দখল করেছে।' এই কথাগুলো ড. মোশতাককে নিজ ভাবনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ব্র্যাকে ও স্যার আবেদের সাথে তিনি সারাজীবন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।তবে, পরবর্তি জীবনে তাঁর প্রতিভা এবং বৃত্তি তাকে অন্যান্য চাকরি এবং কৃতিত্বের দিকেও নিয়ে যায়।

ড. মোশতাকের বই নিয়ে বলতে গেলে, এটি মূলত "ব্র্যাক" এর উপর ফোকাস করা একটি বই। ব্র্যাক-কীভাবে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে বিকশিত হয়েছে, শিক্ষা এবং অশিক্ষা যা এর পথকে আলোকিত করেছে, ভুল এবং সাফল্যনিয়ে কিভাবে ছোট সূচনা থেকে ব্র্যাক আজকের ব্র্যাক হয়ে উঠেছে-সেসব কথাই বলা হয়েছে বইটিতে। একাডেমিক এবং ডেভেলপমেন্ট প্রোফেশনালদের জন্য ড. মোশতাকের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে বইটিতে প্রবর্তিত, শিক্ষণীয়। লেখকের বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যায় আমরা দেখতে পাই, ভিত্তি গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ, জনগণের ব্যাপারে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যাকের উদ্যোগগুলি সফল হয়েছে কারণ ব্র্যাকের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ট্রায়াল এবং ত্রুটির মধ্য দিয়ে যাওয়া যে কোনও ভুল সংশোধন করা এবং তারপরে সামনে এগিয়ে যাওয়া। কারণ ব্র্যাক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের একত্র করতে সক্ষম হয়েছিল যারা স্যার আবেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আস্থা রেখেছিলেন এবং তার সাথে দীর্ঘ পথ চলার জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। তাছাড়া, এটি একটি সহায়ক নীতি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেও কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল যা বেসরকারি খাত এবং এর বিনোদনকারীদের প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষের বিপরীতে উন্নতির জন্য পারস্পরিক শক্তি এবং সহযোগী হিসাবে দেখেছিল।

একজন গবেষক হিসেবে ড. মুশতাক ব্র্যাকের জটিল অনুশীলন অন্বেষণের তাৎপর্য ভূমিকা রেখেছেন এবং এই ফলপ্রসূ প্রকল্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ চালক হিসেবে তাঁর বইয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথ্য ও অভিজ্ঞতা উৎসর্গ করেছেন।লেখক মাঠপর্যায়ের পরীক্ষা এবং অনুসন্ধান জরিপের কাজটি ব্যাখ্যা করেছেন যা গঠনমূলক অনুশীলনে, কী কাজ করে এবং কী কাজ করে না, তা ব্যাখ্যা করে। তিনি একইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে গবেষণা ব্র্যাকের অসংখ্য উদ্যোগ, পরীক্ষা এবং উদ্ভাবনের সাফল্যে অবদান রেখেছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তাকে তাঁর পরীক্ষার দক্ষতার উন্নতিতে সাহায্য করেছে এবং একজন গবেষক, শিক্ষাবিদ ও বাস্তব ভিত্তিতে একজন পাবলিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রকৃত কারণের ভিত্তি তৈরিকরেছে। তিনি লিখেছেন, 'গবেষণায় আমার অংশগ্রহণ কোনো দুর্ঘটনা ছিল না; আমার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল নিরুৎসাহিত হতদরিদ্র ব্যক্তিদের উপকার করা। আমি এই কল্পনাকে

লেখক আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

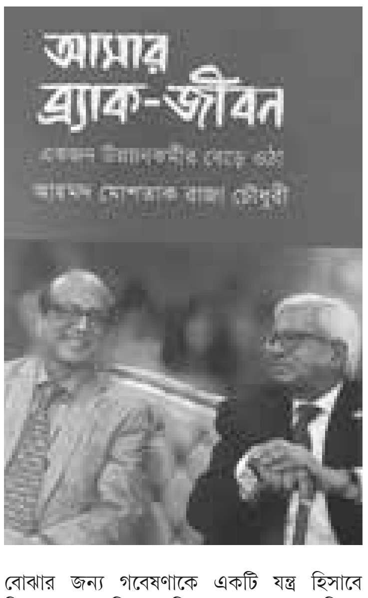

বোঝার জন্য গবেষণাকে একটি যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করেছি। আমি আমার ব্যবস্থাগুলিকে সচেতনভাবে নিয়েছিলাম। অধ্যবসায় এবং উৎসর্গ ছিল আমার সমস্ত উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য প্রভাব।"

পাঠক হিসাবে আমরা তার বই থেকে জানতে পারবো, কীভাবে ব্র্যাকের উপস্থাপিত ন্যূনতম ব্যয়ের ব্যবস্থাগুলি বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারে এবং গ্রামের মায়েদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে স্বীকৃত হয়েছিল। আমরা বুঝতে পারবো প্রকল্পগুলি, উদাহরণস্বরূপ, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির মতো প্রোগ্রাম সাধারণ লবণ এবং অপরিশোধিত ব্রাউন সুগার ব্যবহার করে, বাংলাদেশের শিশুদের সমৃদ্ধিতে প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলি অর্জন করেছে। এই কাজগুলোর কোনটিই সহজ ছিল না।

প্রতিটি সাফল্যের গল্পের পিছনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ত্রুটি ছিল, আচরণগত পরিবর্তনগুলিকে ট্রিগার করার জন্য প্রচুর বোঝানোর প্রয়োজন ছিল, এবং সামাজিকভাবে সঠিক তথ্য দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বইটি থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি মধ্যস্থতার খরচ-পর্যাপ্ততা একটি পার্থক্য করেছে, এবং সেই গবেষণাটি সেই ব্যয়-কার্যকর এবং কম খরচের সমাধানগুলি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।লেখক ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিষ্ঠার সাথে পর্যালোচনা করেছেন যারা এটিকে অনুমেয় করে তুলেছে। আমরা বইটিতে খুঁজে বের করতে পারি, কিভাবে ড. মুশতাক এবং তার টিম ব্র্যাকের 'ফ্ল্যাগশিপ রিসার্চঅ্যান্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন' গঠন করেছিল এবং কীভাবে এটি ব্র্যাকের মধ্যস্থতা এবং বর্ধনের প্রস্তাবের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য বিশ্লেষণের গুণগত এবং পরিমাণগত সরঞ্জামগুলিকে মিশ্রিত করে কাজ করেছিল।

ব্র্যাকের প্রতিশ্রুতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং ব্যতিক্রমীভাবে প্রসারিত। যা নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচি থেকে শুরু করে বাইফোকালগুলিকে বিস্তৃতভাবে উপলব্ধ করার মাধ্যমে ব্যক্তিদের অধ্যয়ন এবং অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেয়। লক্ষ্যযুক্ত গ্রামীণউন্নয়ন কর্মসূচী থেকে উন্নত বীজ, মাছের জাত প্রবর্তন এবং হাঁস-মুরগির বিপর্যস্ত পরিবেশন-এমন কর্মসূচিতে যা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ক্ষুদ্রঋণ এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে মিশ্রিত করে। ডঃ মুশতাকের লেখা পাঠককে এই প্রকল্পগুলির একটি অংশকে অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে সাহায্য করবে যা অ্যাক্টিভিটি মডেল পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে। পাঠক এটাও জানতে পারবে কেন সমস্ত পর্যায়ে গবেষণা - আপস্ট্রিম, মিড-কোর্স এবং ডাউনস্ট্রিম - যে কোনও মধ্যস্থতার ফলাফলের জন্য মৌলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। জীবন বাঁচানো, জীবিকা প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং শিশুদের শিক্ষিত করা- বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে ব্র্যাকের এই প্রোগ্রাম প্রতিলিপি করা হয়েছে। প্রসঙ্গ এবং বিশদ বিবরণ, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের প্রতি মনোযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখকের উপলব্ধি, অগ্রগতি পেশাদারদের জন্য সহায়ক হবে যারা মাঠ পর্যায়ে এবং কার্যকর স্তরে হতাশা এবং কৃতিত্বের মধ্যে পার্থক্য কী-তা শিখতে আগ্রহী।

ড. মোশতাক দেশের শিক্ষার অবস্থা নিয়ে চিন্তিত বলেও উল্লেখ্য করেছেন। বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতির বিষয়ে তাঁর বেদনাদায়ক উপলব্ধি ও পরিবেক্ষণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। তিনি সতর্ক করে লিখেছেন, 'এটি একটি জাগ্রতসতর্কতা, জেগে উঠার কল নয়।'

'জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ' এর প্রতিষ্ঠাতা ডিন হিসেবে ড. মুশতাক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং কীভাবে এটি বিশ্বব্যাপী ড্রাইভিং ফোকাল পয়েন্টে বিকশিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি, তারা পরিবারের মালিকানাধীন জমির প্লট বিক্রি করে, পিছিয়ে পড়া স্কুলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন যারা সামাজিক-আর্থিকভাবে বিপরীত অবস্থান থেকে আসে। ডাঃ মুশতাক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্ট বৃত্তিকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল জার্নাল, 'দ্য ল্যানসেট'-এ প্রকাশনার মাধ্যমে এবং বাংলাদেশে ল্যানসেট লেকচার সিরিজের আয়োজনের মাধ্যমে ব্যাপক দর্শকদের মনোযোগের সাথে নতুন স্তরে নিয়ে যান। একই সময়ে, 'হেলথ ওয়াচ এবং এডুকেশন ওয়াচ' এর সাথে তাঁর অগ্রগামী কাজের মাধ্যমে, তিনি চাহিদা-চালিত কর্ম এবং পরিবর্তনগুলিকে ট্রিগার করার জন্য নীতিনির্ধারণ এবং জনসাধারণের মনোযোগের সাথে জ্ঞান এবং গবেষণার মিশ্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

ডক্টর মুশতাক যে সমস্ত বহুমুখী উদ্যোগ এবং কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন, সে সম্পর্কে পড়লে, যে কোন পাঠক এমন একজন ব্যক্তির সাথে পরিচিত হবেন, যিনি নিজেকে পর্দার আড়ালে মূল ভূমিকায় রেখে তাঁর অংশীদার এবং সতীর্থদের প্রত্যেককে সমস্ত কৃতিত্ব দিতে আগ্রহী ও প্রস্তুত থাকেন। স্যার আবেদ ব্র্যাকের সাথে তার দীর্ঘ কাজের সময়ে তাকে অর্পণ করা এমন অনেক উদ্যোগে রয়েছে, যেখানে তিনি নিজের ভূমিকাকে স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করেন। ডঃ মুশতাক বাংলাদেশে এডুকেশন ওয়াচ এন্ড হেল্থ ওয়াচের একজন স্বীকৃত ব্যক্তি হিসেবে, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে এবং সিটিজেন প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের সদস্য হিসেবে তার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে বাংলাদেশ SDGs-এর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

উল্লেখ যে, ডাঃ মোশতাক যখন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে জনস্বাস্থ্যের অধ্যাপনা করছিলেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মেয়াদে বাংলাদেশী অধ্যাপক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাকে রকফেলার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র উপদেষ্টার মর্যাদাপূর্ণ পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

স্যার আবেদ যখন তাকে বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর চাকরি এবং সম্মত জীবনকে ছেড়ে ফিরে আসেন এবং ব্র্যাকে যোগ দিতে দ্বিধা করেননি।

জীবন আমাদের যে সীমিত সময় দেয়, সে সময়টুকুতে মানুষের জন্য কিছু করার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত মূল্য নিহিত-তিনি লিখেছেন। এই জীবনী দৃষ্টান্ত তিনি স্যার আবেদের কাছ থেকে অর্জন করেছেন যা তিনি একাধিকবার এই বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায় পর্যালোচনা করেছেন। বইটি প্রকাশের পর এক বছরে, বইটির পাঁচটি পুনর্মুদ্রণ এবং সংস্করণ হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাপক পাঠকদের মধ্যে যে বইটি আগ্রহ তৈরি করেছে, এটি তারই প্রমাণ। বইটি হয়তো আরো অনেকেই পড়বেন এবং একজন অসামান্য মানুষের অস্তিত্ব থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন।

ড. মুশতাক বইটিতে তার অভিজ্ঞতা, অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করেছেন, শিক্ষাবিদ এবং উন্নয়ন কর্মীদের জন্য একইভাবে বইটি গুরুত্বের। লেখকের গল্প, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে, প্রতিষ্ঠান, মানুষ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ব্র্যাকের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ট্রায়াল এবং ত্রুটির মধ্য দিয়ে যাওয়া, যেকোন ভুলের প্রতিকার করা এবং তারপরে এগিয়ে যাওয়া, তাই ব্র্যাকের উদ্যোগ সফল হয়েছে। উপরন্তু, ব্র্যাক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের একটি দলকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল যারা স্যার আবেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

(পর্যালোচনাঃ মুস্তাফিজুর রহমান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, বাংলাদেশ। বাংলায় সারসংক্ষেপঃ এইচ বি রিতা। মাই ব্র্যাক লাইফ: দ্য বিকামিং অফ এ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট- বইটি নিয়ে নিউইয়র্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে ১৮ নভেম্বর শনিবার জ্যাকসন হাইটইসের ডাইভার্সিটি প্লাজা সংলগ্ন মুনলাইট রেস্টুরেন্টে। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে অনুষ্ঠিতব্য এ আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন লেখক ডঃ মোশতাক রাজা চৌধুরী। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এ আলোচনা সভার ব্যবস্থাপনায় থাকবে)

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী -দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নারী চিকিৎসক

প্রয়ান দিবসে জানাই শ্রদ্ধা

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮ জুলাই, ১৮৬১ - ৩ অক্টোবর, ১৯২৩) ব্রিটিশ ভারতের প্রথম দুই জন নারী স্নাতকের একজন এবং ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নারী চিকিৎসক। উনিশ শতকের শেষভাগে তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসায় ডিগ্রি অর্জন করেন এবং আনন্দীবাঈ জোশীর সাথে তিনিও হয়ে ওঠেন ভারতের প্রথমদিককার একজন নারী চিকিৎসক।

ব্রাহ্ম সংস্কারক ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনীর জন্ম হয় ১৮ই জুলাই ১৮৬১ তে বিহারের ভাগলপুরে। তার মূল বাড়ি ছিলো বাংলাদেশের বরিশালের চাঁদশীতে। তাঁর বাবা ভাগলপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

দ্বারকানাথ ও তাঁর বন্ধু কাদম্বিনীর পিসতুতো দাদা মনমোহনের হাত ধরে কাদম্বিনী তাঁর পড়াশোনা আরম্ভ করেন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি ১৮৭৮ সালে প্রথম মহিলা হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করেন। তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে বেথুন কলেজে প্রথম এফ.এ (ফার্স্ট আর্টস) এবং তারপর অন্যান্য স্নাতক শ্রেণি আরম্ভ করে। কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁরা বি.এ পাস করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন ভারতে এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর কাদম্বিনী দেবী সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ডাক্তারি পড়বেন।

১৮৮৩ সালে মেডিকেল কলেজে ঢোকার পরেই তিনি তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে বিয়ে করেন। দ্বারকানাথ বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ও মানবদরদী সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। যখন তিনি বিয়ে করে তখন ৩৯ বছর বয়েসের বিপত্নীক, কাদম্বিনীর বয়স তখন ছিল একুশ। কাদম্বিনী ফাইন্যাল পরীক্ষায় সমস্ত লিখিত বিষয়ে পাস করলেও প্র্যাকটিক্যালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অকৃতকার্য হন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাকে জিবিএমসি (গ্র্যাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ) ডিগ্রি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসারীতিতে চিকিৎসা করবার অনুমতি পান। মেডিক্যাল কলেজে পড়াকালীন তিনি সরকারের স্কলারশিপ পান যা ছিল মাসে ২০ টাকা।

তিনি পাঁচ বছর মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করার পর বিলেত যাবার আগে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কিছুদিন লেডি ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে কাজ করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজমাতার চিকিৎসার্থে নেপাল যান। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বে শহরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম যে ছয় জন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন কাদম্বিনী ছিলেন তাঁদের অন্যতম একজন। পরের বছর তিনি কলকাতার কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। কাদম্বিনী ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম মহিলা বক্তা। কাদম্বিনী গান্ধীজীর সহকর্মী হেনরি পোলক প্রতিষ্ঠিত ট্রানসভাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি এবং ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই অধিবেশন মহাত্মা গান্ধীর সম্মানের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। কাদম্বিনী চা বাগানের শ্রমিকদের শোষণের বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তিনি তাঁর স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন যিনি আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের কাজে লাগানোর পদ্ধতির নিন্দা করেছিলেন। কবি কামিনী রায়ের সাথে কাদম্বিনী দেবী ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে বিহার এবং ওড়িশার নারীশ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

"ফিজ দিলেই শহরে মিলবে যুবতী ডাক্তারের সেবা।"

হেডলাইন দেখে গাঙ্গুলি বাড়ির বড়ো কর্তা হাতের খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন মেজো বউকে একবার ডেকে দাও তো। একগলা ঘোমটা দিয়ে ভাসুর ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন কাদম্বিনী। ডেকেছেন দাদা? ভাসুরের কণ্ঠে যেন মেঘ ডাকলো। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বঙ্গবাসী পত্রিকাটি দেখিয়ে বললেন, পড়ে দেখো। তোমার জন্য তোমার স্বামীর, আমাদের পরিবারের সম্মান আজ কোথায় নেমেছে। নিজের জেদটাকেই চিরকাল বড়ো করে দেখলে। আর দ্বারকাও তোমার তালেই তাল দিয়ে গেলো। ছি ছি, খবরের কাগজ দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

কৌতূহলের সঙ্গে পত্রিকাটি তুলে নিলেন কাদম্বিনী দেবী। প্রথম পাতাতেই চোখ আটকে গেলো। কান মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো রাগে। কী নির্লজ্জ আক্রমন, কী কুৎসিত কার্টুন। দ্বারকানাথ রূপী একটি ভেড়া, তাঁকে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছেন কাদম্বিনী। তাঁর পাশে রসিয়ে রসিয়ে প্রকাশ করা

হয়েছে তাঁর খবর। "ফিজ দিলেই শহরে মিলবে যুবতী ডাক্তারের সেবা।" কি নির্লজ্জ ইঙ্গিত !

রাগে অভিমানে চোখে জল এলো তাঁর। একটা মেয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচবে, ঘর সংসার সামলে পড়াশোনা করবে, তাতে সমাজের এতো জ্বালা কিসের? তাঁর স্বামী এতে সমর্থন দিয়েছে বলে এতো কুরুচিকর আক্রমন!! আর বাইরে কাকে বলবেন? তাঁর ভাসুর, তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলেই তো অমনটাই ভাবেন। তবে স্বামী পেয়েছেন ভাগ্য করে। নারী উন্নতির ফাঁকা বুলি না, মন থেকে বিশ্বাস করেন নারীদের শিক্ষা,নারীদের সাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। নিজের স্ত্রীর পাশে সর্বান্তকরণে দাঁড়িয়েছেন সবসময়।

দোষ কী কাদম্বিনীর? ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা স্নাতকের ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি চেয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। বাধা এসেছিল পদে পদে। প্রথমে সমাজ, প্রতিবেশী, আত্মীয় সকলে চমকে উঠেছিল। সে কি! মেয়ে পড়বে ডাক্তারি! সব ছেলেদের মাঝে একা! শরীর নিয়ে শিক্ষা। ইজ্জত থাকবে সেখানে? সমাজ কী বলবে? চারদিকে নেতিবাচক কথার মাঝে সায় দিলেন বাবা। তুই ডাক্তারী পড়। সমাজের ফালতু কথায় কান দিসনা। মহিলা ডাক্তার খুব দরকার এই পোড়া দেশের। এরা ধর্ম ধরে বসে থেকে বাড়ির মেয়েদের পুরুষ ডাক্তার দেখাবে না, আবার মেয়েদের ডাক্তারও হতে দেবে না। মাঝখান থেকে মরবে ঘরের মেয়েগুলো।

সেই উদার মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক মানুষটির নামে এমন কুৎসা! শিক্ষা দিতে হবে বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহেশ পালকে। আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। দ্বারকানাথ বললেন, ছেড়ে দাও, কী দরকার এইসবে? কিন্তু কর্তব্যে অটল কাদম্বিনী। বললেন, না। এই লড়াই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার ঘরে ঘরে যেসব মেয়েরা শিক্ষার জন্য গুমরে মরছে, সমাজের ভয়ে এগোতে পারছে না। এ লড়াই তাদের জন্য। যাতে শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসা নারীদের কেউ কলঙ্ক লাগাতে না পারে, এ লড়াই তার জন্য লড়াই। লড়লেন তিনি। মহেশ পালকে ১০০ টাকা জরিমানা আর ৬ মাসের কারাবাসের ব্যবস্থা করে তবে থামলেন।

আইনের লড়াইতে জিতলেও, সমাজের লড়াইতে জয়ী হওয়া অতো সহজ ছিলনা। রক্ষণশীল সমাজ রীতিমতো ঘৃনার চোখে দেখতো তাকে। এমনই এক পরিবার ছিল কলকাতার রায়চৌধুরী পরিবার। গৃহকর্তা মনে করতেন মেয়েদের স্থান অন্দরমহলে। আধুনিক শিক্ষা বিগড়ে দেয় মেয়েদের। সেই পরিবারের আদরের কন্যা সন্তানসম্ভবা। মেয়েকে নিজের কাছে আনিয়ে রাখলেন। একদিন রাত্রে প্রসব বেদনা উঠলো। ধাই মা বলা ছিলো। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলো। মেয়ে তখন যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। পরিবারের চিকিৎসকের ডাক পড়লো।তিনি পর্দার বাইরে বসে শুনে শুনে নিদান দিতে শুরু করলেন। ধাই সুবিধা করতে পারলেন না। আসতে আসতে এলিয়ে পড়তে লাগলেন সুলতা। ডাক্তার সেন কর্তাকে ডেকে বললেন, এইভাবে চিকিৎসা সম্ভব না। যদি পুরুষ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা না করান, কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে কল দিন। সম্প্রতি লন্ডন থেকে বিরাট ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছেন। একটু ইতস্তত করে কর্তা বললেন, এই রাত্রে তিনি আসবেন? সমাজ কী বলবে তাঁকে? ঝংকার দিয়ে উঠলেন ডাক্তার সেন। সমাজ বলতে তো আপনাদের মতো গোঁড়া লোকেরা। আধুনিক পৃথিবীতে তাদের মতামতের কোনো দাম নেই শিক্ষিতদের কাছে। আপনারা এবার মুখ বন্ধ রাখুন। মেয়েটাকে বাঁচান আগে।

লজ্জা, সংস্কার, ঐতিহ্যের অহংকার চেপে রেখে রায়চৌধুরী বাড়ির গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো কাদম্বিনীর দ্বারে। কাদম্বিনী জানতেন এই রক্ষণশীল পরিবারটিকে। গাঙ্গুলিদের সমাজচ্যুত করার জন্য তাঁরা খুবই সচেষ্ট ছিলেন। সেই পরিবার আজ তাঁর শরণাগত। মুহূর্তে তৈরি হলেন তিনি। গাড়িতেই শুনে নিলেন কেস হিস্ট্রি। তৈরি হলেন মনে মনে, আজ তাঁর আসল পরীক্ষা। রায়চৌধুরী বাড়িতে সেদিন যমে মানুষে টানাটানি। খুব ক্রিটিকাল কন্ডিশন। পেশেন্ট খুব খারাপ অবস্থায়। তিনি বললেন আপনাদের গাফিলতিতে আজ এই পরিস্থিতি। পেশেন্টকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু বেবির কোনো গ্যারান্টি নেই। অবশেষে বেরিয়ে এলেন ক্লান্ত কাদম্বিনী দেবী। ঘরের ভেতরে কান্নার আওয়াজ। না সে আওয়াজ দুঃখের নয়, কচি গলার কান্না, স্বস্তির কান্না। রায়চৌধুরী বাবু এগিয়ে এলেন। কাদম্বিনী গম্ভীর মুখে বললেন আপনার মেয়ে সুস্থ আছে। বেবিও পুরো ফিট। নাতনি হয়েছে আপনার। প্রৌঢ়ের চোখে চকচক করে উঠলো জল। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাই? আশীর্বাদ করুন এই মেয়ে যেন আপনার মতোই ডাক্তার হয়। আপনার ফিজ কতো দেবো মা? হঠাৎ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেলো কাদম্বিনীর গলা। ফিজ দিতে হবে না। যেটা বললেন সেটাই করুন। মেয়েটাকে শিক্ষা দিন। বিকশিত হতে দিন কুঁড়ি গুলিকে।হুস করে বেরিয়ে গেলো কাদম্বিনীর গাড়ি।

এই হলেন কাদম্বিনী। সমাজের কলঙ্ক গায়ে মেখেও সংকল্পে ছিলেন অটুট। রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাদের অসুস্থতায় ডাক পেলেই যেতেন রাতবিরেতে। চিকিৎসার বিনিময়ে সংকল্প করিয়ে নিতেন মেয়েদের শিক্ষা দেবার। তাঁর থেকে সাহস পেয়ে, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু নারী এগিয়ে এসেছেন নিষেধের বাধা ঠেলে। এগিয়েছে সমাজ, এগিয়েছে দেশ।আজ ভারতের যত মহিলা চিকিৎসক, সবার কাছে তিনি ভগীরথ, পথপ্রদর্শক।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, শুধু চিকিৎসক নন, এক লড়াই, এক সংস্কারক, এক প্রেরণা। কিন্তু তিনি আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে। তাঁর নামে হয়নি মেডিকেল কলেজ, রাস্তা, মূর্তি কোনো কিছুই। তিনি তা চান ও নি। যা চেয়েছেন তা হয়েছে, হাজারে হাজারে মেয়ে নিচ্ছে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ। স্বপ্ন দেখছে চিকিৎসক হবার। সেই স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন তিনি |

হতে পারে সেটা উনিশ শতক। হতে পারে নবজাগরণের লগ্ন। কিন্তু তখনও সব অন্ধকার কাটেনি। তখনও নারীর জয়গান সর্বত্র গীত হতে শুরু করেনি। তখনও নারীর চলার পথে প্রভূত বাধা। এরকম কত বাধা, কত সঙ্কট পেরিয়ে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি 'কাদম্বিনী গাঙ্গুলি' হয়েছিলেন।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩ অক্টোবর একটি অপারেশন সেরে বাড়ি ফেরার পথে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় কাদম্বিনী গাঙ্গুলির।

৩ অক্টোবর প্রয়াণ দিবসে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি রইলো সেই মহীয়সী নারীর প্রতি।

ধরণীর বুকে স্বর্গনরক

কামাল কাদের

বুড়িগঙ্গার নদীর ওপারে গ্রামটি। বর্তমানে গ্রাম বললে ভুল বলা হবে। বুড়িগঙ্গার উপরে ব্রিজটি চালু হওয়ার পর সেই গ্রামটিকে এখন ছোটখাটো শহর বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। নাম তার হাসনাবাদ। সেখানে অত্যাধুনিক এক হাসপাতাল রয়েছে, নাম-রিভার ভিউ ক্লিনিক। কবির তার মা'কে সেই হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে এসেছে। মা জেবুন্নেসার দুটি কিডনিই অকেজো। ডায়ালাইসিসের উপর নির্ভর করে জীবন চলছে। কিডনি ট্র্যান্সপ্লেন্টের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। কতদিন অপেক্ষা করতে হবে তা শুধু আল্লাহ্ই জানেন।

মা'কে যে ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে, সে ওয়ার্ডের সংলগ্ন ওয়ার্ড থেকে এক রোগীর আর্তচিৎকারে কবির রীতিমতো চমকে উঠলো। ক্ষণে ক্ষণে রোগী আকাশ পাতাল ভেদ করে হাউমাও করে কেঁদে উঠছে আর বলে চলছে, "ডাক্তার,আমাকে মেরে ফেলো! আমি আর বাঁচতে চাইনা! এ ব্যথা আমি আর সহ্য করতে পারছিনা, আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলো।"

ডাক্তার সহানুভূতির স্বরে বলছেন, "জীবনমৃত্যু আল্লাহ্ এর হাতে। আমরা, আপনার ব্যথার উপশমের জন্য মরফিন ইনজেকশন দিয়েছি, এর বেশি আমাদের কিছু করণীয় নেই।"

"তাহলে মরফিন ইঞ্জেকশনের মাত্রা বাড়িয়ে দাও।"

"তা হয় না!"

"কেন হবে না?"

"মাত্রা বাড়িয়ে দিলে আপনি মারা যাবেন।"

"আমি তো মরতে চাই!"

"আমরা ডাক্তার হয়ে এ অপরাধ করতে পারিনা। আইনের চোখে এ কাজ অবৈধ। আমাদের কাজ হলো মানুষকে বাঁচানো, মারা নয়। আল্লাহ কে ডাকুন, আমাদের চিকিৎসা বিদ্যায় যা করা যায় তাই করে যাচ্ছি।"

রোগী হামিদ চৌধুরী লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত। রোগ সমস্ত শরীর ছড়িয়ে এখন ফুসফুসে এসে বাসা বেঁধেছে। লিভার ট্র্যান্সপ্লেন্ট করারও সুযোগ নেই। এমতঅবস্থায় রোগীর অসহ্য ব্যথাটিকে কন্ট্রোল করে তাকে যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে রাখা যায়, তারই চিকিৎসা চলছে।

কবির মাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে বাসায় ফিরলো। আজকের হাসপাতালের সেই করুণ চিৎকার তার মনের গহীনে তোলপাড় শুরু করেছে! কেমন যেন এক মিশ্রপ্রক্রিয়া অনুভব করলো। মানুষের জীবনে কেন বিধাতা এতো কষ্ট দেয়? এতে তো মনে হয় স্বর্গ নরক এই পৃথিবীতেই রয়ে গেছে। এর চেয়ে কষ্ট নরকে আর কি হতে পারে! মৃত্যুর পর কে স্বর্গে যাবে আর কে নরকে যাবে এ কথা আমরা কেউ জানিনা। আমরা সবাই কি সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্পাপ! পাপমুক্ত হয়ে দুদিন নিশ্চিন্ত মনে আরাম আয়েসে পৃথিবীতে থাকা যাবে এমন চিন্তা কি আমরা করতে পারি? তা হতে পারে না, কারণ দিনকাল যা পড়েছে প্রতি পদে পদে আমাদের পাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে! পাপের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। অনেকের ক্ষুধার জ্বালায় পেট পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে, কারো বা বিনা চিকিৎসায় অসহ্য বেদনায় শরীরের সর্বাঙ্গ বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা সান্তনার সুরে বলি, 'যেখানে দুঃখ নেই, সেখানে সুখ কখনো থাকে না। জীবন শুরু হয় শূন্য থেকে আর শেষ হয় শূন্য দিয়ে।'

পরদিন কবির বিকেলে তার মা'য়ের সাথে হাসপাতালে দেখা করতে গেল। মায়ের শয্যার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো। আবারও পাশের ওয়ার্ড থেকে আর্তনাদ! তার সাথে সেই করুণ সুর শুনতে পেল, ডাক্তার আমাকে মেরে ফেলো!

কিছুটা কৌতূহলবশত সে পাশের ঘরে ঢুকলো। দেখতে পেল ভদ্রলোকের মাথায় এক যুবতী হাত বুলিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, বাবা তুমি অস্থির হলে চলবে না। এতে অসুখ আরো জটিলতায় মুখোমুখি হতে পারে। ডাক্তাররা যতদূর সম্ভব তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছে না। শান্ত হও।

যুবতী কবিরকে এক নজরে দেখে জিজ্ঞাসা করল,

"আপনার পরিচয়?"

"আমার নাম কবির। পাশের ওয়ার্ডে আমার মা একজন ভীষণ অসুস্থ রোগী। আপনাদের ওয়ার্ড থেকে চিৎকার শুনতে পেয়ে দেখতে এলাম। মনে করবেন না আমি কোন কমপ্লেইন নিয়ে এসেছি। শুধু এসেছি মানুষটিকে এক নজর দেখতে যিনি কিনা এমন অসহ্য ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।"

"আমার নাম মমতা। তিনি আমার বাবা।"

"কি আশ্চর্য মিল আমাদের দুজনার। আপনার বাবা আর আমার মা একই পথের পথিক। হাসপাতালের বাগানে যমদূত গাড়ি নিয়ে বসে আছে তাদের জীবন নেয়ার জন্য। এদিকে হাসপাতালের ডাক্তাররা যমদূতকে ঘুষ দিয়ে তাদের জীবনটাকে এক্সটেনশন করে নিচ্ছে। ক'দিন

এক্সটেন্সানে থাকে, কে জানে!"

"আমি তো আমার বাবার এরকম কষ্ট দেখে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনা।"

"আমরা এর চেয়ে বেশি কি বা করতে পারি! এ সময়ে আমাদের মানসিক শক্তি ধরে রাখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আমাদের মন অন্যদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের এই চরম আবেগকে হাতের মুঠোয় বন্দী করে নিজেকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। এর থেকে কোনো মুক্তি নেই।"

"আচ্ছা! আপনি কি দর্শনশাস্ত্রে লেখা পড়া করেছেন?"

"না। যা কিছু জেনেছি, শিখেছি, সবই এ জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে।"

"আপনি তো আজব লোক। যদি কিছু মনে না করেন, জানতে পারি কি আপনি কি করেন?"

"একটা NGO তে কাজ করি। অক্ষম এবং দুর্বল বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাই। নিম্নবিত্তের ঘরে জন্মেছিলাম, লেখাপড়া শিখে মধ্যেবিত্ত হয়েছি, সমাজ তো তাই বলে। ভাবলাম টাকা পয়সা দিয়ে ওই সমস্ত প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়মিত সাহায্য করা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। শ্রম দিয়ে যদি ওদের মুখে কিছুটা হাসি ফুটাতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং! আপনাদের কাজটা একটু সবিস্তারে বলবেন"

"আসলে আমি অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, ইন্টিলেকচ্যুয়্যাল ডিলে-তে থাকা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি।

"সত্যিই আপনি সমাজের এক মহৎ কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।"

"আসলে এই কাজগুলি সম্পূর্ণভাবে আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের উদারতায় চলে। যদি কেউ আমাদের এই কর্মধারার সাথে একমত থাকেন, তাহলে তাদের দেয়া চাঁদা আমরা দান হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। অবশ্য কেউ সাহায্য করার আগে প্রথমে আমাদের কাজ কর্মগুলি পর্যবেক্ষণ করেন তারপর সন্তুষ্ট হলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এ ভাবেই আমাদের সংস্থাটি চলছে।"

"আমি মানে আমরা যদি আপনাদের সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য করে কোনো উপকারে আসতে পারি, তাহলে সেটা গ্রহণ করবেন কি?"

"তা আর বলতে! নিশ্চয় গ্রহণ করা হবে।"

"জানিনা কোন পাপে আমার বাবাকে এই অমানুষিক কষ্ট করে যেতে হচ্ছে। আমাদের প্রচুর স্বয় সম্পত্তি রয়েছে। আমি একমাত্র ওই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সেগুলি দান করে যেতে চাই। কি হবে এ সমস্ত সম্পত্তি রেখে, যেখানে আমাদের জীবনের কোনো সুখ নেই। দান করে যদি ওই সকল বাচ্চাদের জীবনকে উন্নত করা যায়, তাহলে হয়তোবা কিছু সময়ের জন্য নিজেদের মনকে সান্তনা দেয়া যাবে। অভাগা মানুষদেরকে ভালোবাসতে শিখেছি। ভালোবাসা দিয়েই তো ভালোবাসা পাওয়া যায়। হয়তোবা এভাবেই নরকের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হলেও হওয়া যেতে পারে।"

"হয়তো! কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? আমার তো মনে হয় এ পৃথিবীটাই হলো পাপপুণ্যের জায়গা। যে যার ভালো মন্দ কাজের পুরস্কার অথবা শাস্তি এখানেই ভোগ করবে। এখন এটা নির্ভর করছে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর।"

"আপনি আমাকে এক নুতন জগতের পথ দেখালেন!"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

কবির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

মার্কিন ঔপন্যাসিক মার্ক টোয়েনকে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বর্গ এবং নরক সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দুদিকেই আমার বন্ধুরা আছেন। তাই এ বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করা উচিত হবে না।

স্নিগ্ধতার মুগ্ধতায় ফিরে ফিরে আসে শরৎ

শেখর ভট্টাচার্য

যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন প্রকৃতির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকান তাদের প্রতি আমার অন্যরকম ভালোবাসা। প্রকৃতিকে ভালোবাসে যে মানুষ সে মানুষের হৃদয় সংকীর্ণ হতে পারেনা। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষেরা জাগতিক হলেও স্বচ্ছ জলাশয়ে শুভ্র মেঘের ছায়া দেখে তাদের মন অপার্থিব আনন্দে ভরে ওঠে। বর্ষা শেষে প্রকৃতি যখন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রূপে নিজেকে সাজায় তখন মানুষের হৃদয় আকাশেও রূপালি রোঁদ্দুরের উঁকিঝুঁকি! বর্ষাবসানে প্রখর উজ্জ্বলতা নয়, মায়াময় স্নিগ্ধতা মাখা অনির্বচনীয় সৌন্দর্য নিয়ে শরৎ উপস্থিত হয়। শরতের এক ধরণের স্তব্ধতা আছে। স্তব্ধতার ছন্দ আছে, গান আছে, ধ্বণি আছে, শব্দ আছে। কে শুনতে পায় সে শব্দ, ধ্বণি। বাংলার কবিরা তা' শুনতে পান। তারা কান পেতে রাখেন সে শব্দ শুনার জন্য। জীবনানন্দ তাই বলেন "সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে।" শিশিরের শব্দ শুনতে হলে কান পেতে থাকতে হয়। শরৎ এলে ঘাষের ডগায় শিশিরের ফোটার ভেতর ঝক ঝকে প্রকৃতি নব বধুর মতো মুখ নুইয়ে রাখে। শরৎ, বসন্তের মতো উজ্জ্বল নয়। শরৎ নববধুর মতো লজ্জায় অবনত। লজ্জাবতী গাছের পাতার মতো। সামান্য স্পর্শে নিজেকে গুটিয়ে রাখে।শরৎ অনেকটা বাঙালি জীবনের মতো। কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি। কখনো কাশের মতো সাদার ঢেউ খেলে যায় জীবনে আবার নীল আকাশের মত অনিন্দ্য সুন্দর রঙে জীবন ভরে ওঠে। জীবনে নিঃস্তব্ধতা যেমন আছে তেমন শেফালি ফুলের মতো মুক্তোর আভাও আছে। শারদীয় সকালে যেমন গাম্ভীর্য আছে, একই ভাবে আছে সোনালী রোদের উচ্ছ্বলতা।

শরতের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ শরতের শান্ত, সৌম্য রূপে বিভোর হয়ে প্রকৃতিতে ভেসে বেড়াতেন। শরতের নৈঃশব্দের সৌন্দর্য তাকে নিয়ে যেতো অন্য লোকে। বর্ষাবসানে ঝকঝকে প্রকৃতির আহব্বান তিনি শুনতে পেতেন। প্রকৃতির অনুষঙ্গ গুলোর আগমনে তিনি পুলক বোধ করতেন। শরতের প্রতি অপার ভালবাসা তিনি তার সঙ্গীতে, কবিতায় উন্মোচন করেছেন।তিনি যখন গীতি কবিতায় লিখেন- "শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে/আনন্দ গান গা রে হৃদয়, আনন্দ গান গা রে/ নীল আকাশে নীরব কথা শিশির ভেজা ব্যাকুলাতা/ বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে/" আহা কী অদ্ভুত শরত বন্দনা। শরতের অনিন্দ্য সুন্দর কোমল সুর্যালোকে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।" কী অপূর্ব বর্ণনা, মনে হয় যেনো শরতের ছবি দৃশ্যমান করে তুললেন কলমের তুলি দিয়ে। এরকম বর্ণনা বাঙালি মনকে শরতের অপূর্ব রূপ মাধুর্যকে অনুভব করার জন্য প্রস্তুত করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন বসন্তের উজ্জ্বল বাহারি রঙের মতো নয় আবার শীতের প্রকৃতির মতো রুক্ষও বলা যাবেনা। তবে বাঙালি জীবনে খরতপ্ত গ্রীষ্মের পর শান্তির বারি নিয়ে আসে বর্ষা। গ্রীষ্মের তপ্ত রোদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পাখিরাও আশ্রয় খোঁজে গাছের ডালে। রোদ্রের তীব্রতা এড়াতে পথেঘাটে মানুষ খোঁজে একটুখানি ছায়া।প্রচন্ড গরমে যখন প্রশান্তির ছায়ার আশ্রয় খোঁজে সকল শ্রেণির মানুষ, তখনও গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপ থেকে বাঁচতে ছায়ায় আশ্রয় নেবার মতো সময় পায়না শ্রমজীবী মানুষ। অসহ্য গরমকে উপেক্ষা করে অবিচলভাবে চলতে থাকে তাদের জীবন ও জীবিকা। প্রান্তিক বাঙালির কঠিন জীবনে রূপ, রসের ধারা বইয়ে দিয়ে বর্ষা আসে, বর্ষার অপরূপ ছন্দময় বৃষ্টি অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।বর্ষাবসানে স্নিগ্ধ, সুন্দর, মার্জিত বাঙালি বধুর মতো শরৎ ঘোমটা খোলে। প্রকৃতির ঘোমটা কিন্তু ঝলমলে উজ্জ্বল বেনারসি শাড়ির মতো নয় বাংলার কারিগরদের শিল্পীত হাতে তৈরি মার্জিত জামদানি শাড়ি। এই শিল্পীত সুন্দর ঋতুকে ভালো না বেসে থাকতে পারেননি বাংলার কবি, চিত্রশিল্পি থেকে শুরু করে সকল সৃষ্টিশীল মানুষ। শরতের স্নিগ্ধতায় মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন মহাকবি কালদাস। কালিদাসই প্রথম বলেছিলেন শরৎ নববধূর মতো।কী অসাধারণ উপস্থাপনা।কালিদাস বলেছিলেন, "প্রিয়তম আমার ঐ চেয়ে দেখ/ নব বধূর ন্যায় সুসজ্জিত শরৎকাল সমাগত"।

আমরা কী দেখেছি নববধূর মত সমাগত শরত কালকে। যারা আমার মতো নগরে বসবাস করেন তাদের বর্ষা ছাড়া আর কোন ঋতুকে দেখার সুযোগ হয়না। অন্য ঋতু গুলোকে অনুভব করতে পারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক বদ্ধ ঘরের ভেতর নৃত্য, গীত সহকারে বসন্ত বরণ, বরষা উদযাপন কিংবা হেমন্তকালে নবান্ন উৎসবে উপস্থিত হয়ে দুধের স্বাধ ঘোলে মেটাতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার বকুলতলায় উদযাপন করা হয় প্রতি বছর শরৎ উৎসব। নাচ, গান আর আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শরৎ বন্দনায় অংশ নেন শিল্পীরা। চারুকলাতে নবান্ন উদযাপিত হয়, বর্ষবরণ হয় প্রতিটি ঋতুর আবাহন করে চারুকলার শিক্ষার্থীরা। একইভাবে সারা দেশে বিভিন্ন বদ্ধ ঘরে অথবা কৃষ্ণচূড়া, শিরীষ প্রাঙ্গণে ঋতু আবাহন ও বন্দনা করা হয়। প্রতিটি ঋতুর অপার্থিব সৌন্দর্যে স্নাত হওয়া আর বদ্ধ ঘরে কিংবা ছাদের নিচের কৃষচূড়া তলায় ঋতুকে আবাহন করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এ'ভাবে অংশ নিয়ে ঋতুকে কী অনুভব করা যায়না। শুধু মাত্র ঋতুর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা যায়।

আমরা যদি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে পান করতে চাই, জীবনে সুন্দরকে আবাহন করতে চাই তাহলে বৈচিত্র্যময় ঋতুর স্পর্শ পেতে হবে। শরৎ সন্ধ্যায় আল-ধরা পথ ধরে, ডানে বামে সামান্য সোনালী রঙের ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একা একা হেঁটে গেলে মানুষ উদাসী হয়ে যায়।এই যে মনের ঔদাসীন্য তাহলো শরতের সাথে মনের যোগসূত্র ঘটানো। খালি পায়ে শিশিরের স্পর্শের অনুভুতি, মনের ভেতরের বাউল মানুষকে জাগিয়ে তুলে। মানুষের ভেতরের দার্শনিক মানুষ যখন জেগে ওঠে তখন মানুষ আর অমানুষ হতে পারেনা। থোকা থোকা শিউলির সৌন্দর্য পিপাসু হয়ে পড়ে। সত্য, সুন্দর তার সহযাত্রী হয়।

শরৎ মানেই শিউলি ফোটার দিন। শিউলির মধুগন্ধ ভেসে বেড়ানোর দিন। শিউলির আরেক নাম শেফালি। আগের দিনে কবিরা শেফালি নামটাই বেশি ব্যবহার করেছেন। শিউলি বা শেফালি যা-ই বলি-না কেন, ফুল্টি হলো বাংলার শরতের প্রতীক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে শিউলির বিশাল বন ও তার তীব্র ঘ্রাণের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ সবাই বারবার শিউলির প্রশস্তি গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অন্তত ৮টি গান ও ২১টি কবিতায় শিউলির প্রসঙ্গ এনেছেন নানাভাবে। শিউলির ভেতরেই যেন তিনি শরতের সব সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন।

প্রেমের কবি, প্রেমিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সবার অলক্ষ্যে শিউলির সৌন্দর্য বিসর্জনকে দেখেছেন বিরহ জড়ানো গভীর দুঃখবোধ হিসেবে। তিনি গেয়েছেন "'তোমারি অশ্রু জলে শিউলি তলে সিক্ত শরতে/হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও...'। প্রেমের কবিকে শিউলির অপরূপ সৌন্দর্য অন্যরকম প্রেমাতুর করে তুলতো। শারদ রাতে তিনি আকুল হয়ে উঠতেন। তার সেই অমর সঙ্গীতে শিউলির প্রতি তার ভালোবাসার মূর্তমান হয়ে ওঠে। "শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ-রাতের বুকে ঐ/এমন রাতে একলা জাগি সাথে জাগার সাথি কই।" শারদ রাতে শিউলি ফুলের প্রতি তার এই আকুলতা চিরদিন প্রেমিক হৃদয়ে ঢেউ তুলে যাবে।

শরতে নদীর রূপে এক ধরনের স্নিগ্ধ মুগ্ধতা খুঁজে পাওয়া যায়।মনে হয় শান্ত মেয়ের আচল ওড়ে যায় শরতের নদীর ঢেউয়ের ছন্দের তালে। নদীর দু'কূল ছাপিয়ে বানের জলকে সরিয়ে দিয়ে আন্দোলিত হয় কাশবন। কাশের পেলব পাপড়ি গুলো দিনমান হাওয়ায় দোলে বাতাসে উড়ে যেতে চায়। কাশের বনের শ্বেত সমুদ্রের ঢেউ, ধ্যাণ মগ্ন হয়ে না দেখলে শরতের অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যকে প্রায় দেখা হয়ে ওঠেনা বললেই চলে। কাশের বন, নদীর ঢেউ, সুনীল আকাশের দুরগামী মেঘ যখন দিগন্ত ছাপিয়ে প্রকৃতির সাথে খেলা করে তখন বাংলার শরৎ দৃশ্যমান হয় প্রকৃতি প্রেমিক মানুষের সন্মুখে।

ফিরে আসি প্রথম কথায়, প্রকৃতিকে ভালোবাসার মানুষেরা মানুষকে ভালো না বেসে পারেন না, মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। মানুষ যদি প্রকৃতির অংশ হয়ে নিজ হাতে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তাহলে প্রকৃতির অংশ হিসাবে মানুষ কোন ভাবেই তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবেনা। প্রকৃতিকে ভালোবাসা, হৃদয় থেকে যেমন উৎসারিত হয় একই ভাবে প্রকৃতিকে ভালোবাসার গুরুত্বও বুঝিয়ে দিতে হয়।

শরতের দিনগুলোকে যেনো স্বপ্নের মতোই মনে হয়। চারপাশে ছড়িয়ে থাকে অনেক স্বপ্ন। আমরা সেসব স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে ভাবতে বসি কত কিছু! শরতের এই শুভ্র রূপ পবিত্রতার প্রতীক। এই পবিত্রতা দিয়ে আমরা অমানবিক মনকে পরিবার, সমাজ, দেশ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই আমাদের সুবরণ ভূমির অনেক বাইরে।

বৃষ্টি হচ্ছে

দীপঙ্কর গৌতম

বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি
তোমার কথার মতো বৃষ্টি হচ্ছে।
তোমার অসমাপ্ত- অবলা কথাগুলো শহরময় ভাসছে
কেমন আষাঢ়ে বৃষ্টি হচ্ছে- হালট ভিজছে ভিজছে মাঠ
কাক ভেজা ভবনগুলো ভিজছে।

রোদগুলো তোমার কাছে পাঠিয়েছি ইমেল করে-
আগামীকাল পাঠিয়ে দিও।
আমার ছাতা নেই- আর কিছু নেই
সব নিঃস্বতাগুলো বৃষ্টি এলেই মনে হয়।

বৃষ্টি হচ্ছে - চুলগুলো খুলে
খসখসে মেঘলা আকাশে শুকাতে দাও,
জল ভাসা কষ্টগুলো শিউলি ফুলের মতো তুলে নাও
ষোড়শী টোপরে।

রক্তিম অক্ষরের থোকা থোকা বিপ্লব

আশরাফ হাসান

যে যার পথে যাক
ছেড়ে দাও, ছুঁড়ে দাও
আরব্যরজনীর মারিখ খা গ্যাছে।
আবিদার রাক্ষসী গ্যাছে।
কামিল আমিলের আগুনশত্রুরা গ্যাছে।
অদূরে আঁটগিরু জটহিরো কামাইক্ষা যাক।
বালকরহস্য -এক, আকাশ যে বোঝেনি সে-ও যাক।

মধ্যাহ্নদ্রোহ নিয়ে খেলছে দাবাড়ু।
নৈঃশব্দ্যের কোলে বসে আছে শিশু- রাত।
পেছনে রাশরাশ তপ্তবেদনার মতো ধূম্রকেশ
সম্মুখে লেজতুলে বাতাস পোড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরি।
আকাশের জানালা যে খুলতে জানেনি, সে চলে যাক।

রক্তিম অক্ষরের থোকা থোকা বিপ্লব যে বোঝে
নিসে-ও যাক।
মধ্যাহ্নদ্রোহ ছড়িয়ে দিচ্ছে অগণন সূর্যপালক।

কবির কখনও মৃত্যু নেই

ইথার আখতারুজ্জামান

নগর নুইয়ে পড়ে বিষণ্নতায়, উত্তাল নদী
হয়ে যায় শান্ত
টগর থেকে ঝরে পড়ে সব লাল, ভবঘুরে মেঘ
স্থির আকাশে জড় হয়ে উদাস মনে খুঁজে ফেরে;
আপন নিবাস
গোলাপও হারিয়ে ফেলে তার তথাকথিত সুবাস।

অথচ আমি বরাবরই বিশ্বাস করেছি,
কবির কখনও মৃত্যু নেই
সে থেকে যায় অজস্র কোলাহলের মাঝে,
একটা নৈঃশব্দ্য হয়ে,একটা হাহাকার হয়ে।

কিংবা ধরুন, কবি মরে গিয়ে বেঁচে গেছে
সত্যি সত্যি বেঁচে গেছে
টিকে আছে এখনো আপনাদের করুণা হয়ে
কারো কারো আফসোসের সিথানে দুফোঁটা কান্না হয়ে।

শূন্যতা

মুকুল রাজ

প্রিয় স্থাতব্য জ্যোৎস্নায় ভরা নীলিমা,
হৃদয়শোভিত লোচনে দেখি বার বার
তবু যেন স্পৃহা জাগে নিসর্গে যাই, যেথায় ভুমিষ্ঠ হতে
যৌবন করেছি পার
প্রত্যহ যেন ফিরে যাই লালিত্য সেই বসতকারে।

শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে সংসর্পে অবলোকন করেছিলাম
তিস্তা তরঙ্গিনীর কলকল ধ্বনি
কত যে দিদৃক্ষা, তাই নিশীথে অশ্রুবারি ঝরে।
শৈশবের কত স্মৃতি হর্ষ-ঈপ্সায় জাগে,
তাই ক্ষণে ক্ষণে মোহিত করে সেই চির-চেনা নিসর্গ।

আজকের গোধূলি

রুদ্র সুশান্ত

গোধূলির প্রান্ত ছুঁয়ে কুচিকুচি হয়ে আছে আকাশে
মাতাল মেঘ,
আজকের সন্ধ্যাকে স্বাগতম জানালো ছুটে চলা
বাতাসের বেগ।

ছাদের কিনারায় শেওলা জমেছে, আমি বসে ঘাঁটছি
কবিতার খাতা
এখন কি লেখা আসে? অদৃশ্যে প্রেমে জমে আছে আমার
বিদীর্ণ মাথা।

তৃতীয় আষাঢ়ে কদমের ঘ্রাণ মুহুমুহু করছে ষোড়সী
প্রেমিকার মতোন
রাজসিন্ধুর রাজনর্তকী কোমর দোলাচ্ছে, সাথে
পল্লীবধূর কথন।

আজকের মেঘমাখা গোধূলি সোনায় মোড়ায়ে
সোহাগ করছে বেশ
গোধূলিকে গিলেছে সন্ধ্যা তবুও দিকজুড়ে রয়ে গেছে
নিদারুণ রেশ।

বিনম্র আষাঢ়

এবি ছিদ্দিক

কালের পৃষ্ঠায় অনুক্ষণ বয়ে চলে
ছোপ ছোপ বেদনার উল্লাসী পায়চারি!
তিমির নখের সাঁড়াশি আঁচরে উবে গেছে
পদ্যময় জীবনখাতা!
সেই কবেই তো ঘুমঘোরে উবে গেছে
বিষাদী জীবনের খসড়া!
সফেদ ভাবনারাও ফিরে গেছে বাগধারা জীবনে।

কাঁটাতারের বলয়ে গ্রন্থিত রয়ে গেলো
চেনা করিডোর...তবু কলাবতী সুখতরঙ্গ -
অসীম আকাশে ডানা মেলে লীলায়িত বৃষ্টিফোঁটার
দীপ্ত সোহাগে!

বিষাদবৃক্ষ পাশে -ফোটেছে আজ আহ্লাদী কদম ফুল
সৃজনের উল্লাসে কেঁপে উঠে চিরায়ত ইচ্ছেফুল
তবু হৃদয়ের গিরিখাতে ফোটে থাক একগুচ্ছ কদম।

হাইকু

টি এইচ মাহির

ডাঙ্গায় ফিরি,
ক্লান্ত নিঃশ্বাস শেষে
ঝিমায় তরী।

শেষ কিরণে
ফিরতে হবে তবে,
ধায় চরণে।

একেলা তরী
হাওয়ায় দুলে পাল
উচ্ছল বারি।

দিনের শেষে
ফিরে আসে বিহঙ্গ
আপন দেশে।

শেষ বেলায়
কবিতা লিখি কল্পে
শেষ ভেলায়।

নিষ্কৃতি চাই

স্বপন শর্মা

আয়ুষ্কালের মেয়াদ পূর্ণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে
সেই রেল লাইন, গাছের মগডাল

বাড়ির উন্মুক্ত ছাদ, প্রমত্তা তিস্তাব্যারেজ এবং

লাইলনের দড়ি,
সবাই একবার করে ডেকেছিল আয়ুষ্কালকে-

বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাতে।

যে দিন রেল লাইনের আহ্বানে সাড়া দিলাম
ঘন্টা খানেক পর শুনলাম,
বিরোধীদলীয় অসহযোগ আগামী তিনদিন চলবে।
সেদিন হতে ওই সবে আর আগ্রহ নেই।

এখন চাতকের মত মেঘের মুখাপেক্ষী হয়ে প্রহর গুনছি
কখন আয়ুষ্কালের মেয়াদ পূর্ণ হবে;
কখন নিষ্কৃতি পাবো মোহময় দেহ হতে।

ড্রইংরুমের মেঝেতে আশরাফ সাহেবের লাশ। জানাজার জন্য প্রস্তুতি চলছে। সোহান দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কারো কারো প্রশ্নাত্মক চোখে তার দিকে। অপ্রত্যাশিত জন্ম নিয়ে সোহান কখনো নিজের বাবাকে বাবা বলে ডাকতে পারেনি। আজও সে বাবা বলে চিৎকার করে কাঁদতে পারছে না। ১৭ বছরের ছোট্ট জীবনে সে সবার বিরক্তির কারণ, চোখের কাঁটা।

সোহানের বাবা আশরাফ সাহেবের খুব বেশি বয়স হয়নি। হঠাৎ স্ট্রোক করে মারা গেলেন। তার ছাত্রজীবন কেটেছে বড়ো বোনের শ্বশুরবাড়িতে। বোনের স্বামীর এক চাচাত বোন ছিল। ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়ে ওদের সংসারেই থাকত সে। নাম রেবেকা। দেখতে খুব একটা সুন্দরী না হলেও কথা বলত চমৎকার। মাঝে মাঝে আশরাফকে বোকা বানিয়ে খিলখিল করে হাসত। আশরাফ প্রথমে বিরক্ত হলেও ধীরে ধীরে ওর প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে দুজন দুজনের মনকে ভালোবাসার প্রত্যয়ে বেঁধে নেয়। দুজনেই ভেসে বেড়াতে থাকে প্রেমের সাগরে।

একদিন বিকেলবেলা খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘটনাচক্রে আশরাফ ও রেবেকা একা ছিল বাড়িতে। প্রকৃতি আর বয়স ওদের চোখে ঘোর লাগিয়ে দিল। আদিম খেলায় মেতে উঠল দুজনে। অসাবধানতা থেকেই গর্ভবতী হয়ে গেল রেবেকা। আশরাফের বোনই ব্যাপারটি প্রথম টের পায়। এ নিয়ে দুই পরিবারে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আশরাফ তার বাবার ভয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে পালিয়ে যায়। একসময় রেবেকা আর আশরাফের অনাকাঙ্ক্ষিত ছেলে জন্ম নেয়। একটি শিশু জন্ম নিলে তার কান্নার শব্দে সবার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। কিন্তু এই শিশুটির জন্মে কেউ খুশি ছিল না। সমাজের মানুষের আনাগোনায় দুই পরিবার বসে মধ্যস্ততায়। আশরাফের বাবা কিছুতেই রেবেকাকে ছেলের বউ করতে রাজি নয়, অনেক বোঝানোর পর শুধু নাতিকে ঘরে আনতে বাধ্য হোন। মা ছাড়া দুধের শিশু লালন পালন করা মোটেই সহজ নয়। তবে আশরাফের মা পরম মমতায় নাতিকে লালন পালনের ভার নেয়। আদর করে ডাকেন সোহান। রগচটা দাদা শিশুটির আকিকা দিতে রাজি হননি, উল্টো তার কান্না শুনলে বিরক্ত হতো। শিশুটিকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি। অবশেষে সুযোগ মিলে যায়।

একদিন ভোরবেলা এক দম্পত্তি আসে তাদের বাড়িতে। সোহানের দাদি তাদের না চিনেই আপ্যায়ন করেন। চা খাওয়ার ফাঁকে সেই মহিলা বললেন, তিনি নিঃসন্তান। ১১ বছর বিয়ে হলো কিন্তু কোনো সন্তান হয়নি। হঠাৎ সোহানের কান্না শুনে মহিলাটি তাকে কোলে নেয়। একটু আদর করতেই সে কান্না থামিয়ে তার দিকে তাকায়। সোহানের দাদা জানায়, ওরা সোহানকে দত্তক নিতে এসেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সোহানের দাদি। এই খবরে আশরাফ সহ পরিবারের বাকি সবাই খুশি হোন।

ওদিকে ছেলেকে হারিয়ে রেবেকা অন্তর্বেদনায় জ্বলতে থাকে। চাচার পরিবারও সমাজ থেকে একঘরে হবার হুমকি পেয়ে তাকে জায়গা দিল না। অগত্যা রেবেকা শহরে চলে যায়। খুঁজে শেষে গার্মেন্টসে চাকরি পায়। ভালোবাসার মানুষ, সন্তান সব হারিয়ে শূন্যতা নিয়েই তার জীবন চলতে থাকে।

সোহান নতুন পরিবারে নতুন মা বাবা পেয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। দত্তক মা তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। বাড়ির অন্যরা খোঁজ না রাখলেও সোহানের দাদি গোপনে নাতির খবর নিত। আশরাফের, বাবার সিদ্ধান্তের ওপর কথা বলার সাহস ছিল না, তাই খবর নিত না ছেলের। একসময় তার বাবা তাকে কাজের সন্ধানে বিদেশ পাঠিয়ে দেন।

সোহানের কপালে সুখ সইল না। সাত বছর বয়সেই তার নতুন মা ডায়রিয়ায় মারা গেল। কয়েকমাস পরে নতুন বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করল। সেই মহিলা কিছুতেই সোহানকে সন্তান বলে মেনে নিতে পারল না। দুঃখ কষ্টে এগিয়ে যায় সোহানের দিন, মাস, বছর। দাদা মারা যাবার পর মাঝেমাঝে লুকিয়ে সে দাদির কাছে চলে আসত। সেখানেও সমস্যা, আশরাফ ততদিনে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। সেই বউ সোহানকে দেখলেই রেগে যেত। দাদি তাকে খাবার দিতে চাইলেও সে দিত না। এ নিয়ে আশরাফ ছেলের প্রতি কিছুটা সহমর্মীতা দেখাতে চাইলেও বৌয়ের চাপে সম্ভব হয়নি। নানারকম কটু কথা শুনে সোহান কাঁদতো। বাবা তার সাথে কখনো ভালো করে কথা বলে না। ওর কী দোষ সেটাই বুঝতে পারত না সোহান।

একদিন দাদির কাছে সোহান তার দুঃখময় জন্মের ইতিহাস জানতে পারল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বাবার ওপর। তারপর থেকে বাবার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল সে। অন্যের বাড়িতে জায়গির থেকে শহরের কলেজে ভর্তি হলো।

তিনমাস পর হঠাৎ খবর পেল ওর বাবা বিদেশে মারা গেছে। আর অভিমান করে থাকতে পারল না। যে বাবা তাকে পৃথিবীতে এনেছে অন্যায়ের পথে, যার কাছে তার মায়ের জায়গা হয়নি, যে কোনদিন তাকে ছেলে হিসাবেও স্বীকৃতি দেয়নি, সেই বাবাকে শেষবার দেখতে ছুটে এলো সোহান।

শুনতে পেল, তার বাবা মৃত্যুর আগে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছে স্ত্রীর নামে।

সবাই গাদাগাদি করে মৃত মানুষটার মুখ দেখছে। সোহান সেদিকে গেল না। সদর দরজা পেরিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল। অবাঞ্ছিত এই জীবন থেকে দূরে গিয়ে এবার সে তার মাকে খুঁজবে। যতবারই মা বলে কাউকে আঁকড়ে ধরেছে, সে-ই হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সত্যিকারের মা কেমন হয়, জানা নেই সোহানের। আজ সোহান মা'কে খুঁজে পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

BMANA

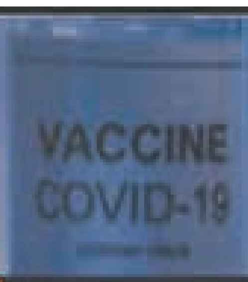

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া উপশম করার জন্য সহায়ক পরামর্শ

- টিকা দেওয়ার স্থানে একটি পরিষ্কার, ঠান্ডা, ভেজা তোয়ালে লাগান
- আপনার হাত সচল রাখুন
- সম্ভব হলে বিশ্রাম নিন
- প্রচুর তরল পান করুন
- আরামদায়ক পোশাক পরুন

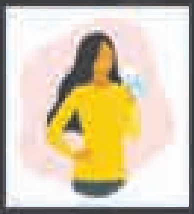

ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে প্রেসক্রিপশন-বিহীন ওষুধ গুলো খাবেন - যেমন আইবুপ্রফেন,অ্যাসিটামিনোফেন ,অ্যাসপিরিন (শুধুমাত্র ১৮ বছর বা তার উপর) , এন্টিহিস্টামিন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমানোর জন্য টিকা নেবার আগে এসব ওষুধ খাওয়া সুপারিশকৃত নয় কারণ এরা টিকার কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে।

শেষ কিছু কথা...

বর্তমানে কভিড-১৯ গাইডলাইন এবং বিধি-নিষেধ সমূহ শিথিল হয়েছে আর জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তবে এখনো কিন্তু আমাদের ন্যুনতম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

- সম্ভাব্য সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কোলাহলপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলুন।
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
- ঘনঘন হাত ধুলে (কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড) সংক্রমণ ঝুঁকি কমে।
- অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন।
- কোভিড উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করান।
- উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক কোভিড রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। সম্ভব হলে হোম আইসোলেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION OF NORTH AMERICA (BMANA)

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা

JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা পক্ষপাতমুক্ত এক মহাশক্তি, সামান্য বিচ্যুতিতেই হারিয়ে যায় তার চরিত্র
ক্ষমতা, মোহ আর অনৈতিকতার কাছে সমর্পিত হতে হতে সে চরিত্র আজ প্রায় নিঃশেষিত
সাংবাদিকতা কারো কারো কাছে দুর্গন্ধময় আয়ের হাতিয়ার
ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা গোটা মানবজাতির মাঝে গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের-প্রতিটি গণমাধ্যম কর্মীর।
স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ
নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর
চেয়ারম্যান, জয় বাংলাদেশ টেলিভিশন
ALEGRA HOME CARE INC.
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES

নোবেল

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
12 October 2023, Thursday, Issue 342
১২ অক্টোবর ২০২৩, ২৭ আশ্বিন ১৪৩০, ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

নারগিস মোহাম্মদি

নারগিস, এক অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এই বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইরানের জেলবন্দী মানবাধিকারকর্মী নারগিস মোহাম্মদি। নারগিস ইরানে খুবই পরিচিত নাম। সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বেই তিনি বেশি করে প্রচার পেয়েছেন। ইরানের এই নারী বহু বছর ধরে মানবাধিকার নিয়ে লড়াই করে চলেছেন। এ জন্য তিনি সীমাহীন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

তিনি আরাম-আয়েশ, শান্তির জীবন বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছিলেন এক প্রতিবাদী জীবন। ধর্মের নামে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া জবরদস্তিমূলক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। আর তাতেই তিনি ক্ষমতাসীন মৌলবাদী চক্রের রোষানলে পড়েছেন বারবার।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব। ইমাম খোমেনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

কমিউনিটি অপ-এড

ফেন্টানাইল থেকে আমাদের কমিউনিটিকে রক্ষা করতে হবে: এরিক

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তায় ফেন্টানাইলের ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস।এ নিয়ে অ্যাডামস বলেছেন, জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা আমাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। ফেন্টানাইলের বিকাশমান বিপদ থেকে নিউ ইয়র্কবাসীদের রক্ষা করা তাঁর মিশনের একটি কেন্দ্রবিন্দু বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ সপ্তাহের কমিউনিটি অপঃএড

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

রাতে গ্রেপ্তারের পর থানায় বেধড়ক পেটানো হয়

শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী

বুধবার ধানমন্ডি থানার নাশকতার একটি মামলায় রিমান্ড শুনানিতে এ্যানি ঢাকার সিএমএম আদালতে এই অভিযোগ করেন।

ঢাকা অফিস

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী

বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী (এ্যানী) আদালতের কাছে অভিযোগ করেছেন যে বাসার দরজা ভেঙে গ্রেপ্তারের পর থানায় ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। ১১ অক্টোবর বুধবার ধানমন্ডি থানার নাশকতার একটি মামলায় রিমান্ড শুনানি চলাকালে এ্যানি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে এই অভিযোগ করেন। নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে আদালতের সামনে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী। তিনি কেঁদেও ফেলেন।

তাঁর বাসায় ভাঙচুর করা হয়েছে অভিযোগ করে বিএনপির এই নেতা আদালতকে বলেন, 'বাসায় আমার বাচ্চা ছিল। দরজা ভেঙে আমাকে টেনেহিঁচড়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি তো চোরও না, ডাকাতও না। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে পুলিশ বেধড়ক পিটিয়েছে। আমি এর বিচার চাই।'

কথা বলার পর শহীদ উদ্দীন চৌধুরী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

একজন সাংবাদিককে সত্য প্রকাশে সাহসী হতে হবে: মাহফুজুর রহমান

সোহানা নাজনীন

সাংবাদিকরা অবশ্যই রাজনীতি করবেন, কিন্তু তা সংবাদে কখনই ফুটে উঠবে না। আমি আমার রাজনীতিকে ধারন করে আমার ব্যাক্তি জীবনকে পরিচালিত করতে পারি। কিন্তু তাই বলে সাংবাদিকতা জীবনে আমি কখনোই আমার রাজনীতি কিংবা আমার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে পারি না। নিজ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে গিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলকে খর্ব করতে পারেন না, বিকৃত করে তুলে ধরতে পারেন না। ব্যাক্তি জীবনে এবং সাংবাদিকতার বাইরে একজন ব্যাক্তি যে কোন দল সমর্থন করতে পারেন, যে কোন ধর্ম পালন করতে পারেন। ভিন্ন মতামত ধারন করেও একজন মানুষ হিসাবে ভালো হতে পারেন। আমি মনে করি, ধর্ম, রাজনীতি বিষয়গুলো মানুষকে আরো সমৃদ্ধ করতে সক্ষম।

প্রবাসের সাংবাদিকতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন মাহফুজুর বহমান। তিনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদক। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'বর্ণমালা নিউজ ডট কম' ও 'বাংলা নিউইয়র্ক ডট কম' এর সাবেক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com